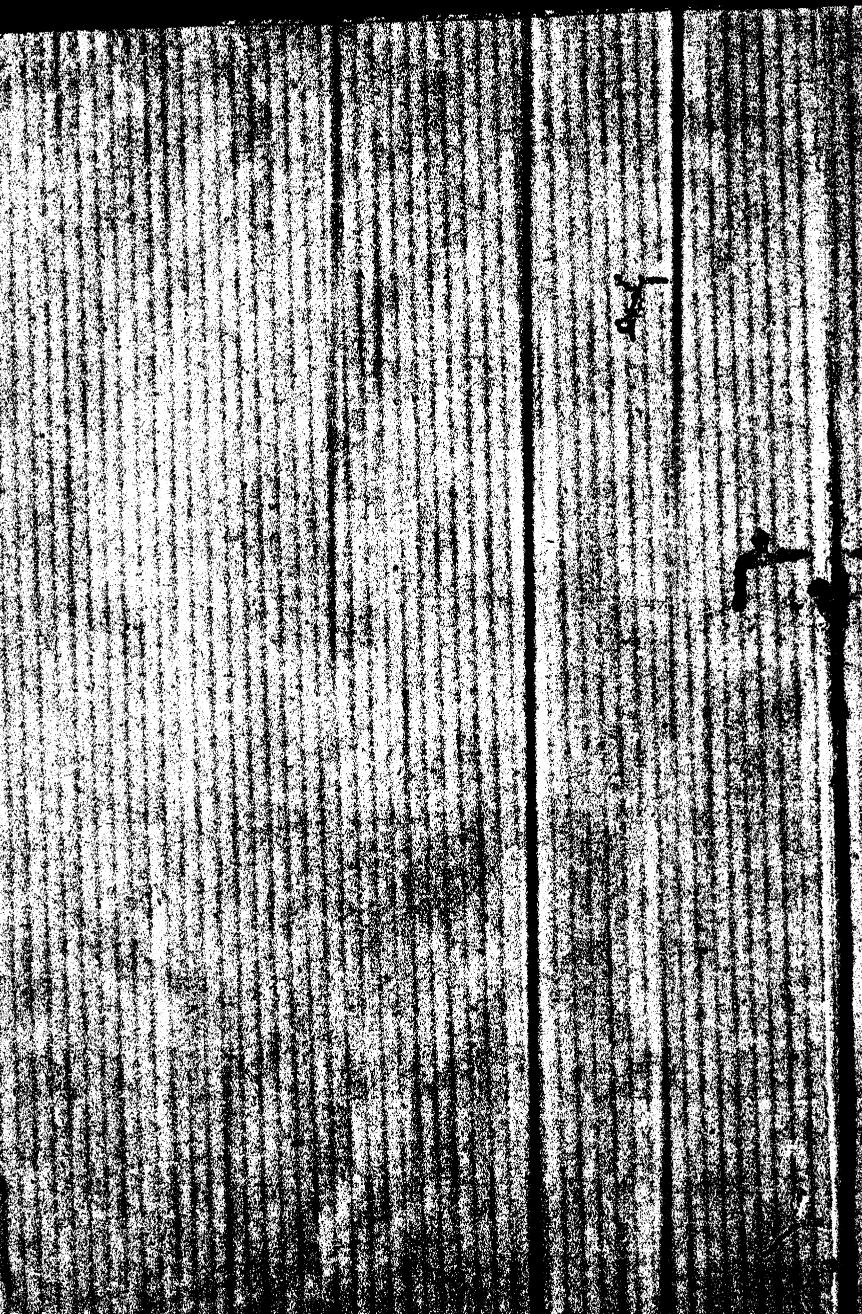


নিমাই-সন্ন্যাস গীতাভিনয়।

যশোহর-মল্লীকপুরনিবাসী

বন্দ্যঘটীয় শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন

প্রণীত।



চতুর্থ সংস্করণ।

কলিকাতা

ভিক্টোরিয়া লাইব্রেরী হইতে

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

আশ্বিন—১৩৩৮ সাল।

প্রকাশক,

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় দে।

২৫।৪ নং তারক চাটুর্য্যের লেন,

কলিকাতা।

কলিকাতা

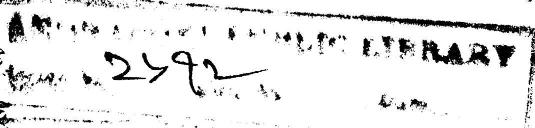
২৭।৫ তারক চাটুর্য্যের লেন,

"অক্ষয় প্রেসে"

শ্রীনন্দলাল শীল দ্বারা মুদ্রিত।

অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ ।

পুরুষগণ ।



নারায়ণ	
নারদ	দেবর্ষি ।
নিমাই	
নিতাই	
জগন্নাথ মিশ্র	মহাপ্রভুর জনক ।
কেশব ভারতী	নিমাইয়ের গুরু ।
চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য্য	জগন্নাথ মিশ্রের শ্যালীপতি ।
শ্রীনিবাস	নিমাইয়ের অনুযায়ী ।
অদ্বৈতাচার্য্য	ঐ
গদাধর	ঐ
রামানন্দ স্বামী	ব্রহ্মচারী ।
উদ্ধারণ	জনৈক ভক্ত ।
অবধূত	” ব্রাহ্মণ ।
জগাই, মাধাই	প্রসিদ্ধ দুইজন দস্যু ।
চাপাল গোপাল ভট্টাচার্য্য ও রামধন শিরোমণি	প্রভুদ্বেষী বিপ্রদ্বয় ।

কলি, পাপপুরুষ, পানদোষ, বৈষ্ণবগণ, পরামাণিক, শিষ্য, মাতাল প্রভৃতি ।

স্ত্রীগণ।

লক্ষ্মী	
শচীদেবী	মহাপ্রভুর জননী।
বিষ্ণুপ্রিয়া	মহাপ্রভুর সহধর্ম্মিনী।
সীতাদেবী	অদ্বৈত্যের সহধর্ম্মিনী।
পার্ব্বতীদেবী	মহাপ্রভুর মাসী।
ধরণী	বসুমতী।

ব্যাভিচারিণী প্রভৃতি।

2472



প্রস্তাবনা।

—০:%:০—

রাগিণী সুরট মল্লার—তাল রূপক।

জগতে আসিল সুদিন।

প্রেমের পাথারে, ভাসিবে এবারে,

রাজা প্রজা ধনী দীন ॥

পাপীরে তারিতে, তাপীরে জুড়াতে,

উদিল শ্রীহরি নদীয়া ধামেতে,
পতিত জীবেরে সুপথ দেখাতে,
পরিলেন প্রভু ডোর ও কৌপিন।
অতি অপরূপ এ গৌরাঙ্গ লীলা,
নাহি দ্বেষ ভাব জাতি ভেদ জ্বালা,
নাচিবেক দ্বিজ ধরি শূদ্র গলা,
সকলেই প্রাণে ময়লা বিহীন ॥
ভ্রষ্ট সুরাপায়ী বর্ব্বর দুর্জ্জন,
ধর্ম্ম ভাবি করে নীচ আচরণ,
তাদেরে প্রভু করিবে দমন,
অধর্ম্মনিচয় হবে প্রভাহীন।

শচীগর্ভাকাশে যে চাঁদ উদিল,
জগতের যত আঁধার নাশিল,
প্রেমের পাথারে অধম ভাসিল,
সরসী নীরেতে ভাসে যথা মীন ॥
কলিকালে জীব পাপেতে মগন,
সুধা বোধে করে গরল ভক্ষণ,
তাই ভবে আনি হরি সঙ্কীর্ত্তন,
পাপীরে করিল কলুষতা হীন।
সহজ সাধন মানবে শেখাতে,
অধম জনারে লইল কোলেতে,
হরি বলে হরি লাগিল নাচিতে,
ধন্য হ'লো তারা যারা ছিল দীন ॥
দীন দ্বিজ ভণে ওহে দয়াময়,
হৃদয় আসনে হও হে উদয়,
নিরমল লীলা গাইতে আমায়,
কৃপা কর প্রভু আমি দীন হীন ।

নিমাইসন্ন্যাস

গীতাভিনয়।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—গোলোকধাম।

(রত্ন সিংহাসনোপরি লক্ষ্মী নারায়ণ আসীন)

(গীত গাহিতে গাহিতে ধরণীর প্রবেশ)

রাগিণী ইমন্ কল্যাণ—তাল ধামার।

নির্ব্বিকার নিত্য ধন।
নিরাদি নির্ব্বিকল্প নিত্যময় নিরঞ্জন ॥
রমেশ রমানাথ রসিক রমন, দয়াময় দীনবন্ধু দানব দলন,
চরণ পল্লব, গাঙ্গিনী উদ্ভব, কমলা বল্লভ, কমললোচন।
সুরাসুরে সেবে ওই পূত পদ, শ্রীপদ প্রভাবে সার পরম পদ,
হয়ে অবতার, হরি ধরার ভার, ভুস্তারে নিস্তার কর নারায়ণ।
কলিকালে জীব কলুষে মগন, মানুষেতে করে পশু আচরণ।
দীন নারী কয় নাহিক উপায়, বিনা কৃপাময়, পতিত-পাবন ॥

ধরণী। কৃপাময়! নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে ভবদীয় অভয় পাদপদ্মে শরণাপন্ন হলেম। কারণ আপনার কৃপা ভিন্ন আর এ দাসীর কোন উপায়ান্তর নাই। আপনি বার বার নানা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে আমার ভার লাঘব করেছিলেন, এবার কোনরূপ বিধান করুন,আমার আর সহ্য হয় না। এই সময় প্রতিবিধানের উপায় না কল্লে আপনার সোণার রাজ্য ভ্রমের জালে চিরদিনের জন্য আবদ্ধ হবে,পশুবলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়বে,পবিত্র ধর্ম্মের স্থান অপবিত্র অধর্ম্ম অধিকার কর্ব্বে। কাজেই আর বিলম্ব না করে জগতের সংস্কার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করুন। তা না কল্লে সমগ্র মানবমণ্ডলীর অধোগতি কিছুতেই নিবারিত হইবার নহে।

লক্ষ্মী। ধরাসুন্দরি! এই কলিকালে সাধন বলে পুষ্ট কোন অসুর যে প্রবল হয়ে অত্যাচারানলে দুর্ব্বলদের দগ্ধ কর্ব্বে, তাহা তো সম্ভবপর নহে। তা হলে কি জন্য ঈদৃশ বিচলিতা হয়েছো?

ধরা। মাতঃ! অসুরের অধম, পিশাচের হেয়, ঘোর ভণ্ড,অপধর্ম্মের সেবক,কপট ধার্ম্মিকের অমানুষিক অত্যাচারে নিতান্ত মর্ম্মাহত হয়েছি,সেই সব নরাধমের কু-আদর্শে মানব দিন দিন অধোগতির নিম্নস্তরের দিকে প্রধাবিত হচ্চে। এখন যদি শ্রীভগবান ইহার গতিরোধ না করেন, তাহলে বিবেক-সম্পন্ন মনুষ্যে আর হিংস্র পশুতে কোন প্রভেদ থাকিবে না।

লক্ষ্মী। ধরিত্রী! তোমার এই সব বাক্য শুনে নিতান্ত বিস্মিতা হয়েছি। সুপথে পরিচালিত কর্ব্বার উদ্দেশে দেহীর দেহে বিবেক, সারথী স্বরূপ বর্ত্তমান আছে। সুতরাং তারা কিরূপে ঈদৃশ বিপথগামী ও কুৎসিতকর্ম্মা হ'লো, তাহা ঠিক বুঝলেম না।

ধরা। মাতঃ! বল্‌তে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, যে পবিত্রতম তন্ত্র দেব দেব মহাদেবের শ্রীমুখ হইতে নিঃসৃত হয়েছে, যাহা ভোগ ও যোগের সামঞ্জস্য বিধায়ক ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের মূল কারণ, যাহার প্রদর্শিত পথের পথিক হলে জীব কঠোর জঠর যন্ত্রণার দায় হতে নিষ্কৃতি লাভ করে, পাপাত্মাদের আদর্শে সেই সুপবিত্র তন্ত্রশাস্ত্র সাধারণ মানবের চক্ষে নিতান্ত হেয় ও পৈশাচিক কার্য্য কলাপের আকর বলে প্রতীয়মান হয়েছে। পাপাত্মারা নিজেদের জঘন্য পশু প্রকৃতি চরিতার্থ কর্ব্বার জন্য সুরাপান, নরহত্যা, ব্যাভিচার প্রভৃতি কুকর্ম্ম সকল শাস্ত্রানুমোদিত ও জগদম্বার অভিপ্রেত বলে প্রকাশ কচ্চে। সেই সকল নরপশু সদৃশ সুরাপায়ী কপট তান্ত্রিকদের অত্যাচার চরম সীমায় উঠেছে। সুন্দরীর ধর্ম্ম, ধনীর ধন, এখন আদৌ নিরাপদ নহে। নরাধমেরা ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে যাবতীয় ঘৃণিত অপকর্ম্ম সকল প্রকাশ্যে সুসাধন কচ্চে। এরূপ ভাবে আর কিছুদিন অতিবাহিত হলে সমগ্র মনুষ্য সমাজ প্রেতের তাণ্ডব ভূমিতে পরিণত হবে, আর মানবদের পরি-

ত্রাণের কোন উপায় থাকবে না। সেই জন্য আজ শ্রীনাথের শ্রীচরণে শরণাপন্ন হয়েছি। তিনি ভিন্ন এই পাপের খর-স্রোতকে রুদ্ধ করা, ভ্রান্ত মানবদের প্রকৃত ধর্ম্মের মর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া আর কাহারো সাধ্যায়ত্ত নহে।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

শরণ লইনু আজি শ্রীনাথের শ্রীচরণে।
মানবের অধোগতি রক্ষা কর নিজগুণে॥
নিজ স্বার্থ সিদ্ধি তরে,
তন্ত্রের কদর্থ করে,
শ্যামার স্বর্ণ পিঞ্জরে, কাকেরে পোষে যতনে।
ধর্ম্মের হে রক্ষা তরে,
অবতীর্ণ হ'লে বারে বারে,
এ সঙ্কটেতে এইবারে, রক্ষা কর হে নরগণে।
ওহে কমলার পতি,
তুমি অগতির গতি,
রোধ হে পাপের গতি, দীন নারী ভণে॥

নারায়ণ। ধরিত্রী! কাল প্রভাবে মানব মণ্ডলী এপ্রকার নীচকর্ম্মা অপধর্ম্মের সেবক ও ঘোর কপট হয়ে পড়েছে। কিন্তু তুমিতো জানো যে অতি বৃদ্ধি পতনের পূর্ব্ব সূত্র। আমি অচিরকাল মধ্যে পাষণ্ডদের দমন করে কলির জীবদের ক্ষীণ ক্ষমতার অনুকূল সহজ সাধ্য রস মাধুর্য্যময় এক অভিনব ধর্ম্ম-

মত প্রচার কর্ব্বো। দারুণ পিপাসার পর সুশীতল জল যেরূপ মধুর হয় সেইরূপ আমার সেই ধর্ম্ম,প্রেমের পাথারে প্লাবিত সাধারণ মানবের পক্ষে নিতান্ত প্রীতিপ্রদ হবে। কারণ ইহা পূর্ব্বে অনাস্বাদিত,উদারতার উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত, সঙ্কীর্ণতা-হীন ও জাত্যাভিমান পরিশূন্য। ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলকার ইহাতে সমান অধিকার থাকিবে,এমন কি ভিন্নধর্ম্ম যবন পর্য্যন্ত সেই সাধারণ ভোগ্য সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবে না। অগ্নির প্রভাবে মলিন স্বর্ণ যেরূপ উজ্জ্বল হয়, সেইরূপ উদারতাময় এই অভিনব ধর্ম্মমতের গুণে নিতান্ত নিরস অন্তরও ভক্তির প্লাবনে পরিপ্লাবিত হবে। পূতিগন্ধময় অপবিত্র স্থান স্বর্গীয় সৌরভে আমোদিত হবে এবং মধুর হরিধ্বনিতে লোকের অন্তরস্থিত সঙ্কীর্ণতা লয় হয়ে যাবে। রোগীর জন্য যেমন ঔষধ প্রয়োজন,তেমনি জগতের ঘৃণ্য পতিতজনের উদ্ধার সাধন ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য,আমি উচ্চনীচ নির্ব্বিশেষে সকলকে কোল দিয়া পবিত্রতম এই ধর্ম্মমতের উদারভাব প্রতিষ্ঠা কর্ব্বো। উত্তরকালে লক্ষ লক্ষ তাপিতজীব ইহার আশ্রয়ে আসিয়া তাপিত প্রাণ শীতল কর্ব্বে। বিশেষ তন্ত্রে উক্ত আছে যে, কলিকালে নবদ্বীপের সন্নিকট মায়াপুর নামক পল্লীতে শচীসুত রূপে আমি উদয় হবো। আমার প্রত্যেক লীলা রঙ্গের সহায় অনান্য দেবগণও ভিন্নভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে ধরাতলে অবতীর্ণ হবেন।

লক্ষ্মী। নাথ! আপনার এই চির সেবিকাকে তো শ্রীচরণ সেবা কর্ব্বার জন্য যেতে হবে।

নারায়ণ। প্রিয়ে! জগৎকে সেবা কর্ব্বার জন্য সেবক হয়ে আমি এবার সংসারে প্রবেশ কর্ব্বো। আমি দীন হীন কাঙ্গালের দুঃখ দূর কর্ব্বো, যাকে সকলে ঘৃণা করে, আমি তাকেই কোলে তুলে নেবো। সুতরাং এবার আমার আর সেবা গ্রহণ কর্ব্বার আদৌ আবশ্যক হবে না; তবে তোমাকে যেতে হবে বটে, কিন্তু মহীলতা মৃত্তিকার মধ্যে বাস করেও মৃত্তিকা মাখেনা, তেমনি তুমি সংসারে প্রবেশ করেও সংসারী হবে না। কেবল নির্লিপ্ত ভাবে সংযম শিক্ষা দেওয়ার জন্য আদর্শ রূপে অবস্থান কর্ব্বে।

লক্ষ্মী। কাঁদ্‌বার জন্য আমাকে প্রত্যেকবার সংসারে যেতে হয়,এবার বোধ হয় সেই চির আচরিত প্রথার অন্যথা-চরণ হবে না।

নারায়ণ। প্রিয়ে! পরের তাপিত প্রাণ শীতল কর্ব্বার জন্য আমরা চোখের জল ফেলে থাকি। আমাদের সেই অশ্রুজলে জগতের মলিনতা রাশি বিধৌত হয়ে যায়। তবে এবারকার কান্নার একটু বৈচিত্র্য আছে। কারণ তাহা প্রেমের কান্না, সে অশ্রুজল উত্তপ্ত নয়, তুষার রাশির ন্যায় সুশীতল। অন্তরের যাবতীয় কলুষ কলাপ সেই অশ্রুজলে ধৌত হয়ে যায়; এবং শিশির সিক্ত পদ্মের ন্যায় হৃদয়খানি সুনির্ম্মল হয়ে

পড়ে। মায়ার দাস, বিপথগামী জীবকে সেই প্রেমের কান্না শেখাবার জন্য আমরা এবার সংসার রঙ্গভূমে প্রবেশ কচ্চি। লোকে যেমন হেসে অন্যকে হাসায়, তেমনি আগে নিজে কেঁদে তবে অন্যকে কান্না শেখাতে হবে। এই কান্নায় যে কত সুখ, কত আনন্দ, তা এইবার সকলে বুঝবে। তবে এক্ষণে চল, এই অভিনব গৌরাঙ্গ লীলার উদ্যোগ করিগে। ধরণী! তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর, অচিরকাল মধ্যে অপধর্ম্মের সেবক পাষণ্ডদের অমানুষিক অত্যাচার তিরোহিত হবে।

ধরা। যে আজ্ঞে প্রভু, এই আজ্ঞায় কৃতার্থ হলেম।

[সকলের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—বনপথ।

(কলি, পাপপুরুষ, ব্যাভিচারিণী ও
পানদোষ আসীন)

কলি। প্রবল প্লাবনে লতিকার প্রায়
কেবা নাহি অবনত হয় আমার প্রতাপে ?
জগতের অলঙ্কার ছিল যে ব্রাহ্মণ
প্রদীপ্ত কৃশাণু সম তেজপুঞ্জ তনু,
ভগবত সাধনায় নিরত সতত
হের সেই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ,
ধর্ম্ম কর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি,
নীচ কুক্কুরের প্রায়, ভ্রমিতেছে
দ্বারে দ্বারে উদরান্ন হেতু।
পুত্র হয়ে জননীর বুকে
করি পদাঘাত অতি সমাদরে
লইতেছে পাশে শয্যা সহচরী
শঠের সম্পদ এবে, সাধু ম্রিয়মান,
পতিব্রতা সতী ভাসে অশ্রুনীরে
অসতীর আনন্দ অপার।

কাল অনুকূল মম, তোমরা সহায়
এ সময় বল কাহার শকতি,
আমার ক্ষমতা করে প্রভাহীন,
কেবা তুচ্ছ তৃণগুচ্ছে বাঁধে গজরাজে ?

পানদোষ। তাতো সব জানি, সব বুঝি, তবু বুড়ো ঋষি বেটার কথা শুনে প্রাণে একটু খট্‌কা জন্মালো।

পাপপুরুষ। ঋষি বেটার সঙ্গে তোমার কোথা দেখা হলো, তুমি কি পথ ভুলে গোলকের দিকে গিয়েছিলে নাকি ?

পানদোষ। আঃ, সকাল বেলা গালাগালি দিয়ে কথা কন কেন ? আমি এখনো ততদূর বয়ে যাইনি, বা মতিচ্ছন্ন হয়নি যে গোলকের দিক্ দিয়ে আমি পথ চল্‌বো। আমার অনুগত ভক্ত নর্দ্দমায় শুয়ে গায়ে কাদা মেখে মজা করে ঘুমবে, তবু গোলকের মত বিশ্রীজায়গায় তারা কখনই যেতে চাইবে না। কাল সকাল বেলা নেপাল সাহার ভাঁটীখানা থেকে আমি যেমন বেরুচি,অমনি দেখি যে বেটা বীণাটা ঘাড়ে করে, ঢেঁকিতে সোয়ার হয়ে পূর্ব্ব দিক্ হতে আসছে। আমাকে দেখেই বেটা যেন তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো ও ভাঁটার মতন চোখ দুটো লাল করে খানিকক্ষণ পাগলের মতন কত কি আবোল তাবোল বক্‌তে লাগলো। বেটা যদি ঋষি না হতো, তাহলে বোতল ছুড়ে বেটার রগ্ ছেঁদা করে দিতুম।

বেটার এতদূর স্পর্দ্ধা, আমার সামনে বেটা আমাদের রাজার নিন্দে করে।

কলি। তবু সে বেটা কি বল্লে ?

পানদোষ। বেটা অনেকক্ষণ বক্ বক্ করে বক্‌লে,সব কথা আমার মনে নেই। তবে শেষে বল্লে,"রে বর্ব্বর! এইবার তোদের পৃষ্ঠপোষক কলির প্রধান সহায় পাপপুরুষের গর্ব্ব সম্পূর্ণরূপে খর্ব্ব হবে।তোদের কবলে পতিত হয়ে ভগবানের সৃষ্ট শ্রেষ্ঠজীব মনুষ্য উচ্ছন্নের খরস্রোতে ভাসিতে ছিলো, মনুষ্য হয়ে পশু অপেক্ষা হেয়ো হয়ে পড়েছিলো। সেই সকল পতিত জীবদের রক্ষার জন্য দয়ার সাগর পতিতপাবন হরি নরমূর্ত্তি পরিগ্রহ করে নবদ্বীপ ধামে উদয় হয়েছেন। এইবার পুনরায় শ্রীভগবানের ধর্ম্মরাজ্য পুনঃ স্থাপন হবে, অধম জীব মধুর ভক্তির আস্বাদন পেয়ে, বিমল আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়বে। নীচতার স্থান উদারতা অধিকার কর্ব্বে;মনুষ্য মনুষ্য নামের যোগ্য হবে, সুতরাং তোদের পাপপুরুষের পাপরাজ্য যে অচিরকাল মধ্যে ধ্বংস হবে, তাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। তপন তাপে তাপিত জীব যেমন তরু ছায়া প্রাপ্তে শীতল হয়, তেমনি পাপতাপে আক্রান্ত অধম জীব শ্রীভগবানের শান্তিময় কোলে স্থান পেয়ে এইবার কৃতার্থ হবে।

পাপপুরুষ। বিলক্ষণ, এ কথা সমস্ত অসম্ভব,নিশ্চয় নারদ বেটা গাঁজার ঝোঁকে আবোল তাবোল বকৃচে। আমরা

এখন কোট জিনে বসেচি,সুতরাং কার বাপের সাধ্য আমাদের ক্ষমতাকে বিন্দুমাত্র হীনপ্রভা করে। বিশেষ,নবদ্বীপ বঙ্গদেশের অন্তর্গত,সেই বঙ্গদেশ আমার খাস তালুক, সেখানে শাক্ত ধর্ম্মের ছড়াছড়ি। তারা ধর্ম্মের নামে মদ, মাংস ও মেয়ে মানুষ পেয়ে বিপুল আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছে। এরূপ আহার ঔষধ একা ধারে, এই মোলাম আয়াসের ধর্ম্ম তারা প্রাণ থাক্‌তে কখনই পরিত্যাগ কর্ব্বেনা। তারা আমার অতি বিশ্বস্ত ভক্ত ও অনুগত প্রজা, তারা এমন মজার ধর্ম্ম ছেড়ে কখনই নেমোখারামি কর্ব্বে না।

ব্যাভি। রাজন! নারদ বেটার প্রলাপ বচনে আপনি বিন্দুমাত্র আস্থা স্থাপন কর্ব্বেন না। বিশেষ আমি আপনার সহায় থাক্‌তে কোন বেটা আমাদের কিছুমাত্র অনিষ্ট কর্ত্তে পার্ব্বে না। একবার আমার ক্ষমতার বিষয়টা ভেবে দেখুন দেখি? এই বিবেক সম্পন্ন মনুষ্যকে একেবারে প্রেতের অধম কর্ত্তে, অকালে বার্দ্ধক্য আন্‌তে, অধোগতির খরস্রোতে ভাসাতে, আমি ভিন্ন আর কার ক্ষমতা আছে? সম্পর্কে আমি যম রাজার পিসতুতো ভগ্নী। কারণ আমার যে একবার কবলে পতিত হয়েছে, তাকে আর অধিক দিন এই ভব ধামে থাক্‌তে হয় না। যৌবনে বৃদ্ধ হয়ে অকালে প্রেতপুরে আতিথ্য গ্রহণ কর্‌তে হয়।

পানদোষ। দিদিমণি! বেশ মোলাম কথাগুলি বল্লেন বটে;

কিন্তু আমি পেটের ভিতর না ঢুক্‌লে, তেমন আসর জমে না বা কোন কাজে তেমন খোলতাই হয় না। খুন ডাকাতি প্রভৃতি যত কিছু অপকর্ম্ম জগতে সংঘটিত হয়, সবার মূলে আমি বর্ত্তমান আছি। আমার সহায়তা ভিন্ন মানুষ কখনই অধঃপাতের চরমসীমায় উপনীত হতে পারে না। আমি ছাড়া আর কেউ মানুষকে সম্পূর্ণরূপে পশুর অধম কি পিশাচের হেয় কর্ত্তে পারে না। সাধক পবিত্রচিত্তে পূজার আসনে উপবেশন করে আছে কিন্তু যেই সুধা পাত্রটি নিঃশেষ হলো, অমনি মনটা বাঁধন ছেঁড়া গরুর মতন বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যা ঘুরে বেড়াতে লাগলো, খোদ সয়তান এসে কাঁধে সোয়ার হলো, কাজেই অন্তরের পবিত্রতা টুকুন মুহূর্ত্ত মধ্যে আবরণ হীন কর্পূরের ন্যায় কোথায় উধাও হয়ে গেলো, মন নরককুণ্ডে ডুব দিলে, তখন সে সম্পূর্ণ রূপে ভিন্ন প্রকারের জীব হয়ে পড়লো। ফলতঃ মানুষকে পশু কর্ত্তে, সুখের সংসার শ্মশানে পরিণত কর্ত্তে, অকালে বার্দ্ধক্য আন্‌তে আর কেউ পারে না। বিশেষতঃ যকৃত যক্ষ্মা ক্ষয় উন্মত্ততা প্রভৃতি ভয়ানক রোগ-গুলি আমার নিত্য ব্যবহারে হয়, কাজেই আমার কবলে পতিত লক্ষ লক্ষ মানুষকে আমি অকালে প্রেতপুরে চালান দিয়ে থাকি। আমি নিজে বড়াই করে বল্‌চিনা, কিন্তু আমার প্রভূত ক্ষমতার যে ইয়ত্তা নাই, তাহা জগতস্থ সকলে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে থাকে।

কলি। তোমরা আমার একমাত্র অতীব বিশ্বস্ত অনুচর। তোমাদের সহায় পেয়ে আমি সংসারে ঈদৃশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছি। কিন্তু তথাপি নারদ যে কোন অর্থশূন্য প্রলাপ বকৃবে তা বিশ্বাস হয় না। সুতরাং নিশ্চয়ই নবদ্বীপ ধামে কোন একটা কাণ্ড কারখানা হয়েছে। চলনা দূর হতে ব্যাপার খানা কি তাই দেখে আসি।

পাপপুরুষ। যে আজ্ঞে, তাহলে চলুন, আমরাও সঙ্গে যেতে স্বীকৃত আছি।

[সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—রাজপথ।

(গীত গাহিতে গাহিতে নারদের প্রবেশ)

রাগিণী পরজ—তাল ঝাঁপতাল।

আঁধার জগতে এবে বিমল আলো খেলিল।
জীবের চৈতন্য দিতে, চৈতন্য রূপে দেখা দিল॥
জীবে দয়া নামে রুচি, এই দুটী বাক্য রচি,
অশুচিরে করি শুচি, অধমেরে উদ্ধারিল।
গাও বীণে পরজেতে, পর দুঃখ বিনাশিতে,
অধমে ভক্তি শিখাতে, সংকীর্ত্তনে নাচিল॥
আহা কি মধুর লীলা, আচণ্ডালে কোল দিলা,
হীন জনে উদ্ধারিলা, পাষণ্ড দলে দলিল।
পতিত এ দীন দ্বিজ, দেহ পদ সরসিজ,
মানব জনম দ্বিজ, তব কৃপায় ধরিল॥

প্রভো! দয়ার সাগর! ধন্য তোমার মহিমা, ধন্য তোমার লীলার চাতুর্য্য, জগতের সংস্কার কল্পে বারবার নানা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, এই সংসার রঙ্গভূমে নানাপ্রকার অভিনয় করেছেন। কিন্তু এবারকার এই লীলাচাতুর্য্যের মহিমা অপার। কারণ, এবার পিপাসার পরিবর্ত্তে জল অগ্রসর হবে। রোগীর অনিচ্ছা সত্ত্বে আত্মীয় স্বজন যেমন তাকে বলপূর্ব্বক ঔষধ

খাওয়ায়,তেমনি অধম জীবের উদ্ধারের জন্য সেধে সেধে তাদের হরিনাম রূপ সুধা বিলাইবেন। এইবার লক্ষ লক্ষ ভ্রান্ত তাপিত জীব প্রভুর শান্তিময় কোলে আশ্রয় পেয়ে কৃতার্থ হবে। আহা, যে সব মোহান্ধ জীব অপধর্ম্মের সেবক হয়ে, মনুষ্য হয়েও পূর্ণ প্রতাপে পশুত্বের পরিচয় দিতে ছিলো,এইবার হরিনামের গুণে তাদের মলিন অন্তর বিমল জ্ঞানালোকে আলোকিত হবে। সঙ্কীর্ণতা মূলক জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত করে এই বৈষম্য-ময় জগতে যথার্থ সাম্য মন্ত্রের বীজ রোপিত হবে। উত্তর কালে সেই বৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে লক্ষ লক্ষ জীব তাপিত প্রাণ শীতল কর্ব্বে, এবং তাহার অমৃতময় ফল ভক্ষণ করে অধম, সাধনহীন মানব অমরত্ব লাভে সমর্থ হবে। ঐ না দুটি লোক এদিকে আসছে! আহা, অভাগারা সুরা রাক্ষসীর কবলে পতিত হয়ে একেবারে পশুর অধম হয়ে পড়েছে। আহা,হতভাগারা সুধাভ্রমে তীব্র কালকূট পান করে উচ্ছন্নের খরস্রোতে ভাস্‌ছে। আহা,এই মানুষ মনে কল্লে যথার্থ মনুষ্য নামের উপযুক্ত হতে পারে। কিন্তু বুদ্ধির বিকারে, ভ্রমের কল্যাণে স্বইচ্ছায় নিজেদের অধোগতির পথে অগ্রসর হচ্চে। মেঘাবৃত শশীর ন্যায় ভগবান প্রদত্ত বিবেক একেবারে নিস্প্রভ হয়ে পড়েছে। কাজেই যথার্থ সুপথ নির্ব্বাচনে আর ইহাদের আদৌ ক্ষমতা নাই। দেখি কোন গতিকে এই ভ্রান্ত অভাগা-দের ধর্ম্ম প্রবৃত্তিকে যদি জাগ্রত করে দিতে পারি।

(গীত গাহিতে গাহিতে দুইজন মাতালের প্রবেশ)

রামপ্রসাদী সুর।

মন কর রে আদত খাঁটি।
খাও ধান্যেশ্বরী উদর ভরি ভক্তে যারে বলে খাঁটি॥
তিনপাত্র মাল টেনে, যখন আমি বসি ধ্যানে,
স্ফূর্ত্তির গামলায় ডুব দেয় মোর গোটা মনটি।
ধেনো মদ ভুঁড়ি চচ্চড়ি, শ্যামার সহায় ভারি,
পেঁজ দিয়ে পাঁঠার কারি, আহা কি পরিপাটি॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, নর্দ্দমায় প'ড় টলে,
ছুঁচোরে ধরে, পুলিপিটে বলে, কামড়ে ধরো তার লেজটী॥

১ম মাতাল। কি বাবা ঋষির পো! হাতে যন্ত্র দেখছি গান বাজনার সখ আছে, এদিকে মাল টাল চলে?

২য় মাতাল। খুব চলে, শীকারি বিড়ালের গোঁফ দেখে চিন্‌তে পাচ্চো না চাঁদ। ঋষির পো একখানি গাছপাকা ইয়ার লোক, কেবল লোকের চোখে ধুলো দেবার জন্য ও রকম চিতে বাঘ সেজে আছে। আমি এই বয়সে অনেক ওরকম বর্ণচোরা আমভিজে বেড়াল দেখেছি। বেটারা তুলসী বনে বাঘ সেজে থাকে, কিন্তু মাল দেখ্‌লেই এগিয়ে বসে। আমরা চাঁদ চোখের যুত দেখে চিন্‌তে পারি, উড়োন্ত পাখীর পালক গুণি, আমরা বড় কঠিন ছেলে চাঁদমণি।

নারদ। তোমরা কি বলছ বাবা!

১ম মাতাল। আর নেকামি কর কেন চাঁদ! সোণা হেন মুখ ক'রে এক পাত্র মাল চক্ চক্ ক'রে গালে ঢেলে দাও।

নারদ। আচ্ছা বাবা এ খেলে কি হবে?

২য় মাতাল। স্ফূর্ত্তি লাগ্‌বে, প্রাণটা হামাগুড়ি দেবে।

নারদ। এই ক্ষণিক স্ফূর্ত্তির পরতো ঘোর অবসাদের উদয় হবে।

১ম মাতাল। হাঁ বাবা! তুমি ভুক্তভোগী আদমী, সব বোঝ। বাবা! খোঁয়াড়ির যন্ত্রণা মুখে বল্‌বার নয়। বাবা! সে যাতনা যম যাতনার বোনাই, গোটা দেহটা যেমন কুকুরে চিবোয়। প্রাণটা ভাজনা খোলায় ভাজে, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যায়। গোমুখী হতে গঙ্গাসাগর অবধি সমস্ত জল ঢাল্লেও সে সান্নিপাতের তৃষ্ণা ভাঙ্গে না। কিন্তু বাবা! দু মালা মাল টান্‌লেই সব যন্ত্রণার শান্তি হয় যেন নব যৌবনের সঞ্চার হয়, প্রাণটা যেন স্ফূর্ত্তির মাঠে ঘোড়দৌড় কর্ত্তে আরম্ভ করে।

নারদ। আচ্ছা বাবা! ক্ষণিক তুচ্ছ আনন্দের ঈদৃশ অসহনীয় যাতনা যার পরিণাম ফল, সেরূপ জিনিষ ব্যবহার করে নিজের দেহ, এমন কি ইহকাল পরকাল অবধি নষ্ট কর্ব্বার আবশ্যক কি? তার চেয়ে কেন আর এক প্রকারের নেশা কর না। তাতে স্ফূর্ত্তি ছাড়া অবসাদের নাম মাত্র থাক্‌বে না। একদিন এ নেশা কল্লে ইহজন্মে তার ঘোর কাট্‌বে না। বরং যতদিন যাবে, ততই নেশা জমে যাবে।

১ম মাতাল। বল কি বাবা? এমন নেশা আছে? আচ্ছা চাঁদ! কোথা গেলে পাওয়া যাবে, আর তার দাম কত?

নারদ। এ নেশা কর্ত্তে এককড়া কাণা কড়িও ব্যয় হয় না। সম্প্রতি নবদ্বীপ ধামে এক ব্যক্তি সকলকে অমনি এই নেশা করাচ্চে।

২য় মাতাল। তা হলে লোকটা কোন বড় মানুষের পুষ্যি এঁড়ে, কাপ্তেন হয়ে ভেসে উঠেছে। আমরা শুঁড়ি বেটাকে মামা বলে থাকি। সেই কাপ্তেন বাবুকে কি বলে ডাক্‌বো?

নারদ। তোমরা যা বলে তাঁকে ডাক্‌বে, তিনি সেই ডাকেই উত্তর দেবেন। নিজেদের রুচি ও পছন্দ মত তাঁর সহিত কেউ পিতা, কেউ মাতা, পতি, সখা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্পর্ক পাতিয়ে থাকে। তিনি সহজে কিছুতেই তুষ্ট বা রুষ্ট হন না। মনে প্রাণে ঐক্য করে তুমি তাঁকে যা বলে ডাক্‌বে, তিনি তাতেই তোমাকে উত্তর দেবেন।

১ম মাতাল। আচ্ছা বাবা! আমরা তাকে পিসে মশায় বলে ডাক্‌বো। বাবা বল্লে বেসম্পর্ক হবে। আমরা ভদ্র-লোকের ছেলে, আমাদের হেড়ে আক্কেল আছে।

২য় মাতাল। বড় কথা বলেছো চাঁদ! শুঁড়ি শালার আর খোসামুদি কর্ত্তে পারি না, বেটার বড় গুমোর বেড়েছে। আমরা এই নূতন নেশা কর্ব্বো। তোমাদের ঠিকানা বলতো চাঁদ।

নারদ। ঠিকানা বল্‌তে হবে না, কারণ জগতে সাড়া পড়েছে। তোমরা একবার নবদ্বীপধামে গেলেই দেখতে পাবে যে এই নূতন নেশায় মত্ত হয়ে দলে দলে মাতাল রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্চে।

১ম মাতাল। আমরাও বেমালুম ঝাঁকের কই ঝাঁকে গিয়ে মিশ্‌বো। আচ্ছা ইয়ার, চল্‌তো এই নূতন নেশাটা ক'রে দেখা যাক্।

গীত।

ধেনো মদ বিনা আর কি ধন আছে সংসারে।
মদের ঝোঁকে এঁকে বেঁকে, শুবি নর্দ্দমার ভিতরে॥
শুঁড়ি মামার লক্ষ্মী মেয়ে, বোতলে থাক স্থির হয়ে,
মহিমা তোমার জাহির কর, ঢুকে পেটের ভিতরে॥

[গীত গাহিতে গাহিতে মাতালদ্বয়ের প্রস্থান।

নারদ। দয়াল প্রভো! অজ্ঞতা হেতু এই অভাগারা অধোগতির স্রোতে ভাস্‌চে, আপনি কৃপা ক'রে অভয় পাদ-পদ্মে স্থান দিয়ে এদের প্রাণরক্ষা করুন। রোগীর জন্য যেমন ঔষধের প্রয়োজন তেমনি ইহাদের জন্য আপনার আগমন, অতএব এই পতিতদের উদ্ধার ক'রে নিজের পতিতপাবন নামের সার্থকতা সম্পাদন করুন। আহা! ইতিপূর্ব্বে, কশ্য-পের আলয়ে বামন রূপ ও নন্দের গৃহে কৃষ্ণ রূপ দর্শন করে-ছিলাম। অদ্য ভাগ্যবান্ মিশ্রের নিকেতনে শ্রীগৌরাঙ্গ রূপ

দর্শন ক'রে কৃতার্থ হলুম। আহা,বিন্দু বিন্দু বারিবিন্দুতে সূর্য্য-কিরণ পতিত হ'য়ে যেমন বিবিধ সুবর্ণ সুরঞ্জিত হয়, তেমনি শ্রীভগবানের প্রচ্ছন্ন ঐশ্বরিক ভাব মানবভাবে বিমিশ্রিত হ'য়ে যে শোভা বিকাশ ক'রেচে, তাহা ভাষার দ্বারা বর্ণনা করা অসম্ভব। অচিরকালমধ্যে পাষণ্ডদের দমন ক'রে পুনরায় ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন কর্ব্বেন, এবং মধুর হরিধ্বনিতে এই নবদ্বীপধাম মুখরিত হ'য়ে উঠ্‌বে। কাজেই ঊষার উদয়ে অন্ধকারের ন্যায় অপধর্ম্মের প্রভাব এইবার সম্পূর্ণ রূপে লয় প্রাপ্ত হবে।

গীত।

রাগিণী হাম্বির—তাল একতালা।

জয় যশোদানন্দন।
কৃষ্ণ কংসারি কমললোচন॥
হরিতে ধরার ভার, এসো প্রভু বার বার,
চৈতন্য রূপে এবার, কর পাষণ্ড-দলন।
তুমি অগতির গতি, জয় শ্রীকান্ত শ্রীপতি,
ও পদে করে প্রণতি, সুরাসুর সর্ব্বজন।
পতিতের উদ্ধার তরে, অবতীর্ণ এ সংসারে,
পতিত দীন দ্বিজেরে, উদ্ধার হে নিত্যধন॥

(নারদের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—নবদ্বীপধাম।

(জগন্নাথ মিশ্রের অন্দর মহল।)
শচীদেবী ও বালক নিমাই আসীন।

শচী। ওরে হতভাগা নিমাই! ওরে কানখেগো নিমে! আবার তুই কোথায় গেলি?

নিমাই। বারে,কানা নাকি? এই যে আমি রান্না ঘরের ছাঁচতলায় দাঁড়িয়ে আছি।

শচী। ও আমার কপাল! হ্যাঁরে হতচ্ছেড়ে! এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আর দাঁড়াবার জায়গা নেই? ওখানে কেন দাঁড়িয়েছিলি? তুই স্বচ্ছন্দে সেই সক্‌ড়ী বনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছিস্? কি হবে মা, এমন বিদ্‌কুটে দস্যিছেলে তো বাপের জন্মে দেখিনি।

নিমাই। তুই আমায় বক্‌লি কেন? আমি এখনি বাঁশ বাগানে গিয়ে মজা করে ছুতো হাঁড়ী ভাঙ্গিগে।

শচী। ওরে তোকে বেগত্তা করি ফের। এই সাঁঝের-বেলা বাঁশবনে গেলে তোকে যদি চুবিয়ে না আনি তা হ'লে আমি বামুনের মেয়ে নই।

নিমাই। আমার বাবা বামুন, তাই তুই বামুনের মেয়ে।

শচী। দূর হ হতভাগা! এখন যদি ভালো চাস, তা হলে

নেংটো হ'য়ে পুকুর হ'তে হাত পা ধুয়ে ঠাকুর ঘরে গিয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ কর্‌গে যা, তা না হলে তোকে আজ আস্তো রাখবো না।

নিমাই। গঙ্গাজল স্পর্শ কল্লে মানুষ শুদ্ধ হয়, কিন্তু জীবের মনের ময়লা কি কখন গঙ্গাজলে ধুয়ে যেতে পারে ?

শচী। হ্যাঁরে, গঙ্গাজল স্পর্শ কল্লে মহাপাপী দুরাচারী পর্য্যন্ত উদ্ধার হয়ে স্বর্গে যায়। মা গঙ্গার যে কত মহিমা তা একদিন ওঁর কাছে শুনিস্। গঙ্গাতীরে বাস কল্লে,কি প্রত্যহ গঙ্গাস্নান কল্লে, তার তিনকোটী কুলোদ্ধার হয়ে যায়। তার উপর শমনের আর কোন অধিকার থাকে না।

নিমাই। এ কথা মা মনে লাগে না। মানুষের উদ্ধার এত সহজে হয় না। যদি জলের এতো মহিমা হয় ; তা হলে ভজন সাধনের কোন আবশ্যক হতো না, কেবল গঙ্গাজলে স্নানকরে মানুষ উদ্ধার হয়ে যেতো। বিশেষ অনেক জলচর জীব তো রাত দিন গঙ্গাজলে সাঁতার দেয়,তারা কি সব স্বর্গে যাবে, না সাধুজনের মত সদ্গতি লাভে সমর্থ হবে ? গঙ্গাতীরে শত শত হীনকর্ম্মা পাষণ্ড বাস করে থাকে, যদি সেই সব নীচাশয়েরা পরকালে স্বর্গে যায়, তা হলে স্বর্গের গৌরব কি মহিমা একেবারে বিনষ্ট হয়ে যাবে। কেন না ধর্ম্মজ্ঞান পরিশূন্য নীচাশয়েরা যেখানে বাস করে, সেই স্থানই নরক, আর ভগবানভক্ত সাধুরা যেখানে থাকেন সেই স্বর্গধাম।

গীত।

রাগিণী হাম্বির—তাল কাওয়ালী।

ওমা বলি গো তোমায়।
কেবল মাত্র গঙ্গাজলে পাপ নাহি ধুয়ে যায়॥
বিনা ভজন সাধন, বিনা ইন্দ্রিয় দমন,
শুধু জলেতে কখন, জীব নাহি মুক্ত হয়।
কর্ম্ম কাণ্ড শেষ করি, জ্ঞানকাণ্ডে অবতরি,
সংযম না শিক্ষা করি, তরে কি মানব ;—
এই যে মা ভব ধাম, ইহা পরীক্ষার স্থান,
পায় জীব পরিত্রাণ, স্মরণ নিলে হরির পায়॥

শচী। দেখ্ হতভাগা ছেলে, ফের যদি আমার সাম্‌নে বুড়োমি কর্ব্বি, তা হলে পিঁড়ির খুঁটিতে বেঁধে তোকে আধ-মরা কর্ব্বো, ছেলে মুখে ওরকম জ্যাঠামো কি ভাল লাগে ?

নিমাই। মা! যদি বিধাতার এমন বাঁধা নিয়ম থাক্‌তো যে বুড়ো হ'লে মানুষ মর্ব্বেনা, তা হলে ছেলে বেলায় ছেলেখেলা করে দিন কাটাতাম, কিন্তু মা! মৃত্যুর তো কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নেই, বালক যুবক বৃদ্ধ সকলেই সময়ে অসময়ে কালকবলে পতিত হচ্চে। তা হলে মা, কি ক'রে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকি, সময় একবার অতিবাহিত হ'লে, আর কুবেরের ভাণ্ডার ব্যয় কল্লেও ফিরে পাওয়া যায় না। দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে মানবের আয়ুধন হ্রাস হয়ে, তাকে মৃত্যুর দিকে প্রতিনিয়ত আকর্ষণ কচ্ছে, কাজেই জ্ঞানের সঞ্চার হ'লে আর মিছে কাজে জীবনের অমূল্য সময় অপব্যয় করা উচিত নয়।

শচী। তুইতো আচ্ছা টগ্‌রা ছেলে হয়েছিস্। ঐ টুকুন বেগুণবিচির এতো ভিরকুটি কেন, ছেলের মতন হাত পা, বুড়োর মতন কথা। ফের যদি আমার সামনে ও রকম ফাজলামো কর্ব্বি তা হ'লে তোকে মেরে গুঁড়ো ক'রে দেবো।

[পার্ব্বতী ঠাকুরাণীর প্রবেশ]

পার্ব্বতী। ও দিদি! এতো বক্‌ছিস্ কেন?

শচী। এই বোন, হতভাগা নিমে, আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক্ কল্লে। এমন বিদ্‌কুটে দস্যি ছেলে, আমার বাপের জন্মেও দেখিনি। হতভাগা যেন ধিঙ্গি হয়েচে। সক্‌ড়ির বিচার কর্ব্বে না; বাঁশবনের ছুতো হাঁড়ী কুড়িয়ে খেলা কর্ব্বে, বামুন পণ্ডিতের ঘরে এতো অনাচার কি সহ্য হয়?

পার্ব্বতী। কেন দিদি! এদিকে তোমার নিমাইতো বড় ঠাণ্ডা ছেলে। চাঁদ মুখের কথা শুন্‌লে কর্ণ শীতল হয়। তবে ছেলেবেলা একটু দুষ্ট হয়ে থাকে, বড় হ'লে আর থাক্‌বে না, সব সুদ্‌রে যাবে।

শচী। ও বোন্, অমন বিদ্‌কুটে দুষ্ট ছেলে মাটীর উপর আর দুটী নাই। ছোঁড়ার পাকামো পাকামো কথা শুন্‌লে আমার প্রাণে যেন তুষের আগুন জ্বলে ওঠে। ঐ যে কথায় বলে "যার ছেলে কুমীরে খায়, ঢেঁকি দেখে ভয় পায়" আমার

যে বোন তাই হয়েছে। এখনো বাছার সেই চাঁদমুখখানি মনে হলে প্রাণটা কেঁদে ওঠে।

নিমাই। কার মুখখানি মনে হলে তোর প্রাণটা কাঁদে?

শচী। যার হোক্ না, তুই ছেলে মানুষ তোর সব কথায় কাণ দেবার দরকার কি?

নিমাই। ও বুঝেছি তুই দাদার কথা বল্‌ছিস্! দাদা যে পথের পথিক হয়েছেন, আমিও সেই পথ ধ'রে তাঁকে খুঁজে বার কর্ব্বো।

গীত।

রাগিণী সোহিনী—তাল ঠুংরী।

দাদা আমার গিয়াছে যথায়।
তাঁহার পদাঙ্ক ধরে যাইব তথায়।
সংসারের তিক্তরস, তাতে নাহি হয় বশ,
যাহা নিত্য ধ্রুব সত্য তাহাতে আশয়।
যে করে সত্য সাধন, সার্থক তার জনম,
নিজগুণে, এ ভুবনে, মুক্তি হবে সব দায়॥

শচী। থাম্ থাম্ তুই বড় জ্যাঠা ছেলে হয়েছিস্। উনি বাড়ী আসুন আগে, তোকে আচ্ছা করে শাসন কর্ত্তে বলবো।

নিমাই। দেখ মাসীমা! আমি কিছু দোষ করিনি, তবু মা আমাকে শুদু শুদু বক্‌চে, আবার হয়তো বাবাকে বলে দিয়ে মার খাওয়াবে।

পার্ব্বতী। হ্যাঁ বাবা নিমাই! তুমি আর পাঠশালায় যাওনা?

শচী। পোড়া কপাল আমার, সে দুঃখের কথা আর বোন সুধাস্ নে। আমার নিমাই তিন দিন পাঠশালায় যেতে না যেতে পোড়াকপালে চিন্তে গুরুমহাশয় বলে কিনা, আমার আর বিদ্যে নাই, তোমার নিমাইকে আর কি শিখাব? এইবার কোন অধ্যাপকের টোলে দাও। কি অভাগ্যি বোন, এই শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে শেঠের কোলে নিমাই আমার ছয় উৎরে সাতে পা দিয়েছে, অমন বয়সে কলাপাত ধরে না, আর ওর কিনা এর মধ্যে পাঠশালার লেখাপড়া শেষ হয়ে গেল, এ কথা কি বোন পিত্তোয় হয়?

নিমাই। না মা, গুরুমহাশয় মিথ্যা কথা বলেন নি। আমি পাঠশালার সামান্য অঙ্ক সব শিখেছি। তবে মানুষ যে আঁক কস্‌তে এই ভবের পাঠশালায় আসে, যে আঁকে কিছু-মাত্র গোঁজামিল চলে না; ভুল না হলে, ঠিক ঠিক্ দিতে পাল্লে মিলে যায়, সেই শক্ত আঁকটা এখনো ঠিক বুঝ্‌তে পারিনি। তবে সে আঁক কসাবার উপযুক্ত গুরুমহাশয় এ জগতে নিতান্ত বিরল।

শচী। শুন্‌লি বোন! হতভাগার বুড়োমো কথা শুন্‌লি। এতে আর রাগ হয় না? দেখ্, নিমে! ফের যদি ও রকম পাকামো পাকামো কথা আমার সামনে বল্‌বি, তা হ'লে তোকে আর আস্তো রাখবো না। তোর হাড় এক জায়গায় আর মাষ আর এক জায়গায় কর্ব্বো।

(জগন্নাথ মিশ্রের প্রবেশ)

জগ। কি গিন্নি! এরূপ রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রেছো কেন, ব্যাপারখানা কি ?

শচী। দেখ,তোমার আদুরে ছেলে আমাকে হাড়ে নাড়ে জ্বালাচ্চে। ছোঁড়া আর পাঠশালার দিকে যায় না ; ভয়ানক ডেঁপো হয়ে প'ড়েছে। এখন একটা ভাল দিন দেখিয়ে সার্ব্বভৌম মহাশয়ের টোলে ওকে দিয়ে এস। বামুন পণ্ডিতের ছেলে মূর্খ হ'লে খাবে কি ক'রে।

নিমাই। অর্থের জন্য যে বিদ্যা, আমি তেমন বিদ্যা শিখতে আদৌ ইচ্ছা করি না। কারণ আমি কখনই যজমান বাড়ী গিয়ে চাল কলা বাঁধবো না। বিদ্যার যা প্রকৃত উদ্দেশ্য তাই সুসাধন কর্ব্বো।

জগ। বাবা নিমাই! তুমি আর পাঠশালায় যাওনা কেন ?

নিমাই। আর গিয়ে কি হবে বাবা! পাঠশালায় যেটুকু শেখার দরকার তা আমি সব শিখেছি।

জগ। বটে, আচ্ছা বল, দেখি বাবা! জমিদারী সেরেস্তার প্রধান কাগজ কি রাখ ?

নিমাই। থোকা ও হস্তস্থিতঃ। কারণ তাতে নিরিখ বাঁধা আছে। এই দুখানা কাগজ দেখলেই মহলের অবস্থা বুঝতে

পারা যায়। আর নিকাশি কাগজের মধ্যে জমা ওয়াশীল বাকী প্রধান কাগজ। কারণ যে যত ওয়াশীল দিয়ে বাকীর ঘরে শূন্য ফেল্‌তে পারে, তারি এই ভবের কাছারিতে আসা সার্থক হয়ে থাকে। এই বাকীর দায়ে কত ভাল ভাল মহাল যে যমরাজার নিলামে বিক্রয় হয়ে গেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই কাছারিতে সকলেই নিকাশ দেবার জন্য এসেছে। তহবিল না ভাঙ্গলে কেউ দায়ী হয় না। যে ভাগ্যবান দায়ী না হ'য়ে নিকাশ দিয়ে পাশ কাটাতে পারে, তারি জন্ম সার্থক। তবে অতি অল্প লোক এই প্রকার সৌভাগ্য লাভ কর্ত্তে সমর্থ হয়ে থাকে। অধিকাংশ লোক বাকীর দায়ে পড়ে বার বার আনাগোনা ক'রে কষ্ট পেয়ে থাকে।

জগ। বাবা! তোমার ন্যায় সাত বৎসরের বালকের মুখ দিয়ে যিনি বৈরাগ্য রসে সঞ্চিত সুগভীর ভাবযুক্ত এই সকল নীতি বাক্য বহির্গত করাচ্ছেন; আমি ভক্তিভাবে তাঁহার পাদপদ্মে প্রণাম কচ্ছি। তাড়ু সন্দেশ পাক করে, কিন্তু যেমন সন্দেশের আস্বাদন বোঝে না, তেমনি আমি অনেক শাস্ত্র পাঠ করেছি সত্য, কিন্তু শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম, নিগূঢ় উদ্দেশ্য কিছুই বুঝতে পারি নাই। কিন্তু বাবা! দেখছি, তুমি না পড়ে পণ্ডিত। এই অভাগার নিকেতনে কে যে তুমি উদয় হয়েছো তা জানিনা; খারাপকে ভাল কর্ব্বার উদ্দেশ্যে এই কর্ম্ম ভূমিতে তোমার শুভাগমন, কার সাধ্য যে তোমায়

খারাপ করে ; সামান্য নীরদ খণ্ডে সুধাকরের সুধাময় কান্তি কখন কি প্রভাহীন হয়, অল্পমতি স্ত্রীলোকের মনে এ প্রকার অমূলক আশঙ্কার উদয় হয়ে থাকে।

শচী। থাম থাম, তুমি খুব বুদ্ধিমান, তা বুঝতে পারা গেছে। তোমাকে আমি যা বল্লুম, তুমি তাই কর। তোমার বাজে কথা আর শুন্‌তে চাইনা। (পার্ব্বতীর প্রতি) পার্ব্বতী! কাল দুপুরবেলা একবার আসিস্‌তো, তোর সঙ্গে একটা কথা আছে।

পার্ব্বতী। আচ্ছা দিদি, আস্‌বো।

(পার্ব্বতীর প্রস্থান)

জগ। (স্বগতঃ) যে অপ্রতিহত মায়ায় জগৎ বিমুগ্ধ, মহা মহা জ্ঞানীরা অবধি অচেতন, একজন অল্পমতি নারী কিরূপে সেই দুশ্ছেদ্য মায়ার বন্ধন ছিন্ন কর্ত্তে সমর্থ হবে। আমারও মনে মনে সময় সময় সন্দেহের উদয় হয়, তরঙ্গে কাণ্ডারী হীন তরীর ন্যায় অস্থির ভাবে বিচরণ করি। কিছুতেই প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় কর্ত্তে সমর্থ হই না। তবে এ বালক যে সামান্য বালক নয়, কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের অভিপ্রায়ে আমার এই দীন ভবনে উদয় হয়েছে, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যেমন ধূম দেখে অগ্নির অস্তিত্ব বোঝা যায়, তেমনি কথা শুনে বোধ হচ্ছে এ ছেলে কখনই সামান্য ছেলে নয়।

শচী। দেখ তোমায় বেগোত্তা কচ্ছি, তুমি আর পাগ-লকে সাঁকোয় নাওয়ার কথা বলো না। দেখছি তুমিই আমার নিমাইয়ের মাথা খাবে।

জগ। এ জগতে এমন কার সাধ্য নাই যে, তোমার ছেলের মাথা খায়, বরং তোমার এই ছেলে জগতে অনেক অপকার্য্যের মাথা খাবে ও এমন একটা স্থায়ী চিহ্ন রেখে যাবে, যে অনন্তকালেও তাহা বিলুপ্ত হবে না। দুই চক্ষে স্নেহের কাজল পরেছ, সেইজন্য প্রকৃত ব্যাপার বুঝতে পাচ্ছ না। মনের আবেগভরে শূন্যপথে প্রাসাদ নির্ম্মাণ ক'রে মনের সুখে বাস কচ্ছ, সাধারণ সম্পত্তিকে নিজস্ব বলে জ্ঞান কচ্ছ, কিন্তু একদিন তোমার এই বিষম ভ্রম তিরোহিত হবে, তোমার নিমাই যে কে ; কি উদ্দেশে তোমার গৃহে অবতীর্ণ হয়েছে, তা বুঝতে পার্ব্বে। কিন্তু তখন চক্ষের জলে ভাসা ভিন্ন আর কোন উপায় থাকৃবে না। তাই ব্রাহ্মণী ! সময় থাক্‌তে সাবধান হও, মিছে মায়ার ফাঁদে আবদ্ধ হও না।

শচী। নাও রাখ, তোমার ও সব আজগুবী কথা আমি শুন্‌তে চাইনা। তোমরা পুরুষ মানুষ, নিজের সুখ, আপনার লাভটা বেশী বোঝ, তাই আগে নিজের লাভালাভ খতিয়ে তবে অন্যকে ভালবাস, কিন্তু নিজের সুখ বা স্বার্থের দিকে দৃষ্টি না করে অন্যকে সুখী করা মেয়েমানুষ ভিন্ন অন্যে পারে না। ছেলে বড় হ'লে, পর হবে এ ধারণা

থাক্‌লে, মা কি কখন বুকের রক্ত জল করে, নিজের সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে, ছেলে মানুষ কর্ত্তে পারে ? ছেলে যে কি জিনিষ তা স্বার্থের দাস পুরুষ মানুষে বোঝে না। হ্যাঁরে নিমে ! উনি বল্‌ছেন, যে তুই বড় হয়ে আমার পর হবি। তাই নাকি ?

নিমাই। না মা। এ জগতে আমার কেউ পর নেই, সকলেই আমার নিজ জন। তুমি তো জগৎ ছাড়া নও ; তা হলে আমি তোমার পর হবো কেন ?

জগ। একেই বলে কবুল জবাব। তুমি তোমার ছেলের এ কথার প্রকৃত অর্থ বোধ হয় বুঝতে পার নাই।

শচী। না না, আমি আর বেশী বুঝতে চাইনা। এখন তুমি বাজে কথা ছেড়ে দিয়ে আমার নিমাইকে সার্ব্বভৌম মহাশয়ের টোলে দিয়ে এস। লেখাপড়া ছেড়ে এ রকম করে ঘরে ব'সে থাক্‌লে ছেলে খারাপ হয়ে যাবে। যাই এখন গঙ্গাতীরে জল আন্‌তে যাই, আয় রে নিমে ! আমার সঙ্গে আয়।

[সকলের প্রস্থান।]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—অদ্বৈত ভবন।

অদ্বৈত্যাচার্য্য ও সীতাদেবী আসীন।

সীতা। আহা, ছেলেতো নয় যেন চাঁদ; অমন রূপ কখনও চক্ষে দেখি নাই। সেদিন মার সঙ্গে স্নান কর্ত্তে এসেছিল। আহা, রূপের প্রভায় যেন গঙ্গার ঘাট আলো হ'য়ে উঠলো। সকলেই হাঁ ক'রে সেই অপরূপ সুধা পান কর্ত্তে লাগলো। আহা, ভাগ্যবতী শচীদেবী নিশ্চয় রত্নগর্ভা, তাই এমন রত্ন প্রসব ক'রে ধন্যা হয়েছে।

অদ্বৈত। তাতে আর সন্দেহ আছে? তুমি যে রূপের কথা বল্লে, ঐ রূপের ফাঁদে আবদ্ধ হ'য়ে লক্ষ লক্ষ অধম জীব ধন্য হবে, নীরস পাষাণ বিগলিত হ'য়ে যাবে, এমন কি দারুণ মরুভূমির মধ্য দিয়া স্নিগ্ধসলিলা প্রবাহিনী প্রবাহিতা হবে। বিশ্বরূপ আমাকে বলেছিল "আমি অতি সামান্য ব্যক্তি, আমার দ্বারায় জগতের কোন উপকার হ'ল না। আমি নিজে নিজের কাজ কর্ব্বার জন্য প্রস্থান কর্ব্বো। আমার পরে যিনি আস্‌বেন, তিনিই সমগ্র জগতের মহান্ উপকার সাধন কর্ব্বেন।" বিশ্বরূপের সেই ভবিষ্যবাণী এতদিনের পর সার্থক হলো।

বিশেষ মঙ্গলময়ের মঙ্গলময় রাজ্যে কেহ কখনও অধিক দিন পাপ করে পরিত্রাণ পায় না। জোয়ারের পর ভাঁটা, অমাবস্যার পর পূর্ণিমা উদয় হ'য়ে থাকে। প্রবল কর্ত্তৃক নিপীড়িত দুর্ব্বলের করুণ ক্রন্দন শ্রীহরির কর্ণে স্থান পাইয়াছে, জগতের সংশোধন নিতান্ত আবশ্যক হ'য়ে পড়েছে, তাই গোলোকের নিধি গোলোকধাম শূন্য ক'রে ভাগ্যবান মিশ্র মহাশয়ের ভবনে উদয় হয়েছেন।

গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

জগতে সুদিন এলো।
নীরস আঁধার প্রাণে এবার উদিবে আলো॥
না বুঝিয়া অজ্ঞ নরে, সদা অপকর্ম্ম করে,
না ভাবে কি হবে পরে, দিন যে সংক্ষেপ হ'লো।
পাষণ্ডে করি দমন, বিতরিতে জ্ঞান ধন,
হরি বলে নিত্যধন, মন্দেরে করিবে ভালো।
জগতে আসি চৈতন্য, জীবেরে দিবে চৈতন্য,
দীন দ্বিজ শরণ নিল দেহ জ্ঞান নিরমল॥

সীতা। যা হোক্, এত দিনের পর বাঁচা গেল। ঊষার উদয়ে অন্ধকার রাশি যেমন লয় প্রাপ্ত হয়, তেমনি প্রভুর প্রভাবে অপধর্ম্মী কপট ভণ্ডদের গর্ব্ব এইবার খর্ব্ব হবে, আর তারা নিরীহদের নিপীড়নে অগ্রসর হ'তে সাহসী হবে না। আমরা কখন কাহারও বিন্দুমাত্র অপকার করি নাই;

কিন্তু তথাপি পাষণ্ডেরা বিনা দোষে আমাদের সমাজচ্যুত কল্লে।

অদ্বৈত। তা করুক; তাতে আমাদের উপকার ভিন্ন অপকার হয় নাই। আমরা সংসারের কোলাহল হ'তে পৃথক হয়ে নিশ্চিন্ত মনে শ্রীহরির উপাসনা কর্ব্বার অবসর পেয়েছি। যেমন রৌদ্রের সহযোগে জগৎজীবন সমীরণ পর্য্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া ওঠে, তেমনি অসাধুর সহবাসে নিতান্ত সাধু ব্যক্তির সৎচরিত্র কলুষিত হয়ে থাকে, আবার ফুলের সঙ্গে থাক্‌লে যেমন জল সুরভিত হয়; তেমনি সাধুর সঙ্গ লাভে সমর্থ হ'লে নিতান্ত হীন জন উন্নতির উচ্চ শিরে আরোহণ ক'রে কৃতার্থ হয়, সুতরাং পাষণ্ডরা আমাদের সমাজচ্যুত করে উপকার ভিন্ন অপকার করে নাই।

আর প্রিয়ে শোন মোর বাণী,
এ জগতে চিরপ্রথা ইহা
হরির চরণে যে সঁপেছে প্রাণ
ভগবৎ প্রেমে হ'লে আত্মহারা,
নিপীড়িত হয় ধার্ম্মিক সুজন
জগতেতে পাষণ্ডের কাছে।
ইহার প্রমাণ দেখ প্রাণেশ্বরি,
ধ্রুব প্রহ্লাদ আদি ভক্তজনে
সহেছেন কত কষ্ট অনিবার।

স্বর্ণকার যেইমত হায়!
পোড়ায় স্বর্ণেরে করিতে উজ্জ্বল।
সেইরূপ হরি পরাৎপর
সংসার চক্রেতে করিয়া পেষিত
চিরধন্য করেন, আপন ভক্তেরে।
কষ্ট বিনা কেহ কৃষ্ণে নাহি পায়,
অতএব শোন প্রাণ প্রিয়ে!
জগতের অত্যাচার তাঁর আশীর্ব্বাদ।

(রামানন্দ স্বামী ও জনৈক অবধূতের প্রবেশ)

রাম। এইটি কি অদ্বৈতাচার্য্য মহাশয়ের ভবন, তিনি কি গৃহে আছেন?

অদ্বৈত। আসুন, আসুন, সাধুজনের পদরজে দাসের দীন ভবন পবিত্র হোক।

অব। ও ঠিক, ফলবান বৃক্ষ ফল-ভরে যেমন অবনত হয়, তেমনি সংসারে সাধুজনেরা ঈদৃশ বিনাত হয়ে থাকে। সুতরাং আপনি যে পরম ভক্ত অদ্বৈতাচার্য্য, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

অদ্বৈত। প্রভো! এ দাসের ঐ নাম; তবে আমি অতি হীন জন, প্রভুর দাস বলিয়া পরিচয় দেবার যোগ্যতা দাসের নাই। তা হ'লে কি উদ্দেশ্যে আজ প্রভুরা এই দীন-

হীনকে কৃতার্থ কল্লেন ? কোথা হ'তে আপনাদের আগমন হচ্ছে ?

রাম। মহাত্মন্! আমি সংসারবিরাগী কুমার ব্রহ্মচারী। উপনয়নের পর হইতেই আমি এই পবিত্র পথের পথিক হয়েছি। কাশীধামে বেদান্ত শিক্ষা শেষ ক'রে, ভগবান প্রকাশানন্দ সরস্বতী মহাশয়ের নিকট জ্যোতিষ শিক্ষা করিতেছি, মনের কৌতূহল নিবারণের জন্য রজনী যোগে গগনপটে গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতি নিরীক্ষণ করে থাকি। ছয় বৎসর পূর্ব্বে ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমার রাত্রে দেখিলাম যে, রোহিণী নক্ষত্রের বামভাগে ঠিক পূর্ব্বদিকে এক অত্যুজ্জ্বল তারকার উদয় হয়েছে, সেই অবধি ঠিক ঐ স্থানে প্রত্যহ ঐ তারার বিকাশ হইয়া থাকে। আমি প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে না পারিয়া গুরু-দেবকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি উত্তর করিলেন যে, "এই নিসর্গ লীলা নিরর্থক নহে, নিশ্চয় পূর্ব্বদিকে কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। জগতে এই শুভ সংবাদ বিজ্ঞাপিত কর্ব্বার উদ্দেশ্যে রোহিণীর বামভাগে এই অভিনব নক্ষত্রের উদয় হয়েছে। বিশেষ তন্ত্রে একস্থানে উক্ত আছে, "হে মহেশানি! কলিকালে নবদ্বীপ ধামের সন্নিকট মায়াপুর নামক পল্লীতে শ্রীভগবান শচীসুত রূপে আবির্ভাব হবেন।" বোধ হয়, তন্ত্রে শিব উক্ত সেই ভবিষ্যদ্বাণী এতদিনের পর সার্থক হয়েছে।" গুরুদেবের শ্রীমুখ নিসৃত এই বাক্য শ্রবণ

করে, আমি বঙ্গদেশে আগমন করেছি। পথিমধ্যে এই মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ হলো, ইনিও প্রকৃত ব্যাপার জ্ঞাত হবার জন্য আমার সঙ্গী হলেন।

অদ্বৈত। প্রভো! আপনি কে? কোন্ পথের পথিক?

অব। আমি একটা কিম্ভুত
তাই নাম অবধূত।
পাইনাকো কাজে যুত
মারি কোৎকা ভাগাই ভূত।
না ম'রে হ'য়েছি ভূত
তাই আমি অবধূত।

অদ্বৈত। ওঃ! আপনি একজন যথার্থ প্রেমিক, প্রেমময়ের প্রেমসাগরে নিমগ্ন হয়ে এই পৃথিবী থেকে বিমল স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ কচ্চেন। আজ আপনাদের পদরজে আমার দীনধাম পবিত্র হলো, আর আমি অবধি ধন্য হলুম; লৌহ যেমন চুম্বক কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয়, তেমনি প্রেমের আকর্ষণে আপনারা এই স্থানে উপস্থিত হয়েছেন। ছয় বৎসর পূর্ব্বে ফাল্গুন মাসে পূর্ণিমার রাত্রে চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল, সেই সময় সহস্র সহস্র কণ্ঠ নিস্থত হরিধ্বনিতে সমগ্র গ্রাম মুখরিত হয়ে উঠেছিল। সেই শুভ মুহূর্ত্তে গোলক-বিহারী হরি, কলির অধম জীবদের উদ্ধারের জন্য ভাগ্যবান মিশ্র মহাশয়ের নিকেতনে ভুমিষ্ট হয়েছিলেন। তাই এই শুভ

সংবাদ প্রেমিক ভক্তদের জানাবার জন্য সেই অভিনব নক্ষত্রের উদয় হয়েছিল।

অব। সংসারেতে হারিয়ে গিছি
ঘুরে ঘুরে সারা হচ্ছি।
এইবারে পথ পেয়েছি
ঠিক ঠিকানায় এসেছি।
আরতো যাব না
আর মিছে ঘুরবো না।
সুধা ছেড়ে ঘোল খাব না।
আমি বেটা অবধূত
মারি কোৎকা ভাগাই ভূত।

অদ্বৈত। শ্রীভগবান আপনাদের ঠিক জায়গায় এনেছেন। আর আপনাদের এই শান্তিধাম ত্যাগ ক'রে কোথাও যেতে হবে না। তাঁর পার্শ্বচর হয়ে জীবন সার্থক কর্ব্বেন। আমি যে সঙ্কীর্ত্তনের দল প্রতিষ্ঠা কচ্ছি, প্রভু সেই দলের শীর্ষ-স্থানে বিরাজ কর্ব্বেন ও নাম সুধা বিতরণে অধম জীবের পারলৌকিক মঙ্গল সুসাধন কর্ব্বেন। তাঁর কার্য্য তিনিই কর্ব্বেন আমরা কেবল উপলক্ষ স্বরূপ হয়ে সেই লীলাময়ের লীলা রঙ্গের কিঞ্চিত সহায়তা ক'র্ব্বো। সূত্রগ্রথিতা পুত্তলিকা যেমন নৃত্যকারীর ইচ্ছামত নৃত্য করে,তেমনি আমরাও সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছামত পরিচালিত হচ্ছি, আপনারা এই সুমধুর

লীলা রঙ্গের সহায়তা কর্ব্বার জন্য স্বইচ্ছায় সমাগত হয়েছেন, এখন আর অধিক বিলম্ব নাই, অচিরকালমধ্যে এই সঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবে পাষণ্ডদের দলন পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হবে। একমাত্র নামের গুণে সাধন হীন মনুষ্য সাধুজনোচিত সদ্গতি লাভে সমর্থ হবে। ভগবানের সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্য। আর পাপপুরুষের করতলগত হবে না, ভক্তির বিমল প্রবাহে সমগ্র বাঙ্গালা দেশ পরিপ্লাবিত হবে।

গীত।

রাগিণী সুরট মল্লার—তাল আড়াঠেকা।

ভক্তাধীন ভগবান।
নাম বিতরণে, যত জনের জুড়াবে পরাণ॥
হরিবোল হরিবোল হরিবোল,
উঠিবে সংসারে বিশ্বময় রোল,
ঘুচিবে ভবের সব গণ্ডগোল, কৃপা বিতরিবে করুণা নিদান।
শিখাইতে ভক্তি অধম মানবে,
হরি বলে হরি আনন্দে নাচিবে,
অধম চণ্ডালে উদ্ধার করিবে, পাপীরে তরিবে যত্নে দিয়া জ্ঞান।
ঘাটেতে এবার লাগিয়াছে তরী,
কেবা পারে যাবি আয় ত্বরা করি,
আপনি শ্রীহরি হয়েছে কাণ্ডারী, কে আছে দয়াল তাহার সমান।
হরিবোল হরিবোল হরিবোল,
উঠিবে সংসারে বিশ্বময় রোল,
ঘুচিবে ভবের সব গণ্ডগোল, কৃপা বিতরিবে করুণা নিদান॥

(খোল করতাল লইয়া চারিজন বৈষ্ণবের প্রবেশ)

অদ্বৈত। আমি তোমাদের জন্য অপেক্ষা কর্ত্তে ছিলাম। আনন্দময়ের আগমনে জগতে আনন্দের ঢেউ খেল্‌ছে, এই সুসময়ে আমাদেরও আনন্দ প্রকাশ করা উচিত। কারণ অচিরকাল মধ্যে প্রভু আসিয়া আমাদের সহিত যোগ দেবেন ও অবাধে এই সুধা বিতরণ ক'রে মহাপাপী দুরাচারী পাষণ্ডদের উদ্ধার কর্ব্বেন। আজ সৌভাগ্য প্রযুক্ত এই দুইজন ভগবদ্ভক্ত মহাত্মারা এখানে সমাগত হয়েছেন। ইহারাও আমাদের আনন্দে যোগদান কর্ব্বেন।

১ম বৈষ্ণব। পতিত উদ্ধারের জন্য পতিতপাবন শ্রীহরি যে অবতীর্ণ হয়েছেন, তা আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি। আর আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

অদ্বৈত। কিসে তুমি বুঝতে পাল্লে?

১ম বৈষ্ণব। গত কল্য সার্ব্বভৌম মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে গিয়ে যে অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম, তাহা আমি ইহ জীবনে কিছুতেই বিস্মৃত হব না।

গীত।

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

আহা, কি হেরিনু নয়নে।
গগণের চাঁদ যেন উদয় হলো ভুবনে॥

অপরূপ সেই রূপ, না হেরিনু তার স্বরূপ,
বিধি বুঝি সেই রূপ, গড়িয়াছে নিরজনে।
মিশ্র অতি ভাগ্যবান. না হেরি তার সমান'
হরি করুণা নিদান· উদয় গৃহেতে—
পাপী তাপী হীন জন. জুড়াবে এ জীবন,
দমন করি শমন. যাবে সুখ নিকেতনে ॥
আহা সে রূপ মাধুরী, হেরিনু নয়ন ভরি,
জুড়াল হৃদয় মরি, সে রূপ হেরে—
পাপী তাপী আয় আয় এই তো রে সুসময়,
ভবে শ্রীহরি উদয়, তরিতে তাপিত জনে ॥

রাম। তুমি বাবা, কি দৃশ্য দেখলে আমাদের নিকট প্রকাশের কি কোন বাধা আছে ?

১ম বৈষ্ণব। কিছুমাত্র না। সম্প্রতি আমার এক খুল্লতাত পত্নী শ্বাসরোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে, আমি তাহার প্রায়শ্চিত্তের জন্য চতুষ্পাঠীতে গিয়াছিলাম। গিয়া দেখি তখন আর কোন ছাত্র নাই, কেবল সার্ব্বভৌম মহাশয় চিত্রিত চিত্রের ন্যায় স্থির ভাবে বসিয়া আছেন, আর তাঁহার সম্মুখে পৃথকাসনে বালকরূপী শ্রীভগবান উপবেশন করিয়া আছেন। মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের ন্যায় সেই সুন্দর দেহ হ'তে যেন এক প্রকার স্বর্গীয় প্রভা বিকীর্ণ হচ্ছে। উভয়েই নির্ব্বাক, নিশ্চল,যেন কি এক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন,সেইজন্য আমার আগমন উভয়ের মধ্যে কেহই লক্ষ করিলেন না।

খানিকক্ষণ পরে সার্ব্বভৌম মহাশয় যেন আবেগ ভরে ক্রন্দনের স্বরে কহিলেন; "তুমি তো সামান্য বালক নও। এই জগতে মানুষের এত দূর মেধা, এরূপ আশ্চর্য্য প্রতিভা কখনো কাহারও জন্মাতে পারে না। তাহা না হইলে, কখনও দুই সপ্তাহের মধ্যে ভগবান ব্যোপদেব প্রণীত সমগ্র মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ কণ্ঠস্থ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। আমি বাবা, তোমাকে কি পড়াব,আমার ন্যায় হীনজনের সে বিদ্যা কোথায় ?" এই কথা শুনে মধুর স্বরে ভগবান উত্তর কল্লেন, "গুরুদেব ! অমন কথা বল্‌বেন না, এতে আমার অপরাধ হ'তে পারে। এ জগতে গুরুর কৃপা ব্যতীত কখনও কাহারো অভিপ্রেত লাভ হয় না। সেই জন্য "অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন ত্রিভুবনং তৎ পদং প্রদর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ" এই মহাবাক্য দ্বারা গুরুকে প্রণাম করিতে হয়। আপনার কৃপায় ব্যাকরণ শাস্ত্রে এক প্রকার ব্যুৎপন্ন হইয়াছি। কিন্তু ন্যায় স্মৃতি পাঠে আমার আদৌ স্পৃহা নাই। কারণ নৈয়ায়িক পণ্ডিতেরা প্রায় দাম্ভিক হইয়া থাকে। সকল প্রকার সূক্ষ্ম তত্ত্ব নিজেদের ক্ষীণ বুদ্ধি বলে মীমাংসা করিতে প্রয়াস পায়, অকপট বিষয়ের মহিমা পরিজ্ঞাত নহে। তর্ক যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করিতে পারিলে যেন চতুর্ব্বর্গ লাভ করে, কিন্তু নিজেকে তৃণ অপেক্ষা লঘু জ্ঞান করিয়া ভক্তি সাগরে ভাসার যে কত সুখ, কত আনন্দ, তা এই

সব দাম্ভিক বিদ্যাভিমানী পণ্ডিত মহাশয়েরা আদৌ পরিজ্ঞাত নহেন। আর কর্ম্মকাণ্ড পরিপূর্ণ স্মৃতি, যজমেনে বামুনদের প্রয়োজনীয় বস্তু, কিন্তু কর্ম্মকাণ্ডে আমার বিন্দুমাত্র আস্থা নাই। আপনি কৃপা করে বেদান্ত প্রতিপাদ্য জ্ঞানকাণ্ড সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করুন।” এই কথা শুনে সার্ব্বভৌম মহাশয়ের দুই চক্ষু দিয়ে দরদরিত ধারে অশ্রুজল পড়তে লাগলো। তিনি ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন,— “বাবা, সমস্ত জ্ঞানকাণ্ড যাহার চরণ প্রান্তে আসিয়া মিশিয়াছে, যিনি সকল জ্ঞানের অতীত, তাহাকে আমি কি জ্ঞান শিক্ষা দিব। রত্নাকরকে একটী মুকুতা উপহার দেওয়া কি বাতুলতার প্রকাশ নয়? আমি কর্ম্মবাদী সামান্য পণ্ডিত,জ্ঞানকাণ্ডের কি জানি? তবে আমার পূর্ব্বজন্মের অনেক তপস্যা ছিল, তাই তুমি আমাকে গুরু বলে কৃতার্থ কল্লে। তুমি কখন সামান্য বালক নও, কোন মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই কর্ম্মভূমিতে পদার্পণ করেছ। মোহন অঞ্জন পরে আমি অন্ধ হয়েছি; সুতরাং তোমাকে বাবা কিরূপে চিন্‌তে পার্ব্ব। যার বড় জোর কপাল,বিধাতা যার প্রতি একান্ত প্রসন্ন,সেই তোমাকে চিন্‌তে পারে; কিন্তু বাবা, তুমি চেন্‌বার অবসর না দিলে কার বাপের সাধ্য তোমাকে চিন্‌তে পারে।” গুরু-শিষ্যের এই সকল কথা শুনে আমার স্পষ্ট প্রতীত হয়েছে যে, মিশ্র মহাশয়ের ভবনে শ্রীভগবান অবতীর্ণ হয়েছেন।

অদ্বৈত। হাঁ, তাতে আর সন্দেহ নাই। এই মহাত্মারা ৺কাশীধাম হ'তে সেই শুভবার্ত্তা জ্ঞাত হ'য়ে এখানে সমাগত হয়েছেন।

২য় বৈষ্ণব। তা হ'লে জগতে সাড়া পড়ে গেছে। আর ভয় নাই। এইবার পাষণ্ডেরা সম্পূর্ণরূপে দলিত হবে। আর তারা ধর্ম্মের নাম করে পৈশাচিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর্ত্তে সমর্থ হবে না।

অদ্বৈত। হাঁ, তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। অচিরকাল মধ্যে তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবেন। আমরা যে সঙ্কীর্ত্তনের দল প্রতিষ্ঠা কর্ব্বো, তিনি তাহার অগ্রণী হ'য়ে লক্ষ লক্ষ তাপিত জীবকে উদ্ধার কর্ব্বেন। এক্ষণে এসো, সকলে মিলিত কণ্ঠে প্রভুর মহিমাসূচক সঙ্কীর্ত্তন করি। উত্তর কালে এই সঙ্কীর্ত্তন পাপী তাপীর মূল মন্ত্র হবে।

(খোল করতাল সহ সঙ্কীর্ত্তন)

(দশকুশী)

দয়াল হরি, বংশীধারী, নমামি তব চরণে।
হয়ে সদয়, ও রসময়, এসো এই সঙ্কীর্ত্তনে॥

(একতালা)

পাপীরে তারিতে, তাপীরে তরাতে, ওহে নিত্য ধন।
নর কলেবরে, এ ভব সংসারে, তব আগমন॥
(ওহে দয়াল হরি বংশীধারী)
তুমি অগতির গতি, শ্রীকান্ত শ্রীপতি, পার্ব্বতীপতি পূজে চরণ।

(সুরাসুরে সবাই পূজে)
হয়ে অবতার, বার বার করিলে দনুজ দলন ॥
(ওহে গোলোক বিহারী হরি)

(ধামার)

পতিত-পাবন হরি পিতা পরমেশ,
বেদে উক্ত আছে.ব্যক্ত মহিমা অশেষ,
(ওহে দীনবন্ধু হরি)
ভজিলে শ্রীপদ কোন বিপদ নাহি রয়,
রসিক শ্রেষ্ঠ রমানাথ তুমি রসময়,
(ওহে দীনের সহায়)

(মেল্‌তা)

অমল কমল জিনি, বিমল ও শ্রীচরণ ॥

(উন্মত্ত অবস্থায় গীত গাহিতে গাহিতে দুইজন মাতালের প্রবেশ)

রামপ্রসাদী সুর।

তারা বড়মানুষের মেয়ে।
ওমা বড়মানুষের মেয়ে ॥
শুঁড়ী বেটা; বড় ঠেটা, তাগাদা করে ধার দিয়ে।
মদের লাগি করে দেনা, নগদ পয়সা আর জোটে না,
চাটের তরে মুড়ি কড়াই তেল মাখায়ে।
মদ খেয়ে হলে ভোর, কেটে যায় ভব ঘোর,
প্রসাদ বলে, এবার ম'লে থাক্‌বো শুঁড়ীর জামাই হয়ে ॥

১ম মাতাল। কি বাবা, নিরামিষ গান বাজনা হচ্ছে, ছুটি ক্ষুধিত অতিথি এসেছি,একটু আঁশপান্না করিয়ে দাওনা চাঁদ! গোটা প্রাণটা নেহাৎ মুস্ড়ে গেছে।

২য় বৈষ্ণব। তো বেটারা কেরে? এখানে মোত্তে এলি কেন?

অদ্বৈত। আহা, কর্কশ ভাবে কথা কও কেন? মিষ্ট কথা বল্‌তে কোন অর্থ ব্যয় নাই! অথচ মানুষে এতে যত সন্তুষ্ট হয় তত সন্তুষ্ট আর কিছুতেই হয় না। এই স্থুল মানুষের মধ্যে সুক্ষ্ম মানুষ প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান করে। সুকৃতির সঞ্চার হলে যখন এরা নিজের ভ্রম বুঝ্‌বে তখন অনুতাপানলে হৃদয় বিশুদ্ধ হবে, তখন আবার জ্ঞানের উন্মেষে এরাই মনুষ্য নামের উপযুক্ত হবে। তোমরা ত জান পতিত জীবের উদ্ধারের জন্য পতিতপাবন হরি গোলোকধাম শূন্য ক'রে এখানে অবতীর্ণ হয়েছেন। তা হলে এদের কি জন্য ঘৃণার চক্ষে দেখ, প্রভুর কৃপাদৃষ্টি পতিত হলে, এদের স্বভাব সংশোধন হ'তে অধিক বিলম্ব হবে না।

২য় মাতাল। বৈরাগী ঠাকুর! এই বৈষ্ণব বনেদি রসিকের বাচ্ছা। ওদের বাড়ীর মেনিবেড়াল পর্য্যন্ত চোখ ঘুরিয়ে ম্যাঁও ম্যাঁও করে। ওর ছোট ভগ্নীর পঞ্চম বারের সোয়ার ফৌত হলে, আমার বাপের সঙ্গে তার কণ্ঠি বদল হয়েছিলো, তাই অনেক দিনের পর উপযুক্ত ভাগ্নে বাবুকে দেখে মাতুল

মশায় বেটা বলে একটু ঠাট্টা কল্লেন। আমিতো আগেই বলেছি, উনি বনেদি রসিকের বাচ্ছা, বাড়ীর মাদী মদ্দা সকলেই ভরপুর রসিক।

অবধূত। তুচ্ছ দেনা করে মিছে ঘুরে মর
খাও আসল মদ
থাক্‌বেনা বিপদ
কেবল বুদ্ধির দোষেতে
মজিয়াছ কু-রসেতে
আমি নিজে অবধূত
মারি কোৎকা ভাগাই ভূত।

১ম মাতাল। শোন তবে ছড়া
বাবাজী আঁকাড়া
খাসা সেবাদাসী
দাঁতে শোভে মিশি
ধেনো মদ খাই
তারা গুণ গাই
আর মেলে না যে ভাই

২য় মাতাল। তোর মাসী ভাগলপুরে গাই।

অদ্বৈত। যাক্‌, বাজে কথায় প্রয়োজন নাই। তোমরা কে? আর কি জন্য এখানে এসেছ?

১ম মাতাল। এক বেটা তুলসী বনের বাঘের কথায়

বিশ্বাস করে, এখানে এসে নেহাৎ বিপাকে ঠেকে গেছি। উচ্ছন্নপুরের ধারে আমার ভদ্রাসন। বাপের নামটা ভোজন বিলাস বিদ্যা ভুড়ভুড়ি। আমার নাম ফলার কান্ত দেবশর্ম্মা। তিন দিস্তে মাল গ্রহণ না ক'রে কখনও কারু বাড়ী গণ্ডুষ কাটিনা। বাজে মেকার নয় চাঁদ, আমি মস্ত তেজি বামুনের তেউড়।

রাম। আচ্ছা বাবু, তোমার সঙ্গের লোকটী তোমার কে হয়?

১ম মাতাল। নেহাৎ আপনার জন চাঁদ।

রাম। তবু সম্পর্কে কি কেউ হয়?

১ম মাতাল। খুব হয়, দুশো বার হয়। এক সম্পর্কে ও বেটা আমার গুড় গাছের ভাই বড় কুটুম্ব, অর্থাৎ কিনা শ্বশুর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র, আর এক সম্পর্কে আমি ও শালার আপনার সহোদর খুড়ো মশাই হই এ ছাড়া ফল্গুনদীর মতন অনেক অন্তঃশীলা সম্পর্কও আছে।

অদ্বৈত। আহা সয়তানের চির সহচর সুরার ন্যায় সমাজের পরম শত্রু আর কেহই নেই। যার কবলে পতিত হলে ভগবানের সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্য একেবারে পশুর অধম হয়, প্রেতের অপেক্ষা কুৎসিত-কর্ম্মা হয়ে পড়ে, বিবেক বুদ্ধি বিবেচনার লয় হয়, উন্মত্ততার পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ পায়, অমূল্য স্বাস্থ্যধনে বঞ্চিত হয়ে জীবন দুঃখের আগার হয়ে পড়ে,

যাহা ধর্ম্ম পথের প্রধান কণ্টক,সৎকার্য্যের অন্তরায়, সন্নীতির পরিপন্থি, যাহার সেবনে মানুষ উচ্ছন্নের খরস্রোতে ভাসে, দারিদ্রতা নিত্য সহচর হয়, সোণার সংসার শ্মশানে পরিণত হয়ে থাকে, তেমন সর্ব্বনেশে কদর্য্য পানীয় কি জন্য মানুষে ব্যবহার করে ?

২য় মাতাল। বহুত আচ্ছা বাবা, বৈরাগীর পো খাসা বক্তিমা ঝেড়েছে, বোধ হয় আর জন্মে কোন পাদরীর বাচ্ছা ছিল। কিন্তু বাবা, এক তরফা রায় দিলে কেন ? একবার গুণের কথা বল। তিন পাত্র মাল টানলে যে প্রাণের ভিতর স্ফূর্ত্তির গড়াগড়ির বাণ খেলে, অন্তরের অন্দর মহল অবধি চুনকাম হয়ে যায়।

অদ্বৈত। বাবা, কলুষতা পূর্ণ সে প্রকার স্ফূর্ত্তি তো অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। ক্ষণিক আনন্দের পর ঘোর নিরানন্দে অন্তরাকাশ সমাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তীব্র অনুতাপে জীবন অশান্তির আগার হয়ে উঠে। এর অপেক্ষা একবার প্রাণ খুলে “হরিবোল হরিবোল” বলো, অনল বিকাশে তুলারাশির ন্যায় তোমার অন্তরের সকল প্রকার অবসাদ তখনি দগ্ধ হয়ে যাবে ও এক প্রকার অনাস্বাদিত পূর্ব্ব বিমলানন্দে চিত্তভূমি পরিপূরিত হবে। তাই বলি বাবা একবার হরিনাম কর,যথার্থ আনন্দ যে কাকে বলে তা এখনি বুঝতে পার্ব্বে। শাস্ত্রে উক্ত আছে, হরি অপেক্ষা তাঁর নামের মহিমা প্রবল।

১ম মাতাল। কি ইয়ার! একবারও কথাটা বোলবি?

২য় মাতাল। দূর শালা আহাম্মুখ, পৈত্রিক ধর্ম্ম কর্ম্ম গুলোকে একেবারে মাটী কর্ব্ব নাকি? তা হলে পাঁচ ইয়ারে যে বকাটে ছোক্‌রা বলে নিন্দে কর্ব্বে।

১ম মাতাল। ঘিয়ে ভাজা মালপোর খোসবয়ে, ছুকরী সেবাদাসীদের চোখের জুতে, আমার এক একবার বৈষ্ণব হবার সখ হয়, কিন্তু শালারা মাল টানে না, তাতেই মন সরে না। অমন কাঠের চোকলার মতন ধর্ম্ম ক'রে মারা যাবো। আমাদের এই মোলাম ধর্ম্ম যেন বাজালে বাঁশী, আবার ফিরুলে কোঁৎকা। মদ মাংস মেয়েমানুষ সব আছে। কাজেই অমন মজাদার ধর্ম্ম কি সহজে ছাড়া যায়।

অদ্বৈত। বাবা, হরিনাম কর, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সব মিলবে, বিমল সুখের তরঙ্গে মন প্রাণ ভাস্‌বে, আর সংসারের তিক্ত রসে আদৌ স্পৃহা হবে না। কারণ যে নিয়ত বিধুর বিমল বিভা উপভোগ করে, সে কি খদ্যোতের ক্ষীণ আলোক গ্রাহ্য করে? অমৃত পানে যাহার ক্ষুধা তৃষ্ণার শান্তি হয়েছে,সামান্য তিক্ত পানে তাহার আর কি স্পৃহা হয়? তাই বলি বাবা, জ্ঞানে অজ্ঞানে, ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, শ্লেষে বিদ্রূপে, যেরূপে হোক, হরিনাম কর, তোমার প্রাণের যাতনা, মনের অবসাদ, অন্তরের কালিমা তখনি লয় হয়ে যাবে। আগুণে হাত দিলেই যেমন দগ্ধ হয়, তেমনি হরিনামের ফল কখন

ব্যর্থ হয় না। সুরে তালে সদা কথায় যেরূপে হোক হরি নাম কর, সঙ্গে সঙ্গে তার অমৃতোপম ফল লাভে কৃতার্থ হবে। মধুর হরিনাম ভিন্ন অধম ভবরোগ আরোগ্য হবার আর কোন ঔষধ নাই।

অবধূত। (নৃত্যসহ গীত)

বল হরিবোল, বল হরিবোল।
আর হবে না, আনাগোনা,
মিটে যাবে সকল গোল॥
বল হরিবোল, বল হরিবোল।
ধাই বেটি কেটেছে নাড়ী,
কিসে কাটি মায়ার বেড়ি,
দিন যে গেলো, সন্ধ্যা এলো,
ভবের পশরা তোল,
বল হরিবোল, বল হরিবোল॥
তিন দিনের তরে এসে,
শিকড় গেড়ে আছ বসে,
উঠছে যে ক্রন্দনের রোল।
বল হরিবোল, বল হরিবোল॥
তাই বলি থাকৃতে সময়, ভজ সেই রসময়,
দয়াল হরি কৃপা করি,
দেবে শান্তিময় কোল।
বল হরিবোল, বল হরিবোল॥

১ম মাতাল। আমরাও চাঁদ, গান বাজনায় মজগুল, কোন কাজে পেছপাও নেই। রাম রাবণের মত আমরা দু-ভাই মাল টেনে খাসা নাচতে পারি।

অদ্বৈত। বাবা, জ্ঞানে ও গানে,দুই রকমে ভগবানকে পাওয়া যায়। নারদ প্রভৃতি ঋষিরা গান গেয়ে সিদ্ধ হয়েছিলেন; সুতরাং গানের দ্বারায় সাধনা ক'রে ভগবানের সাক্ষাৎ অবধি লাভ হয়ে থাকে।

২য় মাতাল। বটে, এমন কথা, তা হলে আমরাও এক খানা গান গাই। ধর ইয়ার

"নিতি শালি ঠিক যেন রে
চিংড়ি মাছের শাস।
বেটি ক'রেছে আমার সর্ব্বনাশ॥"

অদ্বৈত। না না, ও রকম ভাবের গান গাইলে মনের নীচতা বাড়ে। এর অপেক্ষা উচ্চৈঃস্বরে হরি হরি বল, নিশ্চয় হাতে হাতে ফল পাবে।

১ম মাতাল। কি বল ইয়ার?

২য় মাতাল। অধর্ম্ম হবে না?

১ম মাতাল। হয় হবে, যা থাকে কপালে, একবার চোখ কাণ বুজিয়ে বলে ফেলি।

২য় মাতাল। আচ্ছা লাগে; তুই আগে বল, আমি না হয়, দোয়ারকি কর্ব্বো।

১ম মাতাল। বহুত আচ্ছা হ্যায়, তবে বলে ফেলি, "হরিবোল হরি।"

সকলে। হরিবোল হরি।

১ম মাতাল। অ্যাঁ, কি বল্লাম, কি বল্লাম, প্রাণ যে উর উর ক'রে উঠলো, অন্তর হ'তে যেন একটা ভারি বোঝা নেমে গেলো, চোখে জল এলো। কেমন এক প্রকার আনন্দের সঞ্চার হ'ল। কিন্তু একবার বলেতো আশ মিট্‌লো না, আবার যে বল্‌তে ইচ্ছা কচ্ছে। বা বা কি ছিলুম, একবার বলে কি হলুম। আবার বলি, প্রাণ খুলে বদন ভরে আবার বলি, "হরিবোল হরি।"

অদ্বৈত। ঔষধ ধরেছে, পাষাণ গলেছে, প্রেমের বাণ ডেকেছে, পথহারা পথিক ঘরে ফিরে এসেছে, আর ভয় নেই। এইরূপ নামের গুণে প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ পথভ্রষ্ট পথিক সুপথ অবলম্বন কর্ব্বে। ওহো, এই জন্য হরি অপেক্ষা হরিনামের মহিমা অধিক। আজ তোমরা তো এই কথার প্রমাণ স্বচক্ষে দেখলে। এখন একবার সকলে মিলিত কণ্ঠে হরিনাম গান কর। আজ বড় আনন্দের দিন।

(সঙ্কীর্ত্তনের সুর)

(তেওট)

জয় জয় যদুপতি জগদীশ জনার্দ্দন।
ভাবে ভোলা, হয়ে ভোলা, ভাবে আরাধ্য চরণ।

(লোফা)

সংসারে কেবা তরে বিনা পতিত পাবন

(ওহে জগদীশ হরি)

তুমি অগতির গতি, শ্রীকান্ত শ্রীপতি, মাধব মধুসূদন ॥

(ওহে কাঙ্গালের ধন)

মাধব মধুসূদন ॥

(একতালা)

নিত্যময় নির্ব্বিকার, তুমি নিরঞ্জন।

যে যা ভাবে, তোমায় ভাবে,

(ওহে ভাবময় হরি)

তোষে তারে সনাতন।

পাতকী তরাতে, নাম বিলাইতে,

এই সংসারেতে, তব আগমন ॥

(মেল্‌তা)

পদ পঙ্কজ, দীন দ্বিজ যাচে অনুক্ষণ।

(ওহে হরি বংশীধারী)

(মাতালদের প্রচণ্ড নৃত্য)

"(ওহে হরি বংশীধারী)"

১ম মাতাল। চলুক চলুক, এতে আমার আনন্দ হয়, তা আগে জান্‌তাম না। আহা,যেন ভূত থেকে মানুষ হলুম, কাঁধ থেকে খোদ সয়তান যেন নেমে গেল। আজ ভাগ্যবলে আগুণের মালসায় এসে পড়েছিলাম,তাই মলিন মূর্ত্তি অঙ্গার

স্বমূর্ত্তি পরিত্যাগ কল্লে। সাধুসঙ্গে অমৃতোপম ফল আজ আমরা হাতে হাতে প্রাপ্ত হলাম। (অদ্বৈতের পদতলে পতিত হইয়া) দয়াল প্রভো! আপনি আমাদের উদ্ধার-কর্ত্তা, কৃপাদানে এই অভাগাদের রক্ষা করুন।

অদ্বৈত। আহা, করেন কি, করেন কি, আমি অতি হীনজন, শ্রীভগবানের সামান্য সেবক মাত্র। আপনাদের ভক্তিরূপ অমূল্য মাণিক পাতা চাপা ছিল, সুকৃতির সঞ্চারে যে মাত্র সেই পাতা উড়ে গেল, অমনি উজ্জ্বল মাণিক প্রকাশ হয়ে পড়লো। তে আমার বিন্দুমাত্র কৃতিত্ব নাই। সকলি সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা।

২য় মাতাল। প্রভো! আমাদের ধৃষ্টতার সীমা নাই। পরিচয় সম্বন্ধে আমরা ব্যঙ্গ করেছিলাম। প্রকৃত পক্ষে আমি ব্রাহ্মণকুল কুলাঙ্গার, নিবাস শান্তিপুর নাম শ্রীনিবাস চক্রবর্ত্তী। আর আমার এই বন্ধু বৈদ্যকুল-সম্ভূত, নিবাস কালনায়, নাম শ্রীমুরারীমোহন গুপ্ত। আহা, প্রভুর কৃপায় আমরা দু-জন পশুত্ব পরিহার পূর্ব্বক মনুষ্যত্বের পথে অগ্রগামী হলাম।

অদ্বৈত। পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সুকৃতির সঞ্চার না হ'লে এত শীঘ্র কাহারো এমন পরিবর্ত্তন ঘটে না। যাই হোক, আজ বড় আনন্দের দিন। আজ দুটী পথ ভ্রষ্ট ভাই, স্বগৃহে ফিরে এল। প্রভুর কৃপায় এরূপ পরিবর্ত্তন প্রত্যহ দেখতে পাবে।

২য় মাতাল। দেব! প্রভু কোথায় উদয় হয়েছেন?

অদ্বৈত। প্রভু নবদ্বীপ ধামে ভাগ্যবান জগন্নাথ মিশ্রের ভবনে উদয় হয়েছেন। অচিরকাল মধ্যে তিনি মধুর হরিনামের প্রভাবে তোমাদের ন্যায় লক্ষ লক্ষ ভ্রান্ত জীবকে সুপথে আনবেন। যাই হোক্ রাত্রি অনেক হয়েছে এখন চল সকলে মনের আনন্দে আহারাদি করিগে।

[সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—জগন্নাথ মিশ্রের বহির্ব্বাটী।

(চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য্য ও জগন্নাথ মিশ্র আসীন)

জগ। আমি ভাই, প্রকৃত পক্ষে নিতান্ত বিস্মিত হয়েছি। প্রকৃত ব্যাপারখানা যে কি তা বুঝতে পাচ্ছিনা। আমার বালক নিমাই কেশব ভারতীর ন্যায় বিশ্ববিখ্যাত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে তর্কে পরাস্ত কর্ব্বে তা যেন বিশ্বাস হয় না। আমি ভাই নিমাই সম্বন্ধে কিছুই স্থির সিদ্ধান্ত কর্ত্তে পাচ্ছি না। এক একবার মনে হয় নিমাই বড় সামান্য বালক নয়; কোন মহাপুরুষ কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমার কুটীরে অবতীর্ণ হয়েছেন, কিন্তু পরক্ষণে স্নেহ চক্ষে নিমাইয়ের চাঁদ মুখখানি দেখলেই আর সে ভাব থাকে না; তখন নিমাইকে সামান্য বালক বলেই অনুমান হয়, কিন্তু সামান্য বালকের ঈদৃশ অনন্য সাধারণ মেধাশক্তি কখন কি সম্ভব?

চন্দ্র। (স্বগতঃ) কোন্‌টা সম্ভব কোন্‌টা অসম্ভব, তা বোঝা কার ক্ষমতা? কার সাধ্য সেই নিগূঢ় রহস্য হৃদয়ঙ্গম করে? মিশ্র মহাশয় একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত সত্য, কিন্তু মেঘে যেমন দিবাকরের দিব্য কান্তি আচ্ছাদিত করে,তেমনি

স্নেহের আতিশয্যে সেই প্রতিভার বিকাশ হচ্ছে না। নিমাইকে একজন বুদ্ধিমান বালক বলে অনুমিত হচ্ছে। প্রত্যেক লীলায় তিনি এইরূপ খেলা খেলে থাকেন। দীপ প্রজ্জ্বলিত হয়ে সমস্ত গৃহের অন্ধকার নাশ করে বটে ; কিন্তু দীপাধারের নিম্নে যেমন অন্ধকার থাকে, তেমনি তিনি জগতে সকলের কাছে প্রকট হন সত্য, কিন্তু পিতা মাতাকে অজ্ঞানান্ধকারে রাখেন, প্রকৃত ব্যাপার বা নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝতে দেন না। কাজেই মিশ্র মহাশয় প্রকৃত তথ্য কিরূপে বুঝবেন।

জগ। কি বল্‌ছো ভাই ?

চন্দ্র। না, তাই বল্‌তেছিলাম, যিনি সর্ষপপ্রমাণ ক্ষুদ্র বীচির মধ্যে কাণ্ড প্রকাণ্ড সহ বৃহৎ বটবৃক্ষ লুক্কায়িত রাখেন, মানবের যত্নে পালিত দেহে ব্যাধি ও বনের ঔষধিতে আরোগ্য ক্ষমতা যাঁর কৌশলের নিদর্শন, তিনি যে বালক মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করে,কেশব ভারতীর ন্যায় এক ভক্তিহীন বিদ্যাভিমানী দাম্ভিক পণ্ডিতকে তর্কে পরাস্ত কর্ব্বেন তার আর বিচিত্র কি ?

জগ। আচ্ছা ভায়া, আমার নিমাই সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি ?

চন্দ্র। আপনি যখন জিজ্ঞাসা কল্লেন, তখন আমার মনভাব অকপটে ব্যক্ত কর্ব্বো। অনেক দিন হ'তে আমার মনে ধারণা হয়েছে, নিমাই কখনও সাধারণ বালক নয়।

জগ। কিসে ভাই, তোমার ও ধারণা হলো ?

চন্দ্র। তবে শুনুন,নিমাইয়ের অন্নপ্রাশনের দিন সে বড় ঘরের পিঁড়ির উপর ঠাকুরদিদির কোলে শুয়ে আছে, আর কেউ নিকটে নাই, এমন সময় আমি গিয়ে সেই স্থানে উপস্থিত হলাম। আমি নিমাইয়ের দিকে চেয়ে দেখলাম, যে তাহার প্রত্যেক লোমকূপ দিয়ে এক প্রকার স্বর্গীয় জ্যোতিঃ নিসৃত হচ্ছে। এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার সন্দর্শন ক'রে বিমল ভক্তিরসে চিত্তভূমি পরিপ্লাবিত হলো, এবং অলক্ষ্যে আমার মস্তক নমিত হলো। আমি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম ঠিক সেই সময় বালকের অধর প্রান্তে ঈষৎ হাস্যের রেখা প্রকটিত হলো, এবং ছোট ছোট হাত দুখানি জোড় করে আমাকে নমস্কার কল্লে। সেইদিন থেকে জানি এ ছেলে সহজ ছেলে নয়। বিশেষ, অপধর্ম্মের সেবকদের অমানুষিক অত্যাচারে ধরণী সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে,নিরীহ দুর্ব্বলদের করুণ ক্রন্দন নিশ্চয় দয়াল সাগর প্রভুর কর্ণ-কুহরে স্থান পেয়েছে, সুতরাং এই সময় এ রকম একটা কিছু হবার খুব সম্ভাবনা।

জগ। হাঁ যাই হোক, আমি ও বিষয় আর চিন্তা কর্ব্ব না। যখন ছেলে হ'য়ে এসেছে, বাবা বলেছে, তখন আমিও ছেলের ন্যায় ব্যবহার কর্ব্ব। আমি কোন রকম ভাববো না। কারণ আমি সহস্র চেষ্টা কল্লেও তাঁর ইচ্ছা স্রোতকে রুদ্ধ কর্ত্তে পার্ব্বো না। বার বার যে রকম হয়েছে, চারি জন্ম

ধরে বাপ মাকে কাঁদিয়েছে, এবারও কখনই তার অন্যথা হবে না। কারণ আমি বেশ জানি যে কার্য্যকাল উপস্থিত হ'লে তখন আর বাবাজির সঙ্গে সম্পর্ক থাক্‌বে না। এমন কি চিন্‌তে পারে কিনা সন্দেহ। যে জগতের কাজ কর্ত্তে এসেছে তার কর্ম্মক্ষেত্র অসীম, সে কখন কোন ব্যক্তির সুখ সম্বন্ধের দিকে আদৌ লক্ষ্য করে না। সমগ্র জগৎ যার নিজ জন সে কেন সামান্য জনের ন্যায় পিতা মাতার মায়ায় আবদ্ধ হয়ে কর্ত্তব্য পথ হতে বিচ্যুত হবে? আমি সব বুঝি, এই অবশ্যম্ভাবিতবিঘ্নের জন্য কাতর নই, একপ্রকার প্রস্তুত হয়ে আছি কিন্তু পুত্রস্নেহমগ্না আমার সহধর্ম্মিনীর জন্য নিতান্ত বিব্রত হয়ে পড়েছি, তাকে আর কিছুতেই প্রবোধ দিতে পাচ্ছি না। জগতের নিধিকে একমাত্র নিজের নিধি বলে আকিঞ্চন কচ্ছে, স্নেহে অধীরা হয়ে শূন্য পথে অট্টালিকা নির্ম্মাণ ক'রে বাস কচ্ছে; কিন্তু এর পরিণাম যে কি হবে, তা অনুমানে স্থির করা অসম্ভব। ঐ যে পাগলিনী এই দিকে আস্‌ছে।

(শচীদেবীর প্রবেশ)

শচী। ভট্টাচার্য্য ভায়া আছ, বেশ হয়েছে। আজ একটা হেস্তনেস্ত কর। আমার ভয়ে গা থর থর করে কাঁপছে, নিমে ছোঁড়া লুকিয়ে লুকিয়ে সেই পোড়ারমুখো বুড়ো ড্যাকরার বাড়ী যেতে আরম্ভ করেছে। একবার ওর বাড়ী

গিয়েই আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে। কাজেই ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়। এত লোক মরে বুড়ো ড্যাকরার আর মরণ নেই।

জগ। এটা তোমার অন্যায়, অদ্বৈতাচার্য্য অতি নিরীহ ভক্ত সাধক, তাঁকে অনর্থক গালাগালি দাও কেন; তাঁর কোন অপরাধ নাই। তাঁর এমন সাধ্য নাই যে তিনি কোন জীবের কর্ম্মফল রোধ কর্ত্তে পারেন। নিজের সাধনার বিশেষ জোর না থাক্‌লে, মানুষের কখন এতদূর চরম উন্নতি হয় না।

শচী। আচ্ছা থাক, ও সব বাজে কথা আমি শুন্‌তে চাইনা, এখন নিমাই আমার যাতে ঘরবাসী হয় তার চেষ্টা কর। আমি গতিক বড় ভাল দেখছি না।

জগ। অমৃত খেতে কারুর কি অরুচি; নিমাই আমার ঘর সংসার কর্ব্বে, আমার কি তাতে অমত, কিন্তু বড় অসম্ভব বলে বোধ হয়; পার্ব্বো কি?

শচী। কেন পার্ব্বে না, তোমার কথা সে কিছুতেই লঙ্ঘন করে না, তোমার উপর তার যথেষ্ট ভক্তি, তুমি চেষ্টা কল্লে সে ঠিক ঘরবাসী হবে, তার আর কোন ভুল নেই, কিন্তু এই সময় চেষ্টা কর্ত্তে হবে, আর দেরী কল্লে চল্‌বে না। বাঁশ কচি বেলাতেই নোয়ান যায়, পাকলে নোয়ায় কার সাধ্য?

জগ। ভাল, সেই চেষ্টাই কর্‌বো, যাতে সংসারে তার মন বসে, তার চেষ্টা কর্‌বো। তবে বলছিলেম কি, অদ্বৈতা-

চার্য্য অতি সাধু পুরুষ, মনে কোন মলা নাই, তাঁকে কটু বলার আবশ্যক কি ?

শচী। তুমি ত সবই বোঝ, ঐ বুড়োই ত যত নষ্টের গোড়া।

জগ। আচ্ছা তুমি তোমার ছেলেকে বারণ করো, সে যেন আর অদ্বৈতর বাড়ীতে না যায়। অদ্বৈত ত আর মাথার দিব্য দিয়ে তোমার ছেলেকে সেখানে যেতে বলেন না।

শচী। হাঁ, তাই কর্‌বো ছেলে যাতে আর সেখানে না যায়, তা ত কর্‌বোই।

চন্দ্র। (চুপে চুপে) কথা শুনে হাসি আসে। যাঁর প্রতি রোমকূপে একএকটী ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করে, যাঁর ভ্রূক্ষেপে সৃষ্টিস্থিতিলয় হয়, তাঁকে শাসন কর্ব্বে। কি ভ্রম ! কি মোহ!

শচী। কি কতকগুলো বাজে কথা বিড়বিড় ক'রে বকৃছো ? ওঃ ! তবে যা শুনেছি, তা বড় মিছে নয়। আজ কাল তোমার মাথাটা একটু খারাপ হয়েছে। সেদিন নাপ্‌তে বৌ আল্‌তা পরাতে এসে কথায় কথায় তোমাদের বাড়ীর কথা তুল্লে। তার মুখে শুন্‌লেম, তোমার মাথাটা কেমন গরম হয়েছে। তা তুমি এক কাজ কর, চিন্তাহরণ কবিরাজের হিমসাগর তৈল দেশ বিখ্যাত, তুমি তার কাছে যাও, ছটাক-খানেক তেল নিয়ে এসে দিনকতক মাথায় মাখো।

চন্দ্র। (ঈষৎ হাস্য সহকারে) এ গরম হিমসাগরে

ঠাণ্ডা হবার নয়—ঠাণ্ডা কর্‌তেও যেন না হয়। গুরুজনের আশীর্ব্বাদে যেন আমার মাথা চিরদিন এই রকম গরম থাকে যে ভাব ভেবে আমার মাথা গরম হয়েছে, আজীবন যেন সেই ভাবে বিভোর থাকি।

গীত।

রাগিণী আলেয়া—তাল কাওয়ালী।

যাঁর ভাব ভেবে আমি পাগল সদাই।
সেই ভাব হৃদিমাঝে শুধু আমি চাই॥
সে ভাবে ভাবুক হয়ে, থাকো মন সুখে শুয়ে,
দিন ত গেল রে বয়ে, আর ত সময় নাই॥

শচী। থাক আর তোমার ভাবের গীত গেয়ে কাজ নেই; অনেকের অনেক ভাব আমি দেখেছি।

জগ। দেখ গিন্নি, লোকে কথায় বলে 'ফুলের সঙ্গে কীট শিবের মাথায় ওঠে', সে কথা মিথ্যা নয়। সৎসঙ্গে কাশীবাস, সৎসংসর্গে থাক্‌লে মহাফল হয়। অদ্বৈত পরম সাধু; তাঁর সঙ্গ লাভ হ'লে নিমাই ভাল ভিন্ন মন্দ হবে না। আরও এক কথা ভেবে দেখ, পদ্ম যেখানেই থাক্ সৌরভ বিতরণ করে, কিছুতেই তার সুগন্ধ নষ্ট হয় না। আমার নিমাই সুচরিত্রের আদর্শ, আমার নিমাইকে মন্দ করে, এমন সাধ্য কাহারও নাই।

শচী। দেখ, তোমার বুদ্ধিটুকু এত সূক্ষ্ম যে, নেই

বল্লেই হয়। তুমি মানুষ হয়েছিলে কেন? মানুষের ত তোমার কিছুই দেখ্‌তে পাই না। মানুষ বলি ব যে লোকের মুখচোখ দেখে তার মনের ভাব বুঝ্‌ পারে তারই নাম মানুষ, লোকের চালচলন দেখে তার স্বভাবচরিত্র কেমন, যে বুঝ্‌তে পারে, সেই মানুষ। লোকের রকম-সকম দেখে তার পরিণামে কি দাঁড়াবে, যে বুঝ্‌তে পারে, তাকেই বলি মানুষ। আজকাল আমি দিনরাত্রি নিমাইয়ের চালচলন, রকম-সকম তন্ন তন্ন ক'রে দেখি, দেখেই আমি সব বুঝ্‌তে পেরিছি। এই সময় সাবধান না হ'লে আর শেষ রক্ষা কর্ত্তে পার্‌বে না।

জগ। কেন তার কি চালচলন মন্দ দেখ্‌লে? আর এমন কি রকম-সকম দেখ্‌লে যে, তোমার মনে এত খট্‌কা বাধ্‌লো?

শচী। সে দিন দুপুরবেলা সদরবাড়াতে গিয়ে দেখি, ভোলা কৈবর্ত্তের ছেলে চিনিবাসকে নিয়ে বৈঠকখানা ঘরে এক বিছানায় শুয়ে আছে।

জগ। দেখে তুমি কি বল্লে, তাকে কতকগুলো কটুকাটব্য বল্লে বুঝি?

শচী। শোনো না বলি, কটু বল্‌বো কেন? আমি তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বল্লেম, "বাবা! ছোটলোকের ছেলেকে নিয়ে তুই এক বিছানায় শুয়ে আছিস্ তোর ঘৃণা হলো না?"

জগ। নিমাই কি উত্তর দিলে?

শচী। হাস্‌তে হাস্‌তে নিমাই বল্লে,—"মা! ভগবানের কাছে ছোট বড় কেউ নেই,সেই পরম পিতার কাছে জাতি-বিচার নেই; জাতিভেদ করেছে কেবল অহঙ্কারের দাস মানুষেরা। কি হ'লে আপনাদের প্রাধান্য রক্ষা হবে, কি প্রকারে দশের উপর কর্ত্তৃত্ব কর্‌বে, এই জন্যই জাতির ইতরবিশেষ করেছে। ভগবান্ তাঁর এই বিশাল রাজ্যে কাউকে কুলীন ক'রে পাঠান নি, বা কাউকে ইতর ক'রেও পাঠান নি। যে উপাদানে রাজরাজড়ার সৃষ্টি, সেই উপাদানেই তিনি গরীব দুঃখী কাঙ্গালকেও সৃষ্টি করেছেন।"

জগ। চুপ কল্লে কেন? ভাবছ কি? আর কি বল্লে?

শচী। আর যে কথা বল্লে, তা শুনে আমি একেবারে অবাক হলেম।

জগ। কি কথা?

শচী। শোন তবে বলি। নিমাই বল্লে,—"এই পৃথিবী পাপের ভারে যেন ডুবে আছে, প্রবল পাপের বন্যা এসে সংসারকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে ছারখার ক'রে ফেল্‌ছে; আমি এই সংসারকে উদ্ধার কর্‌বো, পাপের বন্যা দূর হয়ে যাতে সংসারে ভক্তির বন্যা প্রবাহিত হয়, যাতে প্রেমের বন্যায় জগৎসংসার মেতে উঠে, মা! আমি তাই কর্‌বো। লোকে যাতে ব্রাহ্মণ শূদ্র বা উচ্চ নীচ জাতি বিচার না ক'রে,একসঙ্গে

একাসনে বসে তাই কর্ত্তে হবে ; ব্রাহ্মণ যাতে প্রেমের ভরে চণ্ডালকে আলিঙ্গন করে,অধিক কি ম্লেচ্ছজাতিকেও প্রেমের পাথারে ভাসিয়ে একমন একদেহ একপ্রাণ জ্ঞান করে, আমি তাই ক'রবোই কর্‌বো।"

জগ। তুমি শুনে কি বল্লে ?

শচী। আমি আর কি বল্‌বো, আমার কি আর কথা কবার সাধ্য থাক্‌লো ? আমি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে চুপ ক'রে রইলেম।

জগ। তবে এখন কর্ত্তব্য কি ?

শচী। এখন আমি মনে মনে যা স্থির করেছি, তুমি তাই কর।

জগ। কি স্থির করেছ বল।

শচী। বেশ একটী সুন্দরী সুলক্ষণা মেয়ের খোঁজ কর, আমার নিমাইয়ের বে দাও, আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করো না। আমার বেশ মনে নিচ্ছে, বে দিলে আমার নিমাইয়ের মন সংসারে বস্‌বে, সংসারের দিকে টান পড়বে, সংসারে মায়ামমতা হবে।

চন্দ্র। (স্বগতঃ) আহা! সাংসারিক লোকের কি ভ্রান্তি! বিশেষ স্ত্রীজাতির কি মায়াজড়িত দুর্ব্বুদ্ধি! বিবাহ দিয়ে জগচ্চিন্তামণিকে মায়াডোরে বদ্ধ কর্‌তে চায়। যিনি সত্ত্বঃ, রজঃ, তম ত্রিগুণের অতীত, যিনি মায়ার পরপারে

অবস্থিত, মায়া যাঁর বশবর্ত্তিনী হয়ে চির কিঙ্করী মত অবস্থান করে, সেই সর্ব্বনিয়ন্তাকে মায়াডোরে বন্ধন করতে চায়। হায় হায়! মানুষ বালির বাঁধে প্রবল স্রোত আটক কর্ত্তে প্রয়াস পায়। ইহা অপেক্ষা দুর্ব্বুদ্ধি আর কি হইতে পারে?

জগ। ভাই চন্দ্রশেখর! তুমি চুপ ক'রে কি ভাবছ; তোমার মত কি?

চন্দ্র। আর ভাববো কি? এতে আর মতামত কি? ঠাকুরদিদি যা বল্‌ছেন, ইহাই সুপরামর্শ। যত শীঘ্র পার, তুমি নিমাইয়ের বিবাহ দাও। একটি সুপাত্রার অন্বেষণ কর, বেশ রূপবতী ও সুলক্ষণা হওয়া চাই। বউ ঘরে এলে বাবাজী নিশ্চয় সংসারী হবে। আর ঘরে বউ আনাও উচিত, ঠাকুরদিদিকে একা সংসারের কাজকর্ম্মে বড়ই বিব্রত হতে হয়, নববধূ গৃহে এলে উনিও অনেকটা শান্তি পাবেন।

শচী। বেশ বলেছ ভাই, তুমি বুদ্ধিমান্, তোমার মুখে যদি এমন কথা না শুন্‌বো তবে আর কার মুখে শুন্‌বো? পার্ব্বতীর সঙ্গে তুমি একশত বছর সুখে ঘরকন্না কর। এখন আর আমার কোন কথা নেই, আর কোন বাসনা নেই, একবার আমার নিমাইকে বউ নিয়ে সংসারী হতে দেখলে— তাকে ঘরকন্না কর্‌তে দেখলেই আমার জন্ম সার্থক হয়।

চন্দ্র। (স্বগতঃ) হাঁ, খুব সার্থক হবে, তখন বেশ মনের সাধ মিট্‌বে আর তখনই ঘুম ভেঙ্গে যাবে। এখন মায়া-

ঘুমে নিদ্রিত থেকে যে সব স্বপ্ন দেখছো, ত[illegible]র এ সব থাক্‌বে না, সব চমকা ভেঙ্গে যাবে। যিনি [illegible] জগতের সকলের আশা পূর্ণ কর্ত্তে এসেছেন, যিনি [illegible]তর মোহ-অন্ধকার দূর ক'রে জ্ঞানের আলোক বিস্তার করবার জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন, জগৎকে প্রেমপাথারে ভাসানই যাঁর এক-মাত্র বাসনা, তিনি যে কেবল তাঁর জননীর আশা পূর্ণ কর্‌বেন তা নয়, জগৎশুদ্ধ ভক্তের মনোবাঞ্ছাও পূর্ণ কর্‌বেন।

শচী। ভট্‌চায চুপ ক'র রইলে কেন? আর কোন কথা বল্‌ছো না যে?

চন্দ্র। আর বল্‌বো কি? আর বল্‌বারই বা কথা কি আছে? যে পরামর্শ হলো, ইহাই সুপরামর্শ। এর উপর আর কথা নাই। এখন শীঘ্র একটি রূপবতী টুকটুকে মেয়ের সন্ধান কর। যেমন কন্দর্পের মত ছেলে, তেমনি যেন রতির মত কন্যাটী হয়। উমার সঙ্গে মহেশের যেমন মিলন হয়েছে, শচীর সঙ্গে সুরপতির যেমন শুভ সংঘটন হয়েছে, নিমাইয়ের সঙ্গে সেইরূপ অনুরূপা কন্যার মিলন হউক, এইমাত্র বাসনা।

শচী। যা বল্লে ভাই, সে ত সত্য কথা। এখন নিমাইয়ের অনুরূপ কন্যা পাই কোথায়?

জগ। কেন, আমার সন্ধানে যে মেয়েটি আছে, বোধ হয়, তাতে তোমাদের কারো অমত হবে না।

চন্দ্র। কোথায়, কার কন্যা? দেখ্‌তে শুন্‌তে কেমন?

জগ। তাই বলি শোন। মেয়েটির বয়স বোধ হয় আট বৎসরের মধ্যে। দেখতে বেশ সুন্দরী,লক্ষণগুলি দেখে বোধ হয়, আমার নিমাইয়ের উপযুক্তা। নিমাই যেমন কার্ত্তিক, সে মেয়েটিও তেমনি রূপে গুণে ঠিক উপযুক্তা। দেখলেই বোধ হয় যেন ভগবতী উমা মর্ত্ত্যধামে অবতীর্ণা হয়েছেন।

চন্দ্র। আরে কার কন্যা, তাই বল না ?

জগ। কেশব চক্রবর্ত্তীর কন্যা। তাকে আর তুমি জান না, তুমি কি সে মেয়েটিকে দেখ নাই ?

চন্দ্র। দেখবো না কেন, বেশ দেখেছি।

জগ। তবে বল দেখি, আমি যা বল্লেম, সব ঠিক কি না ?

চন্দ্র। তা ঠিক বটে, মেয়েটি পরমা সুন্দরী, নিমাইয়ের ঠিক অনুরূপা হবে। কিন্তু—

জগ। এতে আবার কিন্তু কি ?

চন্দ্র। কেশব চক্রবর্ত্তী কি এ বিবাহে সম্মত হবেন ?

জগ। অবশ্য হবেন। তিনি নিজে গুণবান্ এবং গুণ-গ্রাহী, গুনের আদর তিনি জানেন। আমার নিমাইয়ের রূপ গুণ তাঁর অজ্ঞাত নাই। আমার বেশ ধারণা, আমার অনুরোধ তিনি কখন লঙ্ঘন করবেন না।

চন্দ্র। বেশ, তা হলে আর কথা কি।

শচী। তবে আর দেরী ক'রে কাজ নেই। এক্ষনে একটু

সত্বর হয়ে সব ঠিকঠাক ক'রে ফেলো। যাতে বৈশাখ মাসের মধ্যেই শুভকার্য্য শেষ হয় তা করা চাই। একবার বউ ঘরে এলে হয়; আমি সুবচনীর পূজা দেবো, মা সর্ব্বমঙ্গলার উপবাস কর্‌বো। এখন আমি যাই, ঘরের কাজকর্ম্ম সব পড়ে রয়েছে। ঐ যে আমার বাবা নিমাই এ দিকে আসছে। এখন তোমায় চুপি চুপি যা বলি, তাই করো।

জগ। কি কি, কি কর্ত্তে হবে?

শচী। আজ একটু মিষ্টি মিষ্টি ক'রে নিমাইকে ধম্‌কে দিও, আজ কদিন হলো, একবার টোলমুখো হয় না, যাতে আজ টোলে যায়, তাই করো। তুমি পুরুষমানুষ হয়ে যেন মেনীমুখো হয়ে পড়েছ।

জগ। কেন, কিসে মেনীমুখো দেখলে?

শচী। ছেলেপুলেকে যেমন আদর দেবে, লেখাপড়া শেখবার সময় তেমনি একটু শাসনও কর্ত্তে হয়। তা না হলে কি ছেলেপুলে মানুষ হয়?

জগ। আচ্ছা, তাই কর্‌বো, যাতে আজ নিমাই টোলে যায় তা কর্‌বো। তুমি এখন যাও।

শচী। আচ্ছা চল্লেম।

শচীদেবীর প্রস্থান।

(নিমাইয়ের প্রবেশ)

জগ। এসো বাবা এসো।

নিমাই। (পিতা ও চন্দ্রশেখরকে প্রণাম করিয়া বিনম্রভাবে অবস্থান)

জগ। বাবা! তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বার ইচ্ছা আছে।

নিমাই। অনুমতি করুন।

জগ। তুমি কি প্রত্যহ চতুষ্পাঠীতে যেয়ে থাক?

নিমাই। আজ্ঞে না।

জগ। কেন?

নিমাই। সেখানে যাওয়া অনাবশ্যক।

জগ। সে কি কথা?

নিমাই। বুঝিয়ে বলি শুনুন। মানবজীবন নশ্বর, দুই দিনের জন্য পৃথিবীতে আসা; সুতরাং এই সামান্য সময় বৃথা নষ্ট করা উচিত নয়।

চন্দ্র। বাপু! এ কি কথা বল্‌ছো, বিদ্যা শিক্ষা কর্‌বে তাতে সময় অতিবাহিত করবে, এ আবার বৃথা কাল কাটান কিরূপে হলো?

নিমাই। আজ্ঞে, কোন ছিদ্র আধারে যদি জল রাখা যায়, তা হলে যেমন একটু একটু ক'রে সেই জল নিঃসৃত হয়ে পাত্রটিকে শূন্যগর্ভ করে ফেলে, সেইরূপ পলকে পলকে

আয়ু ক্ষয় হচ্ছে, দেখতে দেখতে এই পরমায়ু শেষ হয়ে যাবে, সুতরাং এমন অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট করা কি উচিত? মৃত্যুর হাতে কারো রক্ষা নাই,মৃত্যু শিয়রে বসে আছে বল্লেই হয়। যদি এমন অমূল্য ধনস্বরূপ সময় বৃথা অতিবাহিত হয়, তবে জগতে মানুষ প্রতিষ্ঠা লাভ কর্‌বে কিরূপে? এই জন্যই চতুষ্পাঠীতে যাওয়া বন্ধ করেছি।

চন্দ্র। বাপু! তোমার কথার মূল তাৎপর্য্য ত আমার বোধগম্য হলো না। সংসারে এসে বিদ্যাশিক্ষা করাই মানুষের একমাত্র কর্ত্তব্য। তা না হলে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায় না। বিদ্যাহীন পুরুষ পশুর তুল্য; তাকে কেহই গ্রাহ্য করে না।

নিমাই। (মৌনভাবে অবস্থায়)

জগ। বাবা! চুপ ক'রে রইলে যে? তোমার মেশোমহাশয় যা বল্লেন শুন্‌লে ত?

নিমাই। আজ্ঞে হাঁ; মেশোমহাশয় যা বল্লেন, তারই উত্তর দিচ্ছি। শিক্ষা মানবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বটে; কিন্তু সে শিক্ষা আর এখানকার চতুষ্পাঠীর শিক্ষাতে অনেক প্রভেদ। অর্থাগমের পথ প্রশস্ত করাই এখনকার চতুষ্পাঠীর শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। বিদ্যা অনন্ত, বিদ্যার পার নাই; কিন্তু সামান্য একটু শিক্ষা করেই লোক মেতে ওঠে, গুরুদেব আমাকে স্মৃতিশাস্ত্র পড়তে আদেশ কচ্ছেন, কিন্তু আমি

দেখলেম, স্মৃতি পড়ে কোনও ফল নাই। যারা পাঁচ বাড়ী ঘুরে ঘুরে পূজা ক'রে বেড়াবে, ব্রত আদি করিয়ে অর্থাগমের চেষ্টা দেখবে, কিম্বা শ্রাদ্ধাদিতে ধনীর দ্বারে বিদায় নিতে যাবে,তাঁদের পক্ষেই স্মৃতি পড়া কর্ত্তব্য। ওরূপ বিদ্যাশিক্ষায় আমার প্রবৃত্তি নাই।

জগ। এ কি কথা বল্‌ছো বাপধন? স্মৃতিশাস্ত্রের সম্মান কত তা বুঝলে না। সামান্য একটা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিতে হলেও স্মৃতিশাস্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে দেওয়া যায় না।

নিমাই। বাবা! আমার মনের ভাব আপনাকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে না দিলে আপনি বুঝতে পার্‌বেন না। আপনারা ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন রয়েছেন। আপনি যে প্রায়শ্চিত্তের কথা বল্লেন, সেই কথাটাই আগে তলিয়ে বুঝুন। প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত কি, প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত যা তা আপনি স্মৃতিতে দেখতে পাবেন না, মীমাংসার মধ্যেও তার মীমাংসা নাই। আর দর্শনেও তার দর্শন লাভ কঠিন। মানবমাত্রেই মোহান্ধকারে নিমগ্ন, যখন ভাগ্যবশে তার সেই মোহ দূর হয়, তখন সে আপনার ভ্রম আপনিই বুঝতে পারে, প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য তার মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে, ভগবানের জন্য তার আগ্রহ জন্মে। বাবা! যে ব্যক্তি দারুণ শীতে কাতর, দীপশিখার অগ্নিতে কি তার সেই শীত দূর হয়? সেইরূপ সামান্য প্রায়-

শ্চিত্ত দ্বারা কখনও মানুষ জন্মান্তরকৃত পাপ হ'তে মুক্তিলাভ কর্ত্তে পারে না। লৌকিক প্রায়শ্চিত্তে পরিত্রাণের আশা সুদূরপরাহত। ভোগবিলাসে যখন মানুষের বিতৃষ্ণা জন্মে, শিয়রে মৃত্যুর ছায়াকে দেখে যখন তার প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠে তখন সেই চিন্তামণির চিন্তায় আত্মনিয়োগ কর্ত্তে পাল্লেই তার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হয়।

জগ। বাবা! আমি হার মান্‌লাম, তোমার সঙ্গে তর্ক করা আমার সাধ্য নয়, তোমার যুক্তি খণ্ডন কর্ত্তেও আমার ক্ষমতায় কুলায় না। তুমি যখন বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত পক্ষধর মিশ্রকে তর্কযুদ্ধে পরাভূত করেছ, তখন আমার কি সাধ্য যে তোমার যুক্তি খণ্ডন করি।

নিমাই। বাবা! যে শিক্ষার ফলে লোক আপনাকে তৃণ অপেক্ষা লঘু জ্ঞান করে, যে শিক্ষার গুণে চিত্তক্ষেত্রের সকল আবর্জ্জনা দূর হয়, যে শিক্ষার গুণে হৃদয়মন্দির প্রেম-রসে অভিষিক্ত হতে থাকে, সেই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। তা ছাড়া অন্য শিক্ষা অপকৃষ্ট—উন্নতি দূরে থাকুক অবনতিই তার পরিণাম ফল—মিশ্র মহাশয়ের শিক্ষাও সেইরূপ বৃথা। তিনি অসংখ্য অসংখ্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছেন সত্য, অসংখ্য অসংখ্য কবিতা তাঁর কণ্ঠাগ্রে বিদ্যমান সত্য, কিন্তু বিদ্যা-শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য তাঁর নিকট ব্যর্থ হয়েছে। তাঁর চিত্ত-ভূমি জ্ঞানশাস্ত্রে কর্ষিত হয় নাই, তিনি গর্ব্বের সাক্ষাৎ পূর্ণ

মূর্ত্তি, যুক্তিতর্কে গলাবাজী ক'রে সভাতে প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত কর্ত্তে পাল্লেই তিনি আপনাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করেন। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হ'য়ে চিন্তামণির চিন্তায় বিভোর থাকে, অন্যকে তর্কে পরাস্ত ক'রে গর্ব্বে স্ফীত হওয়া যার স্বভাব নয়, সেই মহাপুরুষই জগৎ-সংসারে ধন্য, তারই হৃদয় বিমল চিদানন্দে পূর্ণ। সে আনন্দ লাভ মিশ্র মহাশয়ের ভাগ্যে ঘটে নাই। তোতা-পাখীকে হরিনাম শিখাও বা রামনাম শিখাও, সে অনায়াসে সেই নাম উচ্চারণ ক'রবে, কিন্তু সে নামের মহিমা বা প্রকৃত তাৎপর্য্য যে কি, তা সে বুঝতে পারে না, নামের ফলও পায় না, মিশ্র মহাশয়ের শিক্ষাও সেইরূপ।

গীত।

রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ—তাল একতালা।

অর্থকরি বিদ্যায় কি ফল।
তাহে নাহি ফলে কভু চিন্তামনি ফল॥
তৃণ সম আপনারে, যদি জ্ঞান নাহি করে,
কি ফল সে বিদ্যা লয়ে তাহা যাক রসাতল।
হায় হায় মূঢ়জন, স্বর্ণ ত্যজি কাঁচে যতন,
না ভাবে সে পরম ধন, অসার সকল॥

জগ। বাবা! তুমি যা বল্লে, সকলই শুন্‌লাম, যে সকল যুক্তি দেখালে, তা'ও কর্ণগোচর হ'লো এখন ও কথা

থাক্, আমার একটী বিষয় জিজ্ঞাস্য আছে, সে সম্বন্ধে তোমার মত কি জান্‌তে ইচ্ছা করি।

নিমাই। আপনার এ কথার তাৎপর্য্য কি? পুত্র আজীবন পিতার অধীন, পিতৃ-আজ্ঞা পালন করা পুত্রের ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য ব্রত। তার প্রধান সাক্ষী শ্রীরামচন্দ্র। আপনি যে আদেশ কর্‌বেন, অবিচারিত মনে তা পালন কর্ত্তে আমি বাধ্য। পুত্রের কর্ত্তব্য পিতার আজ্ঞা পালন করা।

জগ। বৎস! কল্যাণ হোক্, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক।

নিমাই। হাঁ পিতঃ, এই আশীর্ব্বাদ করুন যেন, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, আর আমার কোন প্রার্থনা বা কামনা নাই। এখন কি আদেশ পালন কর্ত্তে হবে, অনুমতি করুন।

জগ। বাবা! তোমাকে পুত্ররূপে লাভ ক'রে আমি ধন্য হয়েছি। তোমাকে অধিক আর কি বল্‌বো, তুমি বুদ্ধিমান্ ও পিতৃ-মাতৃভক্ত। জননী স্বর্গাদপি গরীয়সী, একথা আর তোমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে না। তোমার গর্ভধারিণীর নিতান্ত বাসনা, তোমার বধু-সহচরী দেখে জীবন সার্থক করেন। একটি পুত্রবধু এসে গৃহশোভা বর্দ্ধিত করে, ইহাই তাঁহার বাসনা।

চন্দ্র। (স্বগতঃ) এই গোল বাধালে রে! ভায়া বুঝি আমার সব গণ্ডগোল ক'রে দেন। বাবাজী যাতে সংসারে

আবদ্ধ হন ও মায়া-পাশে বিজড়িত হন, জগন্নাথ ভায়া তারই পন্থা দেখছেন। তা হলে অধম জীবের কি উপায় হবে? সংসারের গতি কি হবে? তা ভয় কি? সামান্য তৃণগুচ্ছ দিয়ে কি কেহ মত্ত হস্তীকে বন্ধন ক'রে রাখতে পারে? যিনি যতই চেষ্টা করুন না কেন,প্রভু আমার ঠিক আছেন। কর্ত্তব্য পথ থেকে উনি এক পদও বিচলিত হবেন না। (প্রকাশ্যে নিমাইয়ের প্রতি) কি বাবা! তোমার পিতা যে কথা জিজ্ঞাসা কল্লেন, তার উত্তর দিলে না?

নিমাই। আজ্ঞে, এ সম্বন্ধে আর কি উত্তর দিব? আমি পিতামাতার আজ্ঞাবহ, এ বিষয়ে নিজের স্বাধীন মত প্রকাশ করার আমি অধিকারী নাহ; জনক-জননীর মতের বিরুদ্ধে কোন কাজ কল্লে আমার পাপের ভার আরও বেড়ে উঠবে, উঁহাদের যাতে চিত্তসন্তোষ জন্মে, উঁহারা যাতে চিরসুখী হন, আমি সর্ব্বদা তাতেই সম্মত।

জগ। বাবা, চিরজীবী হও, আজ তোমার কথা শুনে আমি আনন্দে আত্মহারা হলেম। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন কর।

চন্দ্র। (নিমাইয়ের প্রতি) বাবা! আজ তুমি জনক-জননীকে বড়ই সুখী কল্লে।

নিমাই। মেসো মহাশয়! যার চিত্ত দুর্ব্বল, বিবেক-শক্তি কম, তারাই পিতৃমাতৃ-আজ্ঞায় অবহেলা করে, কিন্তু

সেইটি তাদের মহা ভ্রম। পিতামাতার আদেশ অবিচারিত মনে পালন করবে, দোষাদোষ বিচার করবে না, ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। পিতামাতা যখন যাহাই আদেশ করুন না, তাহাই মঙ্গলময় জ্ঞান করা পুত্রের কর্ত্তব্য।

চন্দ্র। বাবা! যা বল্লে, সকলই সত্য, আমরা সংসারে মোহমদে অন্ধ হ'য়ে অজ্ঞান অবস্থায় পতিত আছি, আমাদের চিত্তের দুর্ব্বলতা দূর হয় নাই, মন কলুষতায় পূর্ণ, হৃদয় সংশয়ে সমাকীর্ণ। কবে যে চিত্তের এই দৌর্ব্বল্য দূর হবে, কবে যে মনের মলা কেটে যাবে,কবে যে হৃদয়-মন্দির পরিষ্কার হবে, তা বল্‌তে পারি না, সেরূপ সৌভাগ্য ঘটবে কি না, তাই বা কে বল্‌তে পারে?

জগ। চন্দ্রশেখর ভায়া! আর এখন নানা কথায় কাজ কি? গৃহিণীকে গিয়ে এখন শুভ সংবাদ দিই, তিনি বড়ই উৎকণ্ঠিতা হয়ে রয়েছেন। আর শুভ কার্য্যে বিলম্ব করা অনাবশ্যক। এখন একবার বৈবাহিক মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হয়ে—তাঁর মতামত জেনে সকল ব্যবস্থা কর্ত্তে পাল্লেই নিশ্চিন্ত হই।

চন্দ্র। আর একটা কথা বলি, তা বলেই বা কাজ কি? কেশব চক্রবর্ত্তীর কন্যাটির লক্ষণ ভাল, যেমন রূপ তেমনি গুণ, সে সম্বন্ধে আর ভাল ক'রে পরীক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন।

জগ। সে বিষয়ে কিছু দেখতে হবে না। সে সর্ব্ব সুলক্ষণে সুলক্ষণা। এখন শীঘ্র উদ্‌যোগ করা যাক্।

চন্দ্র। ঠিক কথা, শুভস্য শীঘ্রম্। আর বিলম্ব অনাবশ্যক, এখন যাওয়া যাক্।

সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

চন্দ্রশেখরের বহির্ব্বাটী—পূজামণ্ডপ।

নিমাই উপবিষ্ট।

নিমাই। ভবসংসার অতীব গহন স্থান। এ স্থানে যাহা করিব না মনে করা যায়, তাহাই যেন অগ্রে করা হইয়া থাকে। ইহাকেই দুর্জ্জয় দৈব-দুর্ব্বিপাক বা গ্রহবৈগুণ্য বলা যায়। দুষ্পরিহর গ্রহবৈগুণ্য বশতঃ মানুষ বিলুপ্তমতি ও আচ্ছন্নচেতা হইয়া পড়ে, প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ অনুতাপ ও অপ্রীতি যুগপৎ তাহার হৃদয়ে সমুপস্থিত হয়, তখন মানুষকে তাপদগ্ধ কুরঙ্গের ন্যায়, ব্যাধবাগুরাবদ্ধ নিঃসহায় পশুর ন্যায় নিতান্ত ব্যাকুল ও বিপন্ন করিয়া ফেলে। আমোদে আর

তাহার আমোদ নাই, প্রমোদে আর প্রমোদ নাই, সুখে আর সুখ নাই, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াও সামান্য দীন-দুঃখীর ন্যায় যেন শোচনীয় দশার শেষ সীমায় সমুপস্থিত হয়। ফলকথা, পাপ করিলেই এরূপ বিষময়ী দশারই আবির্ভাব হয় এবং হৃদয়, মন, আত্মা, দেহ সকলই মলিন হয়ে পড়ে। ভুবন-ভূষণ সর্ব্বজনরঞ্জন রোহিণীরমণ চন্দ্রমা ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। পাপানুষ্ঠান বশে তাঁহাকে ঐরূপ চির-কলঙ্কে কলঙ্কী হতে হয়েছে। এই ত সংসারের অবস্থা। এখন যাতে সংসারে শান্তি স্থাপিত হয়, তাই কর্ত্তে হবে। শুভকার্য্যে বিলম্ব করিলে তাহা সিদ্ধ হওয়া বড়ই কঠিন। ইহার দৃষ্টান্ত লঙ্কাপতি রাবণ। রাবণ স্বর্গের সিঁড়ি প্রস্তুতের কল্পনা করেছিল, "আজ হবে, কাল হবে" ক'রে বিলম্ব করাতে মনের কল্পনা মনেই বিলীন হয়ে গেল। অতএব আর কাল বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নয়। নশ্বর জীবনের দ্বাদশ বর্ষ বিফলে গেল। জীবনের দ্বাবিংশ বর্ষ হতে না হতে এ খেলা সাঙ্গ কর্ত্তে হবে। এখন দাদার আগমনের প্রতীক্ষা। অদ্বৈত আমার পরম ভক্ত, সে যে সঙ্কীর্ত্তনের দল প্রতিষ্ঠিত করেছে, সেই দল সহায় করেই পাষণ্ডদের দমন কর্ত্তে হবে, ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন কর্ত্তে হবে। দাদাকে আন্‌তে গদাধরকে পাঠাব, আজ দাদার আগমনের দিন; গুপ্ত রহস্য এখন গোপনেই রাখতে হবে, কারও কাছে প্রকাশ করা হবে না।

অহো ! জননীর ইচ্ছা, আমাকে সংসার-জালে জড়িত করেন সেই চেষ্টাতেই তিনি বিব্রত হয়েছেন, কিন্তু বালির বাঁধে কি বন্যাস্রোত আটকায় ? যে যতই চেষ্টা করুক্ না আমি কর্ত্তব্য পথ থেকে এক পদও বিচলিত হব না। আমি যে কি উদ্দেশ্যে বিবাহে সম্মত হয়েছি, তা বুঝতে পারে, কাহার সাধ্য। মেসো মহাশয়ও বুঝতে পারেন নি,তাই তিনি যার-পরনাই চমৎকৃত হয়েছেন। জনক-জননীর আজ্ঞা পালনই আমার উদ্দেশ্য, আমি তাঁদের আদেশ লঙ্ঘন কল্লে সংসারে কে জনক-জননীর আজ্ঞা পালন কর্ব্বে ? আমি যে আদর্শ দেখিয়ে যাবো, জগতের লোক তারই অনুকরণ কর্‌বে। সংসারে কিরূপে নির্লিপ্তভাবে থাক্‌তে হয়, জগৎকে তা শিখিয়ে দিয়ে যাব। এবার যাঁরা লক্ষ্মীপ্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁরাই জন্মান্তরীন রুক্মিণী ও সত্যভামা। এঁরা দুই জনে আমাকে ভিন্ন আর কাহাকেও পতিত্বে বরণ কর্‌বেন না; চাতকিনী কি গগনবারি ছাড়া অন্য কিছু প্রত্যাশা করে ? এবার আমি সংসারে এসেছি পতিত জীবকে উদ্ধার কর্ত্তে আর সংযম শিক্ষা দিতে, ইহাই আমার এই অবতারের লীলাখেলা। আমি যেমন এ অবতারে সুখভোগের বাসনা রাখি না, বিলাস-বাসনা যেমন আমার হৃদয়ে স্থান পায় না, লক্ষ্মীপ্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়াও সেইরূপ নিস্পৃহ হয়ে,নির্লিপ্তভাবে সংসারে থাক্‌বেন। যার অমোঘ শরে মনুষ্যের কথা দূরে

থাকুক, পশু পক্ষী কীটপতঙ্গও জর্জ্জরিত হয়, যার অব্যর্থ বাণে সংযত মুনি ঋষিদেরও মন বিচলিত হয়ে উঠে, যার প্রভাবে মানুষ পিশাচের অপেক্ষাও ঘৃণিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সেই কামকে কিরূপে দমন কর্ত্তে হয়, জগৎ সংসারকে তা শিখিয়ে দিয়ে যাব। আমি যে ধর্ম্মমত স্থাপন ক'রে যাব, সেই নিয়মে চল্লে বিবেক-বুদ্ধিহীন পাষণ্ডও অবহেলে ভব-সিন্ধু পার হতে পার্‌বে।

গীত।

রাগিণী যোগীয়া—তাল আড়াঠেকা।

বৃথা দিন বয়ে গেল হলো না সাধন।
কুরঙ্গে কুসঙ্গে কেন করিছ যাপন॥
পলে পলে আয়ু ক্ষয়, দেখেও না কর ভয়!
অসারেরে সার ভেবে আছ অনুক্ষণ।
বারেক ভাবহ চিতে, কি দশা ঘটিবে শেষেতে,
চিন্তামণি না চিন্তিলে বৃথা আস্ফালন।
ভ্রান্ত নরে উদ্ধারিতে, আসিয়াছি এ জগতে,
প্রেমবন্যায় সাঁতারিবি আয় জীবগণ॥

(গদাধরের প্রবেশ)

নিমাই। এই যে গদাধর! আমি তোমারই কথা চিন্তা কচ্ছিলাম, এসো—বসো।

গদা। (উপবেশনান্তে) আপনার চিন্তার সীমা নাই।

আপনি কার জন্য না চিন্তা করেন? আমার জন্য চিন্তা করবেন, এ বড় আশ্চর্য্য কথা নয়। জগতের সকলের জন্য—পশু পক্ষী কীটপতঙ্গের জন্যও আপনাকে চিন্তা কর্ত্তে হয়।

নিমাই। ঠিক বুঝতে পেরেছ গদাধর। তুমি পরম ভক্ত বিশেষ ভাবগ্রাহী; তুমি আমার মনের ভাব বুঝবে, এ বড় বিচিত্র কথা নয়। সে কথা যাক্, এখন তোমাকে যা বলি শোনো। গুপ্ত কথা—গোপনীয় কাজ; অন্যের নিকট যাহা অপ্রকাশ্য আজ তোমাকে সেইটি কর্ত্তে হবে।

গদা। কি কাজ অনুমতি করুন, আপনার আজ্ঞাপালনে এ দাস সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

নিমাই। বেশ কথা। অদ্য রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় গঙ্গা-তীরে যেতে পারবে?

গদা। আবশ্যক হ'লে পারবো না কেন?

নিমাই। একাকী,—সঙ্গে কেহ থাক্‌বে না।

গদা। যে আজ্ঞে, একাকীই যাব। কি কর্ত্তে হবে?

নিমাই। শোনো বলি। আমি তোমাকে এখন একটি মন্ত্র শিখিয়ে দিচ্ছি, সেইটি স্মরণ রাখ্‌তে হবে। যেন ভুলে যেও না।

গদা। ভুলবো কেন? যা শিখিয়ে দিবেন, যত্ন ক'রে কণ্ঠস্থ রাখব, হৃদিক্ষেত্রে অঙ্কিত থাক্‌বে।

নিমাই। বেশ তবে শোন।

গদা। সে মন্ত্রটি শিখে কি কর্ত্তে হবে?

নিমাই। তাই বুঝিয়ে দিচ্ছি। গঙ্গাতীরে যাবামাত্র সেখানে একটি যুবকের মৃতদেহ দেখতে পাবে; সেই শবটী চড়ায় আটকে আছে দেখবে।

গদা। যে আজ্ঞে, তার পর?

নিমাই। তোমাকে যে মন্ত্র শিখিয়ে দিচ্ছি, সেই মন্ত্রটি সেই শবের কর্ণে প্রদান কর্ত্তে হবে।

গদা। যে আজ্ঞে, এ আর কঠিন কাজ কি, তার পর কি করবো?

নিমাই। শবের কর্ণে মন্ত্রটি দিবামাত্র তার জ্ঞান-সঞ্চার হবে, পুনর্জ্জীবন লাভ করে সে উঠে বসবে।

গদা। ভাল, তার পর তাকে কি কোন কথা বলতে হবে?

নিমাই। তাকে তুমি সঙ্গে ক'রে অদ্বৈতের গৃহে নিয়ে আসবে।

গদা। কেন আপনার সঙ্গে কি তার দেখা হবে না?

নিমাই। আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যই তাকে অদ্বৈতের গৃহে নিয়ে আসতে বলছি। আমি অদ্বৈতর বাড়ীতে গিয়েই তার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ব্বো।

গদা। যে আজ্ঞে, প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য। কিন্তু—

নিমাই। আবার কিন্তু কি ?

গদা। প্রভুর অভয়বাণী পেলে বলি।

নিমাই। নির্ভয়ে বল।

গদা। সেই মৃত যুবক সম্বন্ধেই একটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে।

নিমাই। বুঝতে পেরেছি, তিনি কে এই বিষয় জানবার জন্যই তোমার উৎকণ্ঠা জন্মেছে;—না ?

গদা। প্রভু অন্তর্য্যামী আমার মনের কথাই বলেছেন।

নিমাই। তবে শোন। তিনি আমার দাদা। তিনিই আমার লীলাখেলার একমাত্র সহায়। আমি যখন অবতার গ্রহণ করি, তিনিও তখন অবতীর্ণ হয়ে আমার সহায়তা করেন। পবনদেব যেমন বহ্নির সহায়,আমার পক্ষে তিনিও তদ্রূপ। তাঁহাতে আমাতে একাত্মা জানিবে। একমাত্র স্বর্ণে যেমন নানারূপ অলঙ্কার প্রস্তুত হয়, আকারে ভিন্ন হলেও সবই যেমন স্বর্ণ, আমরা উভয়ে সেইরূপ আকারে ভিন্ন বটে, কিন্তু অভেদাত্মা। আমাকে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর দেখে তিনিও সহায়রূপে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আমরা উভয়ে একত্র না হলে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না।

গদা। আপনি ত তাঁকে দাদা বলেই উল্লেখ কল্লেন। প্রতি অবতারেই কি তিনি আপনার অগ্রজরূপে সহায় হন ?

নিমাই। না, উদ্দেশ্যভেদে ও কার্য্যভেদে, কোনবার

তিনি জ্যেষ্ঠ, আবার কোনবার বা কনিষ্ঠরূপে অবতার গ্রহণ ক'রে থাকেন। তুমি ভক্ত বলেই এ সব কথা প্রকাশ কল্লেম, যেন আর কাহারও নিকট প্রকাশ না পায়।

গদা। প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

নিমাই। এখন তুমি যথাসময়ে গঙ্গাতীরে যাবে ত ?

গদা। অবশ্য যাব, যেরূপ যেরূপ আদেশ কল্লেন, এ দাস সেইরূপ পালন কর্ব্বে।

নিমাই। তোমার কল্যাণ হোক, তবে এখন তুমি বিদায় হতে পার।

গদা। যে আজ্ঞে।

গীত।

রাগিণী টোরী—তাল একতালা।

বিফলে গোঁয়ানু কাল শ্রীহরি।
না জানি ভজন না জানি সাধন কখন কি করি।
আইলে শর্ব্বরী, মনে মনে করি,
প্রাতে পূজিব তোমা ফুল চয়ন করি।
কিন্তু এমনি দৈবযোগ, হয় না মনোযোগ,
ভূতের বেগার খেটে মরি॥
তুমি কৃপাসিন্ধু, ওহে দীনবন্ধু,
ভাবি এ ভবসিন্ধু কেমনে হে তরি,—
ঘুচাও বন্ধন, ওহে জনার্দ্দন,
তুমি মাত্র ভবের কাণ্ডারী॥

গীত গাহিতে গাহিতে গদাধরের প্রস্থান।

নিমাই। জননী আমার সংসার-মায়ায় জড়িত। তিনি মনে করেছেন, বিবাহ হলেই আমি ঘরবাসী হব। আমি যে উদ্দেশ্যে বিবাহ কর্ত্তে সম্মত হয়েছি, তা তাঁর স্থূলবুদ্ধিতে বুঝ্‌বার উপায় নাই। তিনি মানবী—তাতে আবার রমণী-জাতি, মোহের বশীভূত হয়ে তিনি মনে মনে গগনমার্গে রাজ-অট্টালিকা নির্ম্মাণের কল্পনা কচ্ছেন। কিন্তু আমি যে দিন কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হব, সেইদিন জননীর সুখস্বপ্ন ভেঙে যাবে, তখন তিনি সব বুঝতে পারবেন। সেই সময় তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হবেন, আমা হ'তে জননীর সেই কষ্ট হবে। কিন্তু উপায় কি ? এক জনের আশা পূর্ণ কর্ত্তে গেলে সংসারের উদ্ধার হয় না। শত শত, সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি পাপীতে ধরাতল পূর্ণ হয়েছে, এত পাপ-ভার বহন করা ধরিত্রী দেবীর সাধ্য নয়; এই সকল পাপীর পরিত্রাণের উপায় আমাকেই কর্ত্তে হবে। এই সব কাজ কর্ত্তে হ'লে স্নেহময়ী মাতার স্নেহ-ডোর ছেদন করা চাই—কর্ত্তেও হবে, নতুবা অভীষ্টসিদ্ধির উপায় নাই। আহা! জননী আমার বৎসহারা কুরঙ্গিণীর ন্যায় আমা-হারা হ'য়ে দিবানিশি অশ্রুজলে ভাস্‌বেন। কি করি উপায় নাই। কিন্তু আরো একটি কথা, জননী কাঁদবেন বটে, কিন্তু সেই রোদনেও তাঁর পরম উপকার হবে। আমার জন্য যার অশ্রু-বর্ষণ হয়, তার অন্তর পবিত্র হ'তে পবিত্রতর হয়ে উঠে, তার

দেহে—তার চিত্তমন্দিরে পাপের লেশমাত্র থাকে না। যে নামের গুণে যমরাজও ভীত হন, সে নামের যে কি ফল—তা জননী দেখতে পাবেন, জগৎশুদ্ধ লোকও দেখবে।

(চন্দ্রশেখর, শ্রীনিবাস ও অদ্বৈতের প্রবেশ)

নিমাই। এই যে আপনারা এসেছেন, আসুন—বসুন।

অদ্বৈত। আজ গৌরাঙ্গচন্দ্রে চিন্তাকলঙ্ক দেখেছি কেন? বদনচন্দ্র চিন্তাভারে বিষণ্ণ, ব্যাপার কি? এত চিন্তা কিসের?

নিমাই। (অদ্বৈতের প্রতি) চিন্তা ছাড়া কি মানুষ আছে আচার্য্য মহাশয়? বিনা অবলম্বনে কেহ কি চুপ ক'রে বসে থাক্‌তে পারে? তবে সৎচিন্তাতে নিবিষ্ট থাকাই সাধু জনের কর্ত্তব্য। তাদৃশী চিন্তাতে মহাফলের উৎপত্তি হয়। উর্ব্বর ক্ষেত্রে বীজ বপন কল্লে যেমন সুফল জন্মে, সৎ-চিন্তায় নিবিষ্ট হলে সেইরূপ সিদ্ধি করতলগত হয়।

অদ্বৈত। তা মিথ্যা নয়, কিন্তু সাধারণ মানুষের চিন্তার সঙ্গে চিন্তামণির চিন্তার তুলনা হয় না, সাধারণ লোকে আপন আপন অভীষ্টসিদ্ধিরই চিন্তা ক'রে থাকে, চিন্তামণির চিন্তা তা নয়—চিন্তামণির চিন্তা দিবানিশি কেবল পরের জন্য।

শ্রীনিবাস। আচার্য্য মহাশয় যা বল্লেন, তা সত্য। সাধা-রণতঃ লোকে নিত্য সুখান্বেষণেই ব্যস্ত থাকে; সুতরাং

স্বার্থের উদ্দেশ্যেই চিন্তায় নিবিষ্ট হয়, পরের ভাবনা কে করে ? প্রভুর চিন্তা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। কিসে পাপী তাপীর পাপ তাপ দূর হবে, কিসে গতিহীন জীব সুগতি লাভ কর্‌বে, এই চিন্তাতেই প্রভু নিয়ত ব্যস্ত। দয়াময়ের সঙ্গে কি অন্য জীবের তুলনা হ'তে পারে ?

গীত।

রাগিণী বাহার—তাল ঝাঁপতাল।

জীবেরে তারিতে এলে ওহে দয়াময়।
তোমারে সঁপিলে প্রাণ না রহে ভবের ভয়॥
তব পদ করি সার, যে রহে সংসার মাঝার,
অন্তকালে হয় তার ও চরণেতে লয়।
সংসারী মানবগণ, মোহে অন্ধ সর্ব্বক্ষণ,
না ভাবে এ রাঙা চরণ, মোহিত হৃদয়॥
জীবের দুর্গতি হেরি, তুমি ওহে শ্রীহরি,
ত্যজিয়ে গোলোকপুরী এসেছ হে কৃপাময়॥

নিমাই। চক্রবর্ত্তী মহাশয়, আপনার দোষে মানুষ আপনি অধঃপাতে যায়, আবার আপনার গুণেই অর্থাৎ নিজের গুণে, নিজের যত্নে, নিজের চেষ্টাতেই উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। উন্নতি লাভ কর্ত্তে হলে বিবেকের আবশ্যক, বিবেক অবলম্বন কল্লে, বিবেকের আশ্রয় গ্রহণ কল্লে মানুষ অনায়াসে অভীষ্ট লাভ কর্ত্তে পারে। যে ব্যক্তি বিবেককে চির-সহচর

ক'রে রাখতে পারে, তার আবার ভয় কি? অকূল সমুদ্রে যেমন দিক্‌নিরূপণ যন্ত্রের সাহায্যে লোকে দিক্ নিরূপণ ক'রে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হয়, সেইরূপ যে ব্যক্তি বিবেককে নিত্য সহচর করে তাকে আর মোহভ্রান্ত হ'য়ে বিপথে গমন কর্ত্তে হয় না, সে অনায়াসে আপনার মঙ্গল সাধন কর্ত্তে পারে। অনেকে অনেকরূপ পাপকার্য্য করে, অনেকে সুরাপানাদি দোষে দূষিত হয়, কিন্তু এদিকে বিবেকও তাদের সহচর আছে দেখতে পাওয়া যায়। তবে সেরূপ কাজ করে কেন? চিত্তের দৌর্ব্বল্যতাই ইহার মূল কারণ। সেই দৌর্ব্বল্যবসে তারা ঘৃণিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু বিবেকের বলে যখন তারা তাদের ভ্রম বুঝতে পারে, তখনই তাদের মোহস্বপ্ন ভেঙে যায়, অমনি তারা সাবধান হয়, আবার শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির পথে আরূঢ় হয়। তখন তারা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের জন্য অনুতাপ করে, অনুতাপরূপ প্রায়-শ্চিত্তের ফলে তাদের মনের কলুষরাশি ধৌত হ'য়ে যায়, তখন আর তাদের চিত্তে কৌটিল্য বা পিশুনতাদি কোন দোষ স্থান পায় না। তখন শ্রীহরির চরণে তাদের মন অনু-রাগী হয়, কিরূপে সেই চরণতরী প্রাপ্ত হবে, তাহার জন্য লালায়িত হয়ে পড়ে।

চন্দ্র। বৎস নিমাই! আমারা যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী, আমা-দিগকে যে দিকে চালাবে, আমরা সেই দিকে যাব। আমি

মুক্তকণ্ঠে বল্‌তে পারি, তুমি অবতার গ্রহণ করাতে বসুন্ধরা ধন্যা হয়েছেন, এইবার যে পাপী-তাপীর উদ্ধার হবে, তাতে আর সন্দেহ নাই। তুমি যদি এই ভীষণ সময়ে ধরাধামে অবতীর্ণ না হতে, তা হ'লে ভগবানের নাম ভূ-পৃষ্ঠে আর কুত্রাপি শ্রুতিগোচর হ'তো না, মানুষ দিন দিন পিশাচ অপেক্ষাও হীন হয়ে পড়ত, সকলেরই পশুপ্রকৃতি হত। এই দেখ না, জগতে এখন কত মদ্যপায়ী, বারাঙ্গনাসক্ত, পিশাচাধম পাষণ্ডের অভ্যুদয় হয়েছে, তুমি যে কি উদ্দেশ্যে ধরাতলে আগমন করেছ, তা তারা ঘূর্ণাক্ষরেও বুঝ্‌তে পাচ্ছে না; অধিকন্তু তোমার প্রতি বিদ্বেষাচরণেও তারা পশ্চাৎপদ নয়। আমার যেন বিবেচনা হয়, সেই দুরাচার পাষণ্ডদের স্বভাবের পরিবর্ত্তন ঘটান একান্তই অসম্ভব।

নিমাই। আপনারা সেইরূপ বিবেচনা কর্ত্তে পারেন বটে, কিন্তু আমার বিবেচনায় কিছুই অসম্ভব নয়, আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা—আমি অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে জগতের উপকার কর্ব্বো। তাদের জন্যই আমার এ ধরাধামে আগমন, যাতে তাদের দুর্গতি দূর হয়, আমি সেই ব্রতেই ব্রতী। আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কচ্ছি, যেরূপে পারি, আমার ব্রত আমি সম্পন্ন কর্ব্বো। অরুণোদয়ে যেমন ঘোর তিমিররাশি দূর হয়, সেই-রূপ ভগবানের নামের গুণে পাষণ্ডগণের কলুষ হৃদয় স্বর্গীয় প্রভায় উদ্ভাসিত হবে, শ্রীহরির প্রেমে পাষাণ হৃদয়ও গলিত

হবে, ভীষণ মরুপ্রান্তরে স্নিগ্ধকল্লোলিনী স্রোতঃস্বতী প্রবাহিতা হবে। আমি নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে, গৃহীর দ্বারে দ্বারে নামসুধা বিতরণ কর্ব্বো; যাতে অধম মানবের মোহনিদ্রা ঘুচে যায় তার চেষ্টা কর্ব্বো। যত্ন কল্লে—চেষ্টা কল্লে কোন্ কাজ সিদ্ধ না হয়? স্নেহময়ী মাতা যেমন নানা কথায় ভুলিয়ে শিশুকে দুগ্ধ পান করায়, আমিও সেইরূপ দ্বারে দ্বারে ঘুরে মোহান্ধ মানবগণকে নামসুধা পান করাবো। মানুষের মন ভুলান কিছু কঠিন কাজ নয়; সঙ্গীত সকলেই ভালবাসে, সঙ্গীতে সকলেরই মন মোহিত হয়, আমি সঙ্কীর্ত্তনের দল বেঁধে দ্বারে দ্বারে নামামৃত বিতরণ কর্ব্বো, তাতে লোকে আমোদ পাবে, আবার পরকালের পথেও অগ্রসর হতে পার্‌বে। সঙ্গীতের মোহিনী শক্তি জগতে প্রসিদ্ধ আছে। সঙ্গীতের শক্তিতে মোহিত ও বিগলিত হয়ে সুরধনী হরিপাদপদ্ম হ'তে বহির্গত হয়ে ধরাধাম পবিত্র করেছেন, আমিও সেইরূপ সঙ্গীতের সহায়ে—কীর্ত্তনের সহায়ে ভ্রমান্ধ মানবগণকে ভগবৎপ্রেমে মাতিয়ে তুল্‌বো। নামের গুণে কলুষরাশি দূর হবে, পাপ দূর হয়ে যাবে, জীবের সকল জ্বালা ঘুচে যাবে। একবার হরিপ্রেমের আস্বাদ পেলে—একবার ভক্তির বিমল স্রোতে অবগাহন কল্লে আর সংসারে কোনরূপ অশান্তিই থাকবে না। আর বিলম্বে কাজ নাই, আগামী কল্য হতেই সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হবে। আমাদের এই

কাজের যিনি পরম সহায় হবেন, আজ তাঁর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হবে। আচার্য্য মহাশয়ের গৃহে আজ তাঁর অভ্যুদয় হবে।

অদ্বৈত। বাবা! যে মহাশয়ের কথা বল্লে,যিনি আমাদের পরম সহায় হবেন, তাঁর নিবাস কোথায়?

নিমাই। তাঁর নিবাস যে স্থানে, সে স্থান আমাদের অপরিচিত নয়। আমরা এখন এ দেশে আছি বটে,কিন্তু এটা আমাদের নিজ দেশ নয়—এটাও আমাদের পক্ষে বিদেশ। যেমন রাত্রিকালে বড় বড় বৃক্ষে এসে পাখীরা একত্রে বাস করে, পরস্পরে দেখা শুনা হয়, আবার প্রভাতে যে যার ইচ্ছামত স্থানে প্রস্থান করে, আমরাও সেইরূপ, আমরা নিজের দেশ ছেড়ে দুদিনের জন্য এখানে এসেছি,দুদিন পরে আবার নিজ দেশে চ'লে যাব। হেটোরা যেমন এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে হাট কর্ত্তে যায়, পরস্পর দেখা শুনা ও কথোপকথন হয়, আবার হাটের কাজ শেষ হলে যে যার গন্তব্য স্থানে চ'লে যায়, আমরাও সেইরূপ এই ভবের হাটে হাট কর্ত্তে এসেছি, হাটের কাজ শেষ হ'লে আবার নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান কর্‌বো।

অদ্বৈত। তা ত বুঝলেম, এখন যিনি আমাদের সহায়তা কর্ত্তে আস্‌ছেন, তিনি কোন্ দেশের লোক?

নিমাই। আমরা যেখান থেকে এসেছি, তিনিও সেই

দেশের লোক, উনিও সেইখান থেকে আস্‌ছেন। আবার আপন কর্ত্তব্য কাজ শেষ করে চ'লে যাবেন।

অদ্বৈত। (স্বগতঃ) পবনদেব সহায় না হ'লে বহ্নির শক্তি বৃদ্ধি হয় না ; এ কথা ঠিক। এই জন্যই প্রভু দ্বাপর যুগে রামকৃষ্ণরূপে, আবার ত্রেতাযুগে রামলক্ষ্মণরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। প্রভুর চিরদিন যে প্রথা আছে, তার কি অন্যথা হতে পারে, প্রভু বল্লেন,—"আমাদের সহায়তা কর্ত্তে একজন আস্‌ছেন।" কে আস্‌ছেন, তা ভেঙ্গে বল্লেন না ; কিন্তু আমি তা বেশ বুঝতে পার্‌ছি। যেমন পবন সহায় না হ'লে তরঙ্গ সাগরবক্ষ আন্দোলন কর্ত্তে পারে না, সেইরূপ প্রভুও দাদার সহায়তা না পেলে কোন কার্য্যই সিদ্ধ কর্ত্তে সমর্থ হন না।

নিমাই। আচার্য্য মহাশয়! আপনি চুপ ক'রে কি ভাবছেন, তা আমি বুঝতে পেরেছি। যা হোক মনের ভাব মনেই চেপে রাখুন, প্রকাশের প্রয়োজন নাই। আমি আদর্শ ভক্তরূপে ধরাধামে এসেছি এটি যেন আপনার স্মরণ থাকে। জীবকে হরিপ্রেম দান করা—হরিভক্তি শিক্ষা দেওয়াই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। আচার্য্য মহাশয়! ভগবানের প্রসাদ লাভ করা সহজ কথা নয়। যে ব্যক্তি পার্থিব প্রলোভনে প্রলুব্ধ না হয়, যার ইন্দ্রিয়াদি সংযত, যে আপনাকে তৃণ অপেক্ষাও লঘু জ্ঞান করে, সেই ব্যক্তিই ভগবানের

প্রসাদ লাভের যোগ্য পাত্র। আমি জগৎকে সেই শিক্ষাই দিব, সেই প্রেমে যাতে সংসারের জীব প্রেমিক হয়, তারই চেষ্টা কর্ব্বো,সেই গুহ্যতত্ত্ব যাতে জীবের হৃদয়ঙ্গম হয়,তাহাই অবশ্য কর্ব্বো। আমি এই সংসারমরুতে যে প্রেমের বীজ রোপণ ক'রে যাব, কালে তাহা প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হবে,তাতে মধুর মধুর সুস্বাদু ফল ফল্‌বে,সেই ফলের আস্বাদ পেয়ে জীব পরমপথের পথিক হবে ; সেই মহাবৃক্ষের সুস্নিগ্ধ ছায়াতলে বসে জীব পাপ-তাপ-শোক-দুঃখ-জ্বালা-যন্ত্রণা প্রভৃতির হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে। আমার মতের বিরুদ্ধাচরণ কল্লে সেই পাষণ্ড আপনার পায়ে আপনি কুঠারাঘাত কর্‌বে। আমি যে মহাবৃক্ষের বীজ রোপণ ক'রে যাব, যত দিন না মহাপ্রলয় ঘটে,তত দিন এ বৃক্ষের বিনাশ নাই। এখন আর বিলম্বে প্রয়োজন কি,চলুন সকলে একত্র হয়ে আপনার গৃহে গমন করি। যে নূতন মহাপুরুষ আবির্ভাব হবেন বল্লেম, বোধ হয় এতক্ষণ তিনি উপস্থিত হয়েছেন।

চন্দ্র। চল বাবা! তাঁকে দর্শন করে অন্তর পবিত্র করি, হৃদয়ের জ্বালা জুড়াই। তোমার প্রসাদে আমরা কত যে নূতন নূতন ব্যাপার প্রত্যক্ষ কর্‌বো, তার সীমা নাই।

অদ্বৈত। নূতন নূতন কত কাণ্ড যে দেখবেন, তা আর আশ্চর্য্য কি? বাবাজীর লীলাখেলা বাবাজীই বুঝে, তার গূঢ় মর্ম্ম বুঝা যার তার কর্ম্ম নয়, তা বুঝতে পাল্লে আর

সংসারঘোরে প'ড়ে এত হাবুডুবু খেতে হয় না। যাক্, এখন তবে চল।

নিমাই। চলুন, আর বিলম্বে কাজ নাই।

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ মিশ্র—তাল কাওয়ালী।

আমি প্রেমভিখারী প্রেম বিলাব আজ নদীয়ায়।
কে নিবি তোরা প্রেমপসরা আয় আয়॥
করবো কত লীলাখেলা, প্রাণে রবে না জ্বালা,
অকাতরে প্রেম ঢেলে দিব এ ধরায়॥
দেশে দেশে ঘুরি, সংকীর্ত্তন করি,
মনের সুখে ঘুরি ফিরি, ঠেকেছি প্রেমের দায়॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

জাহ্নবীকূল।

রামধন শিরোমণি ও চাপাল গোপাল ভট্টাচার্য্য সন্ধ্যায় নিমগ্ন।

রামধন। হায় হায়! কলিকালে হ'লো কি? আর পৃথিবীতে থাক্‌তে ইচ্ছা হয় না, এখন এখান থেকে সর্‌তে পাল্লেই ভাল। মানে মানে চ'লে যেতে পাল্লেই ভাল হয়। হা ভগবান্!

চাপাল। কি ভায়া! কি বক্‌ছো? কিসের জন্য অত দুঃখ কচ্ছো?

রামধন। আর ভায়া! কালের গতি দেখে আর বাঁচতে ইচ্ছা হয় না। এখন মানসম্ভ্রম বজায় রাখা ভার হয়ে উঠলো দেখছি।

চাপাল। যা বল্লে শিরোমণি ভায়া, তা বড় মিথ্যে নয়। দেখছি পূজা আহ্নিক করা সব বিফল। যে রকম কালের গতি, তাতে ধর্ম্ম বজায় রাখা ভার হয়ে উঠলো, পৃথিবী আর পাপের ভার সইতে পারেন না; একবার এদিক একবার ওদিক টল্‌ছেন, কখন হয়ত বা রসাতলেই যান। আমরা জনকতক ব্রাহ্মণ নিষ্ঠাতে থাকি, তাই কোনরূপে পৃথিবী আছেন, আর বুঝি আমরাও রাখতে পারি না। আর ধর্ম্ম থাকে না, ব্রাহ্মণ শূদ্র বিচার বোধ হয় লোপ পেয়ে যায়, ছোটলোকের আস্পর্দ্ধা দেখে অবাক্ হয়েছি।

রামধন। এই ত দাদা! পথে এসো, বাহবা বাহবা! আমার মনের কথা টেনে বলেছ। আমিও ঐ কথা বল্‌ছিলেম। ছোট লোকের এত বাড় বেড়েছে যে, ধম্ম বজায় রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। বেটারা ঠাকুর দেবতা মান্‌বে না, লঘু গুরু জ্ঞান কর্‌বে না। বেটারা এখন ভজন-সাধন ধরেছে। আরে বেটারা, তোরা এটা বুঝিস্‌নে যে, আমরা হলেম তোদের জ্যান্ত দেবতা—আমরাই তোদের মূর্ত্তিমান্

ভগবান্ ; আমাদের সেবা কর্‌বি, আমাদের পূজা কর্‌বি, আমাদের মান্‌বি, এই তোদের আসল কাজ, এই তোদের ধর্ম্ম ; এ ছাড়া আবার তোদের ভজন-সাধন কি রে বেটারা ? আমরা যা আজ্ঞা কর্‌বো, তৎক্ষণাৎ তাই পালন কর্‌বি ; ঠাকুরের সন্তোষ জন্মাতে ইচ্ছা হয়, চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় ক'রে আমাদের খাওয়াবি—হাতে হাতে স্বর্গ, ডেংডেঙিয়ে রথে চড়ে স্বর্গে যাবি। তা—নয় বেটারা এখন ভজন-সাধন ধরেছে।

চাপাল। আরে দাদা ! তবে বলি শোনো। আজকাল কি ভদ্রলোক,কি ছোটলোক, সকলের ঘরেই ছাগলের জন্ম হচ্ছে, কালীবাড়ীতে বা শীতলা প্রভৃতি অন্যান্য ঠাকুর-দেবতার কাছে যে সব পাঁঠা বলি হয়, তারাই এসে ভদ্রলোকের ঘরে জন্ম নেয়,আর কসাইদের দোকানে যে সব পাঁঠা জবাই করা হয়, তারা গিয়ে ছোটলোকের ঘরে জন্ম গ্রহণ করে। তা আর ভাল হবে কোথা থেকে ? এই জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে একটা অকাল-কুষ্মাণ্ড জন্মেছে, সেটা এঁচোড়ে পাকা বকাটে ছেলে। অমন পিপুলপাকা ছেলে ভূ-ভারতে নেই। সেই বেটা হতেই বামুনের মানসম্ভ্রম সব রসাতলে গেল। সে বেটা কতকগুলো ছোটলোক জুটিয়ে একটা দল পাকিয়েছে। বল্‌তে হাসিও পায়, দুঃখও ধরে, অদ্বৈতটা বুড়ো বয়সে শিং ভেঙে বাছুরের দলে ঢুকেছে। ভায়া, আমাদের

মত সদ্‌ব্রাহ্মণ কটা আছে ? আমরা মনে কল্লে কিনা কর্ত্তে পারি ? বেটাকে ত একঘরে করেছি ; কিন্তু এখনও বিষদাঁত ভাঙেনি ; তবু ফোঁস ফোঁস কচ্চে।

রামধন। আরে ছি ছি ছি ! তার নাম মুখে এনো না ; সে বেটা বামুনের ঘরের অকাল কুষ্মাণ্ড, বেটার নাম নিলে জিহ্বা অপবিত্র হয়। পাগল ব'লে তার কথা উড়িয়ে দাও।

চাপাল। সেই বেটার বাড়ীতে ঐ বয়াটে ছোড়াগুলো আড্ডা ফেঁদেছে। বেটারা ধর্ম্ম ত বোঝে সব, কেবল গলা-বাজী কর্ত্তে পারে। বেটাদের মুখ দেখলে গঙ্গাস্নান কর্ত্তে হয়। বেটাদের আস্পর্দ্ধা দেখ, মায়ের প্রসাদী কারণবারি পেটে পড়লে আমরা ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল পাই, তার আস্বাদ রাণাঘাটের বা গোয়াড়ির রসগোল্লা অপেক্ষাও মধুর—প্রাণ ঠাণ্ডা করে ; সে বেটারা কিনা তা স্পর্শ কর্‌বে না। বেটাদের ইহকালও নেই পরকালও নেই।

রামধন। আরে ভায়া, আর যা শুন্‌লেম, তাতে অবাক্ হয়ে গেছি। আর বোধ হয় মানীর মান থাকে না, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব গেল, জগন্নাথ মিশ্রের সেই খোলঝাড়া ছেলেটা ছোটলোকগুলোর ইষ্টি ঠাকুর হয়েছে, সকলে মালপো আর মোহনভোগ তৈরী ক'রে এনে সেই বেটাকে খাওয়ায়—বলে ঠাকুরের ভোগ হচ্ছে। বেটার গায়ে এখনও আঁতুড়ের গন্ধ

আছে, আমড়াতলা দে গেলে বোধ হয় গলায় দম আট্‌কে যায় ; তার আবার এত বিদ্যে ?

চাপাল। ভায়া, সে বেটা ছোটলোকগুলোর মধ্যে একটা কেষ্টো-বিষ্টু হয়ে দাঁড়িয়েছে, বেটার বিষ নেই কুলো পানা চক্কর। বেটা না কি আবার কি একটা নূতন ধর্ম্ম খাড়া করেছে—সব ছোটলোকগুলো এসে তার শিষ্য হচ্ছে। বেটার ঘৃণা নেই, লজ্জা নেই, সরম নেই, সেই ছোটলোক-গুলোকে নিয়ে এক বিছানায় বসে, এক বিছানায় শোয়। ছি ছি ছি ! আরে বেটা, তুই কি আমাদের উপর টেক্কা দিয়ে চল্‌তে পারবি ? আমরা হলেম বনেদী লোক, ভগবানের উপর আমাদের যত জোর, এত জোর কি আর কারো হতে পারে ? ছোটলোক বেটারা চর্ব্ব্য চোষ্য দেবে, আমরা পেট ভরে খাব আর দক্ষিণা নেব, তা হলেই তাদের স্বর্গলাভ।

রামধন। যা বল্লে ভায়া, সব ঠিক সে ছোঁড়াটার আর জাত নেই, সে অধঃপাতে গিয়েছে। এখন এসো, জগন্নাথ মিশ্রকে একবার কোণঠাসা করি। যাতে কেহ ওকে নিমন্ত্রণ-পত্র না দেয়, তারই যোগাড় কর্ত্তে হবে।

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা

এ কি বালাই ঘট্‌লো কালে কালে।
ছুঁচো হয়ে মাথায় ওঠে গা যায় জ্বলে॥

সরমেতে মরে যাই কোথাও না ফলার পাই,
হায় হায় এ কি ঘটলো ভূমণ্ডলে।
দুধের ছেলে নিমে বেটা, না দেখি আর এমন ঠেটা,
আমড়া তলা দিয়ে গেলে দই বসে গলে॥
সে বেটা বলে হরি, হায় হায় লাজেতে মরি,
পাঁচ বেটা লয় পদধূলি, পড়ে পদতলে॥
দেখব কেমন সে ছোঁড়া,
ভাঙবো হাড় না যাবে জোড়া,
খাটবে না ভণ্ডামী আর নদে সহর তলে॥

চাপাল। যা বল্লে,কাজে কাজেই তাই কর্ত্তে হবে,তা না হলে আমাদের মান বাঁচান ভার। জগন্নাথ বেটাকে কোণ-ঠাসা কর্ত্তে পাল্লে, তার নিমন্ত্রণ বন্ধ হলে, সে একঘরে হ'লে, আর কোন জঞ্জাল থাক্‌বে না, সব বেটা ঠিক হয়ে যাবে। আঃ! ওর ছেলেবেটার আস্পর্দ্ধা দেখে রাগে গা গিস্ গিস্ কর্ত্তে থাকে। আমি মহা পণ্ডিতের বংশের কুলতিলক, বেটা সে দিন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমার মুখের সাম্‌নে যে কথা বল্লে তা শুনে আমার বাক্য রহিত হ'য়ে গেল।

রামধন। কেন কেন? কি কথা বলেছিল?

চাপাল। আরে দাদা,বেটা আমার সঙ্গে তর্ক কর্ত্তে চায়, বেটার আস্পর্দ্ধা দেখ দেখি। বেটা বলে কি না—"আমাকে তর্কে হারাতে পাল্লে আমি এখনই নূতন ধর্ম্ম ছেড়ে দেবো।"

রামধন। তুমি কি তার সঙ্গে তর্ক আরম্ভ করে দিলে না কি ?

চাপাল। রাম রাম ! আমি কি এমনি বোকা গণ্ডমূর্খ যে সেই তেএঁটে দুধের বাচ্ছাটার সঙ্গে তর্ক ক'রে মান খোয়াব ?

রামধন। আহা ! ঠিক কথা ঠিক কথা। তার সঙ্গে তর্ক করা কি তোমার সাজে ? তুমি কত বড় বংশের ধনুর্দ্ধর, তোমার বাপের নামে বাঘে গরুতে জল খেতো। তোমার বাপের দেশবিদেশ জোড়া নাম—বাপান্ত বিশারদ কি একটা যে সে লোক ছিলেন ? লুচিশাস্ত্রে, চিঁড়েশাস্ত্রে তাঁর যেমন দখল ছিল, এমন আর কার আছে ? ফলার কর্ত্তে গেলে আগে ছাঁদা না বেঁধে কারো বাড়ী খান নি। ফলার ক'রে যখন বাড়ী ফিরে আস্‌তেন, তখন তাঁর মাথায় লুচির মোট দেখে ঠিক মনে হতো যেন গণ্‌শা ধোপা মোট মাথায় ক'রে তালপুকুরে যাচ্ছে। তার ছেলের সঙ্গে শাস্ত্র নিয়ে তর্ক করা কি একটা অকালকুষ্মাণ্ড ছোঁড়ার কাজ ? ঐ ছোঁড়াটা পক্ষধর মিশ্রকে পরাস্ত ক'রে অহঙ্কারে ফুলে উঠেছে।

চাপাল। আরে দাদা, কালে কালে যা হচ্ছে, দেখে অবাক্ হয়ে গেছি। আরসুলা আবার পাখী হলো, পুলি-পিঠেরও লেজ বেরুলো। আমার বংশের পরিচয় কে না জানে ? আমাদের মত পণ্ডিতের বংশ আর কার বল দেখি ? এদিকে কুলের কথাটা ভেবে দেখ। আমি জরদ্গব বাঁড়ু

য্যের দৌহিত্র, বাপান্ত বিশারদের পুত্র। আমার পিতামহ একশ সতেরটা বিয়ে করেছিলেন। আমার পিতামহীকে বে ক'রে প্রায় কুড়ি বৎসর আর তাঁর শ্বশুর বাড়ী আসেন নি, তারপর একবার এসে দেখলেন যে, একটি পুত্র সন্তান জন্মেছে। তখন—কত আহ্লাদ—কত আনন্দ—কত আমোদ উৎসব হলো। আমাদের যে রকম বংশ, আমরা কি অমনি যার তার সঙ্গে শাস্ত্রতর্ক ক'রে থাকি ? তা কল্লে কি আমাদের মান বজায় থাকে ? এত ক'রে ভাই মানসম্ভ্রম বজায় রেখেছি, কিন্তু আর কোন রকমে পারা যায় না।

রামধন। বা বল্লে ভাই, সব ঠিক কথা। নিমে বেটা যে রকম বাড় বেড়েছে, তাতে দেখছি এই বেলা একটা উপায় কর্ত্তে না পাল্লে সব একাকার ক'রে ফেলবে। বামুন শূদ্র বিচার থাকবে না, হাড়ি মুচি বেটারাও মাথায় চড়ে বসবে।

চাপাল। দাদা ! উঠে পড়ে লাগো, উঠে পড়ে লাগো। এখন আর নিশ্চিন্ত থাক্‌লে হবে না, সব কাজ ফেলে আগে এই কাজটা কর।

রামধন। তা আর বল্‌তে ? এখন জগা বেটাকে একঘরে কল্লেই সকল আপদ চুকে যায়। যা প্রতিজ্ঞা কচ্ছি, তা কর্‌বোই কর্‌বো। পূর্ব্ব দিকের সূর্য্য যদি পশ্চিম দিকে উঠে, দিনের বেলা যদি চন্দ্রগ্রহণ হয়, তবু আমার প্রতিজ্ঞা অটল, কিছুতেই এর নড়চড় নেই।

চাপাল। বেশ বেশ, মরদকি বাত, হাতীকি দাঁত। তোমার মত তেজ আর কার আছে? তোমার কথা বেদ-বাক্য। জগন্নাথকে একঘরে কর্ত্তে পাল্লেই নিমে ছোঁড়াটার বিষদাঁত ভেঙে যাবে, তার মুখে চুণকালি পড়বে। আর একটা কাজ করবো মনে করেছি।

রামধন। কি কি? খুলেই বল না?

চাপাল। তোমার মনঃপুত হবে কি না সন্দেহ, তাই বলতে পারি না।

রামধন। বলই না শুনি।

চাপাল। রাখালে মাতালটাকে জানো তো?

রামধন। বিলক্ষণ, তাকে আবার জানি না।

চাপাল। তার একটা ছোটখাটো দল আছে জানো ত?

রামধন। বেশ জানি, তবে সে দলের সব অতি ছোট-লোক-গয়লা, কৈবর্ত্ত, পোদ এই সব।

চাপাল। তাতে আর আমাদের ক্ষতি কি, আমাদের কাজ নিয়ে কথা। যেন তেন প্রকারেণ কাজ হাঁসিল হলেই হলো, তা ছোটলোকই হোক আর যাই হোক।

রামধন। ত বটে। এখন তাদের দিয়ে কি করবে মৎলব করেছ বল দেখি?

চাপাল। তারা দিনরাত কেবল মদ খেয়ে গাঁজাগুলি খেয়ে বেড়ায়, তা তো জানো?

রামধন। তা বেশ জানি।

চাপাল। তাদের নেশা কর্ত্তে কিছু দিলে তারা না কর্ত্তে পারে এমন কাজ নাই।

রামধন। তাদের দিয়ে কি কর্‌বে?

চাপাল। তাদের লেলিয়ে দেবো। যখন ঐ হতচ্ছাড়া নিমে বেটা দল বেঁধে বেরুবে, তখন ওরা ওৎ পেতে থেকে রাস্তার মাঝে বেশ উত্তম মধ্যম ক'রে কুঁৎকে দেবে। যেন বাছাধনেরা হাড়গোড় ভাঙ্গা 'দ' হয়ে থাকে!

রামধন। বেশ বলেছ দাদা! এ ফন্দী বড় মন্দ নয়। তা হলে বেটাদের অনেকটা শাসন হতে পারে। ওঁ মহিমঃ পারন্তে পরমবৈত্নষী—তা দাদা, একাজ কর্ত্তে যেন ভুল না হয়। একটা বিহিত কর্ত্তে না পাল্লে দেখ্‌ছি আমাদের নদেয় বাস করা ভার হয়ে উঠবে।

গদাধরের প্রবেশ

রামধন। (স্বগতঃ) এই এক বেটা বেল্লিক এসে উপস্থিত। বেটার মুখ দেখলে প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে হয়।

গদাধর। কি কথাবার্ত্তা হচ্ছিল ঠাকুর মহাশয়? আমি দূর থেকে সব শুন্‌তে শুন্‌তে আস্‌ছি। ব্রাহ্মণবংশে আপনাদের জন্ম, আপনাদের এমন স্বভাব কেন? পরনিন্দা পরচর্চ্চা নিয়ে ইহকাল পরকাল দুই কালই নষ্ট কচ্ছেন, এই নিয়ে

যতক্ষণ বৃথা সময় নষ্ট কচ্ছেন, ততক্ষণ যদি চিন্তামণির চিন্তায় কাটাতেন, তা হলে দেহ মন পবিত্র হ'তো।

রামধন। কি রে বেটা! বড় আস্পর্দ্ধা দেখছি যে, ছোট মুখে বড় কথা ভাল শুনায় না। হতচ্ছাড়া বেটা! উনি আবার উপদেশ দিতে এসেছেন। কাণা পুতের নাম পদ্ম-লোচন, তোমার বায়ান্ন পুরুষ আমাদের পায়ের ধূলো চেটে কৃতার্থ হয়েছে, উনি এলেন কিনা শিক্ষা দিতে। বেরো বেটা এখান থেকে, সুমুখ থেকে সরে যা।

গদাধর। ঠাকুর! হৃদয়ে ক্রোধ রাখলে আর মঙ্গল লাভের আশা নাই। ক্রোধের ন্যায় প্রবল শত্রু আর কি আছে বলুন দেখি। ক্রোধ, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গের পরিপন্থী। ক্রোধ চণ্ডাল স্বরূপ। সেই ক্রোধকে হৃদয়ে আশ্রয় দিয়ে কেন হৃদয় মন অপবিত্র কচ্ছেন? চণ্ডাল স্পর্শে যেমন আপনারা অশুচি বোধ করেন, পাপ ক্রোধস্পর্শে তা হতেও অধিক অপবিত্র হতে হয়।

রামধন। বেটা, আমরা কে তা জানিস্‌নে? আমাদের তুল্য সদ্বংশজাত কোথায় আছে রে ব্যাটা? আমাদের কাছে এত ব্যাপকতা কর্ত্তে কি তোর একটু লজ্জা বা ভয় হচ্ছে না? তোর মত ছোটলোকের কথায় কাণ দিলে কর্ণ অপবিত্র হয়, তোর মুখ দেখলে প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে হয়।

গদাধর। ঠাকুর! এখন যদি একটী চক্‌চকে দুয়ানি

দক্ষিণা ফেলে দিই, তা হলে আমি সোনার চাঁদ হই, আমার বাড়ীতে খুব সেঁটে চিঁড়ের ফলার ক'রে যাবেন এখন। তখন আর আমি ছোটলোক থাক্‌বো না। আপনাদের জন্যই দিন দিন ব্রাহ্মণ-সমাজ অধঃপাতে যাচ্ছে, আপনাদের মত ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব লোপ না হলে আর ব্রাহ্মণকুলের মঙ্গল নাই।

চাপাল। শিরোমণি ভায়া! বেটার কথা শুন্‌ছো ত? ইচ্ছা হয় খড়মপেটা ক'রে বেটার দাঁতগুলো টুক্‌রো টুক্‌রো করি। বেটার আস্পর্দ্ধা কি? তোমার আমার সম্মুখে এই রকম বাচালতা কর্ত্তে—ব্যাপকতা কর্‌তে একটুও ভয় কচ্ছে না? উঃ! আর সহ্য হয় না। এতে আর সংসারে ধর্ম্ম থাক্‌বে কেন? নিমে হতচ্ছাড়ার জোর পেয়ে এ বেটারা একেবারে মাথায় চড়ে বসেছে। এ বেটারা সেই নিমে ছোঁড়াটাকে ভব-পারের ঠাকুর মনে করেছে। সেই বেটা এদের সংসার-সমুদ্রে তরিয়ে দেবে। হায় হায় হায়! কালে কালে হলো কি?

রামধন। ওরে বেটা! এখনও বল্‌ছি, সাবধান হ। নৈলে মুখের মত জুতো খাবি। আমাদের যেসে বামুন মনে করিস্‌নে। আমরা নিমের বাপ জগন্নাথ নই। আমরা আসল বামুন। আমাদের ভয়ে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খায়। আমরা কে জানিস্? স্বয়ং ভগবান আমাদের পাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করেছেন। কেন অধঃপাতে যাবি, এখনও বল্‌ছি, সাবধান হ, এখান থেকে সরে যা।

গদাধর। ঠাকুর! ভগবানের বক্ষে ব্রাহ্মণের পাদপদ্ম আছে, এ কথা মিথ্যা নয়; কিন্তু আপনারা কি সেই বামুন? আপনাদের অঙ্গে বামুনের সেই সকল লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়? ব্রাহ্মণের যে সকল গুণ থাকা দরকার আপনাদের সে গুণের মধ্যে কোন্ গুণটি আছে বলুন দেখি? ভগবান কূর্ম্মরূপ ধরেছিলেন, তিনি বরাহরূপও ধরেছিলেন, তা বলে কি জেলেদের জালে যে কচ্ছপ ধরা হয়, সেই সকল কাছিমকে সিংহাসনে বসিয়ে ভগবান বলে পূজা কর্‌তে হবে, না মেধো হাড়ির ঘরে যে শুয়োর পোষা রয়েছে, তাকে পূজা কর্‌তে হবে?

গীত।

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল একতালা।

সত্য বটে বিপ্রসেবা করে গদাধর।
বিপ্র পূজ্য মান্য গণ্য সংসার ভিতর॥
সাধন ভজন জোরে, বিপ্র শ্রেষ্ঠ এ সংসারে,
বিপ্রের কোপেতে ভীত অমর-নিকর।
কিন্তু দেখ ভাবি মনে, কলির যত বিপ্রগণে,
অন্তঃসার শূন্য হ'য়ে আছে নিরন্তর॥
কদাচারী সর্ব্বক্ষণ, স্বার্থমাত্র অন্বেষণ,
ভুলিয়া না ভাবে সেই প্রভু শ্রীধর॥

চাপাল। আ মলো! যত বারণ করছি, ততই যে ব্যাটা বেড়ে উঠলো দেখছি। এত আস্পর্দ্ধা কেন রে বেটা? এখনও

বল্‌ছি দূর হ ; সম্মুখ হতে সরে যা। যদি না শুনিস্, উচিত ফল পাবি। আমি এখনই কাজী সাহেবের কাছে যাব, তাঁকে বলে তো বেটাদের শাসন কর্‌বো, ভিটেয় ঘুঘু চরাবো, নদেয় বাস উঠাবো। বেটারা সর্ব্বনাশ কর্ত্তে বসেছ, ধর্ম্মকর্ম্ম লোপ ক'রে দেবার যোগাড় কচ্ছ। ওরে বেটা! এটা বুঝ্‌লিনে যে সিদ্ধবংশে আমাদের জন্ম? আমরা যেখানে পা ধোব, তাদের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার হবে।

গদাধর। ঠাকুর! কুমতি ছেড়ে দিন, চিন্তামণির পদ স্মরণ ক'রে·সুমতির বশীভূত হোন, আমাদের গুরুদেব নিমাই তিনি যে কে, তা যখন বুঝ্‌তে পারলেন না, তখন নিশ্চয়ই আপনাদের অদৃষ্ট মন্দ। তাঁর নিন্দা কর্‌বেন না। তাঁর নিন্দা কল্লে পরিণামে উপযুক্ত শাস্তি আছে, এটা যেন স্মরণ থাকে। আর আমি আপনাদের সঙ্গে বকাবকি কর্ত্তে ইচ্ছা করি না। পুনঃ পুনঃ বল্‌ছি—আপনাদের সুমতি হউক, চিন্তামণি-পদ চিন্তা কর্‌তে অবহেলা কর্‌বেন না ; আর ভবঘোরে অন্ধ ও আত্মহারা হ'য়ে আপনাদের পায়ে আপনারা কুঠার ঘাত কর্‌বেন না ; এখন আমি বিদায় হই।

[গদাধরের প্রস্থান

রামধন। আ! বেটার আস্পর্দ্ধা দেখে রাগে আমার গা কাঁপছে, বেটাকে ধরে আচ্ছা ক'রে জুতোপেটা কল্লে তবে প্রাণ ঠাণ্ডা হ'ত,বেটা কি না আমাদের উপদেশ দিতে আসে!

আমাদের ধর্ম্মের ভয় দেখায়, আমাদের অভিসম্পাত দিতে চায়, বেটার জিব টেনে বের কল্লে তবে গায়ের জ্বালা জুড়োয়।

চাপাল। থামো দাদা, ও বেটারা ধর্ম্মভয় দেখালে বা শাপের ভয় দেখালে আমরা ত একেবারে ভয়ে জলের থালায় ডুবে মর্‌বো আর কি। এখন যা আসল কাজ, তাই কর। কাক যে হংস সেজে স্পর্দ্ধা কর্ব্বে, তা প্রাণে সইবে না, যে বেটা ওদের চাঁই, সেই বেটাকে জব্দ কর্ব্বার চেষ্টা দেখ। তা না হ'লে আর নদের মঙ্গল নাই।

রামধন। সে কথা আর বল্‌তে? উঠে পড়ে এখন সেই কাজেই লাগতে হবে। নদেয় ছোটলোকের বাড় যাতে না হয়, তা কর্‌বোই কর্ব্বো। কোথায় এলাম মা সুরধুনীর কাছে বসে মন নিবিষ্ট ক'রে সন্ধ্যা-আহ্নিক কর্ব্ব, না বেটার জ্বালায় ত্যক্ত-বিরক্ত হলেম। বেটারা ধর্ম্ম-কর্ম্মও কর্‌তে দেবে না। এখন আর কেন, গৃহে যাওয়া যাক্।

চাপাল। হাঁ দাদা, তাই চল। কিন্তু যা বল্লেম, তা যেন মনে থাকে। ঘরে গিয়ে যেন আবার সব ভুলে যেও না।

রামধন। আরে না ভাই! আমাকে কি তেম্‌নি পেলে, আমি ভোলবার লোক নই। বেটাদের মুণ্ড থেঁত্‌লাব, তবে নিশ্চিন্ত। তুমি সে বিষয়ে ঠিক থাক, আমার প্রতিজ্ঞা অটল।

চাপাল। তবে চল, এখন গৃহে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

—০:*:●—

দৃশ্য—সদর রাস্তা।

(খোল করতাল, নিশান প্রভৃতি লইয়া সংকীর্ত্তনের দল—
অগ্রে নিমাই পশ্চাৎ নিতাই, চন্দ্রশেখর, শ্রীনিবাস,
অদ্বৈত ও গদাধরের প্রবেশ।)

সংকীর্ত্তন।

এস হে দয়াল হরি হৃদয় মন্দিরে।
সংসার-ভয়ে হরি ডাকি হে তোমারে ॥
তুমি ওহে দীনবন্ধু, করুণার সিন্ধু,
পার কর এ পতিত জনেরে।
যবে ছিলাম জঠরে, ভেবেছি তোমারে,
ভূমিষ্ঠ হয়ে ভুলে আছি হরি মায়াঘোরে ॥
দিন ত ফুরায়ে গেল, শমন নিকট হ'ল,
না হইল সম্বল, যেতে ভবপারে ॥
ওহে রমানাথ, তুমি বিশ্বনাথ,
করি প্রণিপাত, উদ্ধার পাতকীরে ;—
ও রাঙা চরণ, বাঞ্ছে সুরগণ,
ভবভয়-ভঞ্জন স্মরিলে অন্তরে ॥

নিমাই। বন্ধু সব, সুহৃদ সব ! যা বলি মন দিয়ে শোন ! ভবসংসার বড় কঠিন ঠাঁই, হরিপদ বিনা নিস্তার নাই। মানুষের মন স্বভাবতঃ নীচগামী, জলস্রোত যেমন নিম্নদিকেই যায়,

সুরার আহা সাম্পেন শেরী, তার চেয়ে ধান্যেশ্বরী,
শায়ের মেয়ে বিয়ে করি, খাটে শুবি ধরি॥
মদের নিন্দা করে যেই, তার সমান পাপী নেই,
যম বেটা পায় ভয় দেখলে মাতালে।
কালী নামে মার ডঙ্কা, রবে না যমের শঙ্কা,
মদের জোরে তরে যাবে ভবসিন্ধুকূলে॥

অদ্বৈত। (জনান্তিকে) এই দুবেটা পাহাড়ে মাতাল এসে গণ্ডগোল বাধালে রে!

জগাই। একি বাবা! নাকের উপর সাদা ও কি বাবা! চিলে হেগে দিয়েছে না কি? গা ময় ছাপ কেটে চিতে বাঘ সেজেছ যে বাবা! এসো বাবা! সব একে একে কাছে এসো আগে তিলকগুলো চেটে খাই, তারপর মনে যা আছে কর্‌বো। আজ আর সহজে ছাড়ছিনি বাবা!

অদ্বৈত। বাবা! তোমাদের এরূপ কু-প্রকৃতি কেন? নিরীহ বৈষ্ণবদের উপর অত্যাচার কেন? ইহকাল পরকাল ত শুঁড়ীর ঘরেই নষ্ট করেছ, তার উপর আবার পাপের বোঝা বাড়াও কেন?

মাধাই। (দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া) কুরুর বঙ্গ দেখেছ! বেশ কপ্‌চাতে শিখেছো যে। এক এক বেটাকে ধর্‌বো আর খাঁচার ভিতর পুরে রাখ্‌বো; দুটী দুটী ছোলা খাবে আর এই রকম কপ্‌চাবে! বাবা! আমরা যা বলি শোনো। ও রকম সব গায়ে ছাপ কেটে চিতে বাঘ সেজে ফল নেই,

ও রকম ভণ্ডামী আমরা ঢের দেখেছি যাতে তর্‌তে পারবে তাই কর। এক এক পাত্র খাঁটি টান, মনে ফুর্ত্তি আস্‌বে, প্রাণ তর্ হয়ে যাবে আর দুহাত তুলে কালী কালী—তারা তারা বল। তা না হলে বাবা এ যাত্রা আর উদ্ধার নেই। পেট ভরে খাঁটি টানো, মিটুলীর চাট কর, বেশ মোলায়েম নধরগোছ দেখে শক্তি নিয়ে ভক্তি ক'রে ভজনসাধন কর, হাতে হাতে মুক্তি পাবে। বাবা! ভয়ে কেউ সুমুখে এগুবে না, কালীর নামে আর মদের নামে সব বেটা দূর থেকে পালাবে।

নিতাই। বেশ বাপু বেশ! আমিত তোমার সব কথা শুন্‌লেম, এখন আমার দুটি কথা শোনো দেখি। একটু ঠাণ্ডা হয়ে শোনো ভাল না লাগে, তখন তোমার মনে যা আছে করো। বৃষতে জমি চাষ করে তা ত জানো। ভাল ক'রে জমি কর্ষণ না ক'রে যদি বীজ বপন করে, তাতে কি ফল হয় বাপু? তেমনি আমাদের সকলের প্রাণেই কালি আছে, আগে আমরা যদি সেই কালি মুছে না ফেলি, তবে মুখে হাজার কালী কালী কল্লেও সে নামের চাপ হৃদয়ে বস্‌বে না। কেমন বুঝ্‌লে কি বাপু?

জগাই। (মাধাইয়ের প্রতি সহাস্যে) ওরে মেধো! এ বেটা বলে কি? এ বেটার বুদ্ধি-শুদ্ধি কিছুই নেই। আমাদের প্রাণ গড়ের মাঠ—খোলা প্রাণ, ধূ ধূ কচ্ছে।

আমাদের প্রাণে কালি আছে বলে কি রে ? আমরা ত বল্‌তে গেলে বুড়ো হয়ে পড়লেম, কবে জন্মেছি, মনেও পড়ে না ; কৈ ভুলেও কখন সাদার উপর কালির আঁক দিইনি তা প্রাণে কালি আস্‌বে কোত্থেকে ? আমাদের মা কালী ভরসা, তাঁর নাম ক'রে চিরদিন খাঁটি টানি আর সেখানে পড়ে থাকি। প্রাণে আমাদের ফোয়ারা ছোটে। (বৈষ্ণবদের প্রতি) ওরে বেটারা ! তোরা বর্ণচোরা আম, ও সব বুজরুকী আমাদের কাছে খাট্‌বে না।

মাধাই। (বৈষ্ণববেশী শ্রীনিবাসকে দেখিয়া) ওরে ও জগা ! এদিকে দেখ্—দেখ্। এর ভেতর ছিনে শালা এসে ঢুকেছে। তাই বেটাকে এত ক'রে খুঁজে পাইনে বটে। বেটা আর আমাদের দলে যায় না। বেটা নেড়া হয়েছে, তিলক কেটেছে, নাকে রসকলি লাগিয়েছে। বেটা একেবারে জাহান্নামে গিয়েছে দেখ্‌ছি।

জগাই। তাই ত রে ! এ বেটা আবার এ রকম হলো কেন ? বেটা বুড়ো বয়েসে হাসিয়ে মার্‌লে। বেটার মাথার দিকে চেয়ে দেখ, বেটা যেন একটা গোয়ালন্দর তরমুজ হয়ে পড়েছে। বেটার মাথাটা ভেঙে তরমুজের জল বের কল্লে হয়। বেটার এতে কি সুখ হলো বল্ দেখি ? আমাদের দলে দিনরাত কত মজা পেতো। এ বেটাদের দলে এসে কি হ'ল, চিঁড়ে দই জুটবে বৈত নয়। তবে কচিৎ কখন অদৃষ্টে এক

আধখানা মাল্‌পো জুটতে পারে। তা বেটার এ বুদ্ধি হলো না যে, যদি খাঁটি না টানি, তবে দই চিঁড়ে হজম কর্‌বো কি ক'রে ? মাল্‌পো ত ঘিয়ে ভাজা, ঘিই বা হজম হবে কেন ?

শ্রীনিবাস। ভাই নিন্দে কচ্ছো কর, তাতে আমি দুঃখিত নই ; কিন্তু ভগবান্ কৃপা ক'রে আমাকে সুমতি দিয়েছেন। এতদিন মায়াঘোরে পড়ে বুঝতে পারিনি এখন সৌভাগ্যবশে সে মায়াঘোর কেটে গেছে তোমাদেরও আমার মত সুমতি হোক, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি। কেন আর চক্ষু থাক্‌তে ইচ্ছা ক'রে অন্ধ হ'য়ে থাক ? হৃদয়-মন্দিরে বিবেককে প্রতিষ্ঠা কর, আর প্রেতের মত ঘৃণার্হ হয়ে থেকো না। ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে, ঘোর কদাচারী হয়ে কেন আর পর-কালের পথ নষ্ট কর ?

মাধাই। বাঃ বাঃ ছিনে। তুশো বাহবা রে বেটা ! তুই হলি কি ? খুব বক্তিমে করেছিস্। বেটা যেন পাদরী হয়ে বসেছে। আয় তো শালা এগিয়ে, তোর গায়ে খানিকটে খাঁটি ঢেলে দিই। বেটা চিনিবাসের ভাটীতে গিয়ে ঘড়াশুদ্ধ গলায় ঢেলে দিতে তা বুঝি মনে নাই ?

শ্রীনিবাস। হরি মধুসূদন ! দয়াসিন্ধু ! নীচ জনে কৃপা বিতরণ কর, পতিতের উদ্ধার কর, তোমার পতিতপাবন নাম সার্থক কর। এই জগাই মাধাই দুজন ব্রাহ্মণবংশে জন্মেছে, কিন্তু হাড়ি বাগ্‌দি অপেক্ষাও ব্যবহারে নীচ। প্রভু ! এদের

গতি কি হবে? কৃপাসিন্ধো! পুণ্যবান্‌কে উদ্ধার কল্লে তাতে তোমার মহত্ত্ব নেই, এই রকম নীচকে উদ্ধার কল্লেই তোমার মহত্ত্ব। এই দুজনের তুল্য পাপিষ্ঠ নরাধম বোধ হয়, জগতে আর কুত্রাপি নাই। চৌর্য্য, দস্যুবৃত্তি, পরদার-হরণ যত কিছু মহাপাপ সংসারে আছে, এরা সেই সমস্ত পাপেই মহাপাতকী। ওঃ! পাষাণ অপেক্ষাও এদের হৃদয় কঠিন। কোনরূপ অধর্ম্মাচরণেই এরা পশ্চাৎপদ নয়। ফল কথা,এই সকল পাষণ্ডদিগের সহিত বনবাসী পশুর কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। সয়তানের সহচর, প্রেত, পিশাচ অপেক্ষাও ইহারা ঘৃণিত জীব; ইহারা স্বার্থসিদ্ধির জন্য, আপনাদের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য পরের সর্ব্বনাশ করতে কুণ্ঠিত হয় না। যে সকল সাধু ভগবৎপ্রেমে প্রেমিক, তাঁহাদিগের প্রতি উৎপীড়ন করাই ইহাদিগের ব্রত। প্রভো! ইহারা আপনার তত্ত্ব, আপনার মর্ম্ম বুঝবে কি প্রকারে? বায়সে কি কখন পায়সের আস্বাদ বুঝতে পারে? শূকরের চিত্ত বিষ্ঠার দিকেই ধাবিত হয়। ইহাদের মুখ দেখলেও পাপ স্পর্শে। চলুন, আমরা অন্যদিকে যাই।

নিমাই। ভাই! ও কথা মুখে এনো না, ভগবান্ যেমন আমাদিগকে সৃষ্টি করেছেন,এরাও সেইরূপ তাঁহার কর্ত্তৃকই সৃষ্ট। ইহারাও মনুষ্য; জীবের মধ্যে ইহারাও প্রধান। ইহা-দের হৃদয়ে সুমতির পরিবর্ত্তে কুমতির বাস,তাই ইহারা পশু-

প্রকৃতি হয়ে পড়েছে। ইহাদের হৃদয়ে যে জ্ঞান নাই, ইহা বিবেচনা করো না, সকলের হৃদয়েই জ্ঞান বিদ্যমান, তবে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিতভাবে থাকে মাত্র। দেখ দুগ্ধের মধ্যে নবনী বিদ্যমান, তিলের মধ্যে তৈল বর্ত্তমান; কিন্তু কেহ দেখতে পায় না; যত্নসহকারে সংস্কার হলে নবনী বহির্গত হয় তৈলও বাহির হয়ে পড়ে। সেইরূপ এদের হৃদয়ে জ্ঞান অজ্ঞান-মোহে আচ্ছন্ন আছে, ভগবৎকৃপায় যদি অজ্ঞান হৃদয় হতে দূর হয়ে যায়, তবে এদের হৃদয়ও আবার জ্ঞানালোকে উদ্ভাষিত হয়ে উঠবে। আমি এদের কখন পরিত্যাগ কর্ত্তে পার্‌বো না, এদেরই জন্য আমার আগমন। আমি ভব-রোগীর রোগ উপশম কর্‌বার জন্য এসেছি, আমাকে সেই কাজই কর্ত্তে হবে। যে ব্যক্তি পিপাসায় কাতর, তাকেই জল দিতে হয়, যে ব্যক্তি রুগ্ন, তারই ঔষধের প্রয়োজন। যার হৃদয় পবিত্র, যার চিত্ত সংযত, যে ব্যক্তি মনকে বশীভূত করেছে, তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি? সে ত আপনার বলে আপনি বিজয়ী! যে ব্যক্তি লক্ষ্যহীন হয়ে হা-হুতাশে কাতর, অকূল সাগরে পড়ে, যে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে, কোন অব-লম্বনই পায় না, মায়া-মোহের ক্রোড়ে মাথা রেখে যে শুয়ে আছে, তাদের জন্য—তাদের পরিত্রাণের জন্য আমি ব্যগ্র ও সন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তিবারি ঢাল্‌বো, ক্ষতপ্রাণে প্রবোধের প্রলেপ দিব, মলিন প্রস্তরকে হীরকে পরিণত কর্‌বো, অন্ধ-

কার হৃদয়ে প্রেমের আলো জ্বাল্‌বো। এই জন্যই আমার কর্ম্মক্ষেত্রে আগমন। আমি নিসঃহায়ের সহায় হব, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হব,ঘৃণিত জনকেও কোলে তুলে নিয়ে আদর কর্‌বো। ঘৃণার পরিবর্ত্তে তাকে সকলের নিকট আদরের পাত্র কর্‌বো। আমি পাতকীর ত্রাণকর্ত্তা, বিপন্নের বন্ধু, অসহায়ের সহায়, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, অগতির একমাত্র গতি। যারা সংসার-মরুতে সন্তপ্ত হয়ে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে, মরীচিকায় মুগ্ধ হয়ে এদিকে সেদিকে দৌড়াদৌড়ি কচ্ছে আমি তাদের শান্তির ছায়াতলে বসাব। আহা! এই মূঢ়েরা ভগবানের নামের মহিমা বুঝে না, সে অমৃতময় নামের আস্বাদ যদি একবার পায়, তবে কি আর তা ভুল্‌তে পারে? আর কি সে পথ ছেড়ে কুপথে ধাবিত হয়? যাতে সেই পথের পথিক হয়ে এরা সংসার-তাপ শান্ত কর্ত্তে পারে, আমাকে তারই চেষ্টা কর্ত্তে হবে। সেই ভগবৎনামের যে কি মহিমা, তার অনির্ব্বচনীয় প্রভাব যে কতদূর, এখনই তোমরা সকলে তা প্রত্যক্ষ কর্ত্তে পারবে। হরিনামের প্রভাবে ভণ্ড ব্যক্তিও পরম সাধু হয়, নাস্তিকও আস্তিক হয়ে উঠে, চোর সাধু হয়, তস্কর তস্করবৃত্তি ছেড়ে মুনিব্রত গ্রহণ করে। এই সম্মুখে যে দুজনকে তোমরা পাষণ্ড ব'লে ঘৃণা কচ্ছো, নামের গুণে এদের পরিবর্ত্তন দেখে তোমরাই আবার সাদরে কোলে টেনে নেবে। আর বিলম্বে কাজ নাই, এই দুজন ভবরোগে কাতর

হয়ে পড়েছে,মোহ বিকার উপস্থিত হয়ে এদের চৈতন্য অপহরণ করেছে। যাতে এদের সেই রোগ আশু উপশম প্রাপ্ত হয়, তার চেষ্টা কর; প্রাণভরে দুই বাহু তুলে হরিসংকীর্ত্তন আরম্ভ কর।

(সংকীর্ত্তন)

কোথা ওহে পাতকী-তারণ।
জয় জয় জয় শ্রীমধুসূদন॥
কোথা ওহে দয়াময়, কোথা ওহে রাধিকা-হৃদয়,
নাশ প্রভু ভবভয়, যশোদা-জীবন।
কোথা হে নববিহারী, কোথা হে মুরলীধারী,
হৃদয়াসনে বসো হরি রাধিকারমণ॥
অগতির গতি তুমি, তুমি বৃন্দাবনস্বামী,
তুমি হও চিন্তামণি, গোপিকারঞ্জন;—
পড়ে আছি মায়াঘোরে, তুমি বিনা আর কে তারে,
কাণ্ডারী হে ভবপারে, তুমি জনার্দ্দন॥
তুমি প্রভু রসময়, প্রেমভাবে ভাবময়,
পাতিয়া দিনু আসন, এসো হে পতিতপাবন;—
হেলায় কাটানু কাল এখন নিকট কাল,
কে কাটিবে মায়াজাল, তুমি বিনা নিরঞ্জন॥
কৃপা কর ওহে হরি, দাও রাঙা চরণ তরী,
ভবপারে যেন তরী, ওহে প্রভু নিত্যধন;—
যে জন তোমারে ডাকে, তার কি ভবভয় থাকে,
শমন ভয়ে সদা তারে কংসনিসূদন॥

হরি হরি বল ভাই, যার কোথা কেউ নাই,
হরি তার পারের গোঁসাই, শমন হয় দমন ॥

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

(সকলের নাচিতে নাচিতে কীর্ত্তন)

জগাই। (হাসিতে হাসিতে) বা রে, টিকিদাস শালারা! তুশো রগড় দেখিয়েছে। মেধো! এ বেটারা নিশ্চয় পেমা শুঁড়ীর দোকানে ঢুকে প্রাণভরে খাঁটি টেনে এসেছে, তা না হলে কি এত ফুর্ত্তি প্রাণে ঢোকে? এমন বাঁদরের মত লাফা-তেই বা পার্‌বে কেন? ঐ দেখ্, শালাদের গা দিয়ে ঠিক মদের মত ঘাম বেরুচ্ছে। ওরে শালারা! লাফিয়ে লাফিয়ে সব নেশাটা মাটি কল্লে রে, চল্ আমাদের সঙ্গে চল্, পেট ভরে আবার খুব খানিকটা টানবি চল্, এর চেয়ে আর কত মজা পাবি, খুব রগড় হবে, কি বলিস্ মেধো! এ বেটাদের নিয়ে যাওয়া যাক্, শুঁড়ীর দোকানে গিয়ে তুশো রগড় হবে।

মাধাই। যা বলেছিস্, তোর বুদ্ধি কত, তুই শালা আমার ভাই, তুই না বুঝিস্ কি? এ বেটারা নিশ্চয় খাঁটি টেনে এসেছে, তা নইলে এত ফুর্ত্তি হয়? এদের দলে ভিড়িয়ে নেবার চেষ্টা কর্।

জগাই। তার আর কথা? এদের ভিড়িয়ে নিতে কত-ক্ষণ? এ বেটারা নাচতে গাইতে খুব ভালবাসে দেখছি, আমরাও ত নাচতে পারি, গাইতেই বা কোন না জানি!

মাধাই। ঠিক বলেছিস্! আমরাই বা নাচ্‌তে কম কিসে? আয় লেগে যাই।

জগাই। খুব লাগবো, দুভায়ে নেচে আজ ভূঁইকম্প ক'রে তুলবো। এ শালারা দেখে "থ" বেনে যাবে।

মাধাই। ঠিক বলেছিস্ তবে আর দেরী কেন?

জগাই। না, আর দেরী ক'রে কাজ নাই। আয়, কিন্তু দেখিস্ ঠিক ও শালাদের মত যেন বাঁদর নাচ হয়।

মাধাই। তা ঠিক হবে, মুখপোড়া বাঁদরের মত নাচবো।

(দুইজনের হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য)

নিতাই। বেশ বেশ! এও ভাল, এই সূচনা হতেই মঙ্গল হবে। দস্যু রত্নাকরও প্রথমে এই রকম ছিল, তার মুখে কিছুতেই রাম নাম বেরোয়নি, শেষে মরা মরা বল্‌তে বল্‌তে যেমন রাম নাম উচ্চারিত হ'লো, অমনি হৃদয়ে অন্ধকার ঘুচে গিয়ে পবিত্র আলোকের আবির্ভাব হলো। শেষে সেই রত্না-কর বাল্মিকি নাম ধারণ ক'রে জগতের পূজ্য হয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। এরা এখন আমাদিগকে বিদ্রূপ ক'রে—ব্যঙ্গ ক'রে বাঁদর নাচ নাচছে বটে, কিন্তু পরিণামে এই নৃত্যই প্রেম-নৃত্যে পরিণত হবে। আহা! বৈষ্ণবীমায়ার কি মোহিনীশক্তি, পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে এদের জন্ম, কিন্তু মোহবশে মুগ্ধ হয়ে এরা কি কুকর্ম্মই না কচ্ছে। রে ব্রাহ্মণবংশধর! কবে তোমাদের

সুমতি হবে, কবে তোমরা ভগবানের কৃপা লাভ কর্‌বে, কবে তোমাদের হৃদয় জ্ঞান জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে? যখন তোমরা সংসারের অনিত্যতা বুঝতে পারবে, যখন তোমাদের মায়াঘোর কেটে যাবে, ভগবানের প্রেমের জন্য যখন তোমরা লালায়িত হয়ে পড়্‌বে, তখন তোমরাও আবার সংসারে সকলের সম্মান লাভ কর্‌তে পারবে। এখন সুরা পিশাচীর হাতে পড়ে তোমরা কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য হয়েছ, তোমাদের চক্ষুতে এখন মোহের কজ্জল অঙ্কিত রয়েছে, জ্ঞান-সলিলে সে অঞ্জন ধৌত না হলে তোমাদের আর নিস্তার নাই। এখনও যদি পরিত্রাণের ইচ্ছা কর, তা হলে অগতির গতি বৃন্দাবনপতির চরণে আত্মবিক্রয় কর, তাঁর নাম সুধা জিহ্বাগ্রে স্থাপন কর, তাঁর ধ্যানে হৃদয় নিবিষ্ট কর, মন হতে কুমতিকে দূর ক'রে সেই স্থানে সুমতিকে বসাও।

জগাই। ওরে মেধো! ঐ শালা টিকিদাস কতকগুলো কি আবোল্‌তাবোল্ বক্‌লে, আমি বুঝতে পারিনি, তুই কিছু বুঝতে পাল্লি?

মাধাই। আরে, বুঝবো না কেন শালা? আমি কি তোর মত মুরুখ্যু? এ নদের ভিতর আমার মত সমজদার কটা লোক আছে? আমি যে রকম পণ্ডিতের বংশে জন্মেছি, এত বড় পণ্ডিতের বংশ আর কার? আমার তেজ কত, দপদপানি কত, আমার উপর টেক্কা মারে, কথা কয়—এমন মাথা কার

আছে? এই যে কত বেটার টিকি কেটে দিয়ে নাজেহাল করেছি, কে আমার কি কর্ত্তে পেরেছে? কত শালার মাথায় যে কাগের ডিম ভেঙে দিয়েছি, কত পণ্ডিতের ভাত খাবার সময় কাসুন্দী ব'লে কচুপাতা ক'রে গু দিয়েছি, কে আমার কি কর্ত্তে পেরেছে বল্ দেখি? আমার জন্ম পণ্ডিতের বংশে। ও শালা কতকগুলো সংস্কিড়ি কথা বল্লে, যেমন ওর মুখ দিয়ে ঐ কথাগুলো বমির মত বেরুলো, অমনি আমি ওর সব ভেদ মেরে দিয়েছি। ও শালা সুরাকে পিশাচী বলে, কাল হয়ত আবার মা কালাকে পেত্নী ব'লে বস্‌বে। ও শালারা না কর্ত্তে পারে, এমন কাজ নাই। শালা আজ আমাদের ভারী কড়া কথা শুনিয়ে দিলে। মদকে গালি না দিয়ে যদি আমাদের হাজারবার বাপান্তো কর্ত্তো, তাও প্রাণে সইতো, তাতে আমার রাগ হতো না! বেটাকে এর শোধ দিতে হবে।

জগাই। বড় মিছে কথা নয়, এখন আমি একটু একটু বুঝতে পাচ্ছি, শালা ভারী কড়া কথা বলেছে বটে। ধর্ বেটাকে, বেটার নাক কাম্‌ড়ে দে, লম্বা নাক খাঁদা ক'রে দে। (নিতাইয়ের প্রতি) হাঁ রে শালা! কোন্ সাহসে তুই আমাদের সঙ্গে লেগেছিস্? আমরা রুক্‌লে কে তোকে রক্ষা কর্‌বে? তুই শালা আমাদের গাল দিলি কেন বল্ দেখি?

নিতাই। ভাই! তোমাদের গাল দিলেম কখন?

জগাই। শালা আবার ন্যাকামো কচ্ছো? আমরা বুঝি

কিছু বুঝতে পারিনি ? সংস্কিড়ি বুঝি আমরা বুঝিনি মনে করেছো। আমাদের মত তোরা বুঝি পণ্ডিত ? এখন তোকে আচ্ছা করে দুরমুস ক'রে দিলে কে রক্ষা করবে বল্ দেখি।

নিতাই। আমাদের রক্ষক কে,তাহা জান না কি ? যাঁর অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি, যাঁর সুধামাখা রাঙা চরণে আত্ম-বিক্রয় করেছি, দিনরাত্রি হৃদয়-মন্দিরে যাঁর প্রাণ ভুলানো মোহন ছবি ধ্যান কচ্ছি, অহর্নিশি যাঁর নাম রসনায় উচ্চারণ কচ্ছি, তিনিই আমাদের রক্ষা করবেন। এই ব্রহ্মাণ্ডে তিনি ছাড়া আর কে রক্ষা কর্ত্তে পারে।

জগাই। সে শালা কে ? সে তোদের এই দলের ভেতর আছে নাকি ?

নিতাই। ভাই ! তিনি সর্ব্বত্রই বিরাজমান, তোমার দেহেও তিনি বর্ত্তমান, কিন্তু তুমি চর্ম্মচক্ষুতে তাঁকে দেখ্তে পাচ্ছ না। যে তাঁর শরণ লয়,তিনি তাকে রক্ষা করেন। তোমরা অজ্ঞানে অন্ধ হয়ে তাঁকে দেখতে পাচ্ছ না। তোমাদের হৃদয়ে সয়তান অধিষ্ঠান কচ্ছে কাজেই তোমাদের হিতাহিত জ্ঞান কিছুমাত্র নাই, কাজেই সারগর্ভ বাক্য তোমাদের হৃদয়ে প্রবেশ কচ্ছে না। হা সুরা-পিশাচী ! তুই মূর্ত্তিমতী সয়তানের সহধর্ম্মিণী। তুই মানুষের চিরশত্রু, মানুষকে তুই সুপথ থেকে কুপথে লইয়া গিয়া থাকিস্। তোর কুহকে মুগ্ধ হয়ে মানুষ পশু অপেক্ষাও ঘৃণিত হয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত কিছু

কুকর্ম্ম বা অত্যাচার দৃষ্ট হয়, তুই-ই তার মূলীভূত কারণ। সূর্য্যের কিরণে যেমন বিন্দু পরিমাণ জলও শুষ্ক হয়ে যায়, তোর বলে সেইরূপ মানুষের হিতাহিত-জ্ঞান, ধর্ম্মবুদ্ধি, প্রতিভা, অধিক কি মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত লোপ পায়। তোর অসাধ্য জগতে কিছুই নাই।

মাধাই। ওরে জগা! টিকিদাসের কথা শুন্‌লি, এ কথা কি প্রাণে সহ্য হয়; ইচ্ছা করে বেটার মুখটা থেঁতলে দিই, যে সুরা আমাদের সকল সুখের—সকল আনন্দের কারণ, যাকে আমরা কারণ-রূপিণী দেবী বলে হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেছি; আমাদের সামনে তাঁরই নিন্দে।

জগাই। ঠিক বলেছিস্ বেটাকে মার্, ওর জিব টেনে বের করি আয়।

(ভগ্ন কুম্ভের একটা খণ্ড লইয়া নিতাইয়ের মস্তকে প্রহার ও শোণিতপাত)

নিমাই। আহা আহা! এ পাষণ্ড বেটা কল্লে কি! ওরে হতভাগা মাতাল! তুই আমার দাদার মাথায় আঘাত কল্লি? দেখ্ দেখি রক্তধারা গড়িয়ে মাটীতে পড়েছে। রে দুর্ব্বৃত্ত! দেখি কে তোকে রক্ষা করে? আমি ক্রুদ্ধ হলে ব্রহ্মাণ্ডে তোর রক্ষাকর্ত্তা কেউ থাক্‌বে না। কোথায় চক্র—কোথায় মুষল—

নিতাই। থাম ভাই! ক্রুদ্ধ হয়ো না, ক্রোধের তুল্য শত্রু জগৎ সংসারে নাই। ক্রোধ, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতু-

র্ব্বর্গের পরিপন্থী। চক্র অন্বেষণ কচ্ছো কেন, সত্য বটে, অন্য অন্য অবতাররূপে জন্মে আমাদের অস্ত্রের প্রয়োজন হয়েছিল, অবতারভেদে তার আবশ্যক হয়। সেই সেই অবতারে যে সকল দুর্ব্বৃত্ত দ্বারা পৃথিবী দেবী ভারাক্রান্ত হয়েছিলেন অস্ত্রবলে সেই সকল দুর্ব্বৃত্তদের দমন কর্ত্তে হয়েছিল। নাম সংকীর্ত্তন এ অবতারের—এ জন্মের প্রধান অস্ত্র; সেই অস্ত্রদ্বারা এ জন্মের কর্ম্ম সিদ্ধ কর্ত্তে হবে। এবার আমরা প্রেমের অবতার, হীনবুদ্ধি জীবকে প্রেমের পথে লয়ে যাওয়াই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। অতএব ভাই! এরূপ ক্রোধের বশীভূত হওয়া তোমার কর্ত্তব্য নয়। রোষের বশীভূত হলে আমরা কদাচ মনোরথ সিদ্ধ কর্ত্তে পার্‌ব না। এবার ক্ষমা-গুণে হৃদয় বাঁধতে হবে, ক্ষমার অপেক্ষা পরম বন্ধু আর নাই; প্রবল শত্রুকেও যদি ক্ষমা করা যায় দেখবে, ক্ষণপরেই হৃদয়ে বিমল আনন্দের সঞ্চার হবে। কলিকালে সেরূপ প্রবল শত্রু ত নাই ভাই—যাকে অস্ত্রের সহায্যে দমন কর্ত্তে হবে! এবার তুমি প্রেমের পসরা মাথায় নিয়ে ভবের হাটে এসেছো, এবার শান্তমূর্ত্তি হয়ে এ হাটে বেচাকেনা কর্ত্তে হবে। তাই বল্‌ছি ক্রোধ তোমার শোভা পায় না। (জগাইয়ের প্রতি) ভাই, তুমি আমাকে প্রহার কল্লে, এতে আমি বিন্দুমাত্র কষ্ট বোধ করি নাই; কিন্তু আমি কেবল তোমার ভাবনাই ভাবছি। তুমি পরম পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেছ,

কিন্তু ভুলেও ব্রাহ্মণের ন্যায় কোন ব্যবহার কর না; পরিণামে তোমার কি গতি হবে, এই ভাবনাই আমাকে আকুল করেছে। আমার মাথা থেকে রক্তপাত হয়েছে হোক, এই রক্তে যদি তোমাদের মহাপাপ ধৌত হয়ে যায়, তোমাদের মনের ময়লা ধৌত হয়ে যায়, তা হলেই আমি সুখী। ভগবান্ যেন তাই করেন, দয়াময়ের দয়া যেন তোমার উপর পতিত হয়—শুধু তুমি বলে নয়, তোমার এই ভাই এবং আর আর যারা তোমার মত কুপথের পথিক হয়ে, আত্মহারা হয়ে সয়তানের বশবর্ত্তী হয়েছে,সকলের উপরেই যেন দয়াময় ভগবান কৃপা করেন, সকলেই যেন ভগবৎপ্রেমে প্রেমিক হয়; তা হলেই পরম সুখ। নির্ব্বোধ শিশুরা যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি দেখে খেলনা মনে ক'রে হাত দেয়, তোমরাও সেইরূপ অজ্ঞানের বশে সাধুসজ্জনের নিন্দে কচ্ছো, অজ্ঞান বলেই তোমরা ক্ষমার পাত্র। তুমি প্রহার করেছ ব'লে আমার কিছুমাত্র কষ্ট বা ক্রোধ হয় নাই; আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমাকে ক্ষমা কল্লেম। আমার এই রুধিরে তোমার মনের মলা ধুয়ে যাক্। আমি কায়মনে প্রার্থনা করি ভগবানের প্রতি তোমাদের মতি হোক্,তাঁর চরণে প্রাণ সমর্পণ কর্ত্তে তোমাদের হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠুক; আর যেন পাপের দিকে তোমাদের মতি না যায়; তোমাদের হৃদয়াসনে কুমতির পরিবর্ত্তে সুমতি প্রতিষ্ঠিত হোক্। ভাই

জগাই ! ভাই মাধাই ! আমরাও যেমন বিধাতার সৃষ্ট, তোমরাও সেইরূপ ; তোমরা আমার ভাই, আমাদের দেহ ভিন্ন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তোমাদের সহিত আমাদের কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। ভাইয়ের উপর কি ভাই রাগ কর্ত্তে পারে ? তোমাদের উপর আমার কিছুমাত্র ক্রোধ নাই, তোমরা আমার ক্ষমার পাত্র—আমার দয়ার পাত্র। আমাকে মেরেছিস্, মেরেছিস্, না বুঝে ভাইকে মেরেছিস্, সে জন্য কুণ্ঠিত হবার কারণ নাই। এখন একবার আমাকে কোল দে, একবার আমাকে প্রেমালিঙ্গন কর্, ভাইয়ের ক্রোড়-স্পর্শে প্রাণ শীতল করি। সব জ্বালা ঘুচে যাক, হৃদয় জুড়াক। তোদের কোল দিয়ে আয় দেখি একবার সকলে সেই প্রেমময়ের নামসুধা পান করি, তাঁর সেই পবিত্র নাম রসনা ভরে উচ্চারণ করি আয়।

(সংকীর্ত্তন)

ও ভাই কেন থাকো ধোঁকায় বসি।
হৃদিমাঝে বারেক ভাব সেই কালশশী ॥
রাঙ্গে আদর সোনা ফেলে, হারায়োনা লাভে মূলে,
ভূতের বেগার খেটে মর কেন দিবানিশি।
হেলায় কাটালি কাল, নিকট যে হলো কাল,
আর রবি কত কাল, এ ভবেতে বসি ॥
যখন ডাক্‌বে শমন তোরে, নিকাশ দিতে হবে যে রে,
কি বল্‌বি তখন তাঁরে, মাথায় ঝুল্‌ছে খর অসি।

আমারে মারিলি তুই, তাতে আমি ক্রুদ্ধ নই,
কেবল ভাবি কৈ কৈ, সে নীরদশশী॥
কোল দে ভাই ও জগাই, আয় রে দৌড়ে ও মাধাই,
হরিনাম মুখে গাই, সে নামে ভয় নাশি।
কেন এমন হীন রুচি, পায়সে কেন অরুচি,
ভব-সাগরের জলে কেন যাস্ ভাসি ভাসি॥
বল বল হরি বল, সেই মাত্র ভবে সম্বল,
আর নাই মোর বল, নাম যে সুধার রাশি॥

জগাই। এ কি ব্যাপার! আমাকে যে 'থ'বানিয়ে দিলে। আমি কল্‌সীভাঙা মাল্লেম, তা রাগ করা দূরে থাক, উল্টে আবার আমায় আদর কল্লে, এমন মানুষ ত বিশ্ব-সংসারে খুঁজে পাই না। শুনেছিলেম, যার দেহে বিন্দুমাত্র রাগ নেই, তাকেই বৈরাগী বলে। তা ঠিক। এই লোকটাই প্রকৃত বৈরাগী, তার সন্দেহ নাই। রক্তমাংসের শরীর যে এমন ক্রোধশূন্য হয়, এ ধারণা ত আমার ছিল না। এখন দেখে অবাক্ হয়ে গেলেম। কি বলিস্ মাধাই?

মাধাই। আর কি বল্‌বো, আমাতে আর আমি নেই, আমার বাক্যি হরে গেছে। আর এখন আমার নেশাটেসা কিছুই নেই, সঙ্গে সঙ্গে যেন মনটা কেমন এক রকম নূতনতর হয়ে উঠেছে; প্রাণের ভিতর যেন হুহু কচ্ছে, যেন কাকে না পেলে আর প্রাণ ঠাণ্ডা হচ্ছে না। চিন্তার ঢেউ উঠে

প্রাণটাকে যেন অস্থির ক'রে তুলেছে। একি ভাই? আমরাও মানুষ, এই বৈরাগী ঠাকুরও ত মানুষ; এর প্রাণ এত সাদা? একে মানুষ না বলে দেবতা বল্লেই শোভা পায়, কেমন কি না?

জগাই। যা বলেছিস্ ভাই, তা বড় মিথ্যা নয়। এমন কৃপাপারাবার কি মানুষের ভিতর সম্ভব? মানুষ ত কেবল স্বার্থ নিয়েই বিব্রত, কিসে আপনার স্বার্থসিদ্ধি হবে, কিসে দশ জনে মান্‌বে, এই চেষ্টাতেই ফিরছে। এ যে দেখি সম্পূর্ণ বিপরীত। পরের দুঃখে এর হৃদয় গলে যায়, পরের জন্য এ দিবানিশি ব্যস্ত, আপনার কোন স্বার্থ নাই। এমন মহাপুরুষ ত ভাই কখনও দেখি নাই, জগতে এরূপ দয়াল আছে বলেও বিশ্বাস ছিল না। আমাদের কিসে ভাল হবে, সেই জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা কল্লে। কৈ ভগবান্ বলে যে একজন আছেন, তা ত আমরা ভ্রমেও একবার ভাবি নাই। তবে কি আমাদের উপরে কেউ আছেন না কি? কেউ কি আমাদের সৃষ্টি করেছেন না কি? এই যে সূর্য্য প্রতিদিন কিরণ বিতরণ কচ্ছে, চন্দ্র রাত্রে শীতল জ্যোৎস্নায় পৃথিবী শোভিত কচ্ছে, কত কত তারা নক্ষত্র আকাশে উঠে আপনার সাধ্যমত জ্যোতি বিস্তার কচ্ছে, এ সব কার আজ্ঞায় হচ্ছে? তবে কি কোন আদেশকর্ত্তা আছেন না কি? তার আজ্ঞাতেই কি আমার এই হৃদয় ভেবে ভেবে কেমন এক রকম তোলপাড়

কচ্ছে, কিছুই ঠিক কর্ত্তে পার্ছি না। ভাই! এমন মহা-পুরুষকে মেরে বড় অন্যায় কাজ করেছি, এখন প্রাণের ভিতর অনুতাপ আস্ছে, এখন যেন হৃদয় পুড়ে ছারখার হচ্ছে, এমন গুণের লোককেও কি অপমান কর্ত্তে আছে? আমি দেখছি, আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই। এখন কি করি, কিছুই স্থির কর্তে পার্ছি না।

মাধাই। তাইত ভাই! তবে কি হবে? নিশ্চয় ইনি মহাপুরুষ। এঁকে প্রহার করায় যে মহাপাপ হয়েছে, তার কোন সন্দেহ নাই। এখন কি কল্লে এ ব্যক্তির দয়া হয়, আমাদেরও হৃদয় জুড়ায়, তারই উপায় দেখ্তে হবে।

জগাই। আমিও ত তাই ভাবছি ভাই; আমি মনে মনে যা ঠিক করেছি, তবে শোন্। লোকে যে মাটীতে পড়ে যায়, আবার সেই মাটী ধরেই উঠে,এখন আয়, আমরা এঁর শরণা-পন্ন হই, এমন মহাপুরুষের শরণ গ্রহণ কল্লে সব পাপ কেটে যাবে।

মাধাই। এই ঠিক কথা, তাই করাই ভাল।

গীত।

রাগিণী যোগিয়া—তাল আড়াঠেকা।

দিবানিশি ভাবি হৃদে কি হবে গতি।
মোহমদে মুগ্ধ হয়ে আছি দিবা রাতি॥
জনমি ব্রাহ্মণ কুলে, কুপথে মজিনু হেলে,
কি হবে পরকালে ছন্ন হলো মতি।

দয়া ধর্ম্ম তেয়াগিয়ে, দিবানিশি সুরা পিয়ে,
বারাঙ্গনা সদা লয়ে, কুপথেতে গতি॥
এ হেন সাধু রতনে, মারিলাম অকারণে,
অনুতাপে দহে মন, না বুঝিনু মোহে মাতি।
অনুতাপ অনুক্ষণ, ছার ছার এ জনম,
সব হলো অকারণ, মজালে সে কুমতি॥

নিমাই। অহো! কৃপাপারাবার ভগবানের কৃপার সীমা নাই। তাঁর কৃপায় জগতের যে মঙ্গল হবে, এই তার সূচনা সন্দেহ নাই। যারা চিরদিন মহা ঘোর পাপে লিপ্ত, কুকার্য্যে সদা অভ্যস্ত,এমন অল্প সময়ের মধ্যে যে তাদের হৃদয়ে চৈতন্য সঞ্চার হয়েছে, এটা শুভলক্ষণ সন্দেহ নাই। এইবার আমার মনোরথসিদ্ধির পথ মুক্ত হতে আরম্ভ হলো। কুমতি-সুমতির যুদ্ধে কুমতির পরাজয় হলেই আমি কৃতকার্য্য হব। সেই দয়াময়ের প্রসাদে কোন ঘটনাই আশ্চর্য্য নয়। যে স্থানে লোকে ঘৃণায় গমন করতেও কষ্ট বোধ করে, ভগবানের কৃপা হলে সে স্থানও মুহূর্ত্তমধ্যে পারিজাত সম সুগন্ধে পরিপূর্ণ হয়; তথায় গমনের জন্য লোক লালায়িত হয়ে উঠে। মানব-মনের পরিবর্ত্তন বিচিত্র নয়। চিরদিন যে ব্যক্তি যে অভ্যাসে অভ্যস্ত, দয়াময়ের প্রসাদে, মুহূর্ত্তমধ্যে সে সে অভ্যাস পরিত্যাগ করে। এই জগাই মাধাই আজন্মকাল ঘোর কুপাপে রত, কিন্তু সামান্য একটা তুচ্ছ

কারণে হঠাৎ এদের পরিবর্ত্তন হলো, মতিগতি উল্টে গেল।

নিতাই। ভাই সব! প্রত্যক্ষ ত দেখলে, ক্রোধের ন্যায় পরম শত্রু আর নাই,ক্ষমার ন্যায় বন্ধুও জগতে আর দেখতে পাবে না। রোষ ত্যাগ ক'রে ক্ষমার আশ্রয় গ্রহণ করাতে এই পাপী ব্রাহ্মণ সন্তান দুটীর কেমন মতিগতি পরিবর্ত্তিত হলো। ইহা শুভলক্ষণ সন্দেহ নাই। এই সূত্র ধরে আমরা এখন কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হব—সিদ্ধি নিশ্চিত। (জগাই মাধাইয়ের প্রতি) ভাই! এখন তোমাদের মনের ভাব কি রকম হ'য়েছে, কিছু বুঝতে পার্‌ছো কি ?

জগাই। ঠাকুর! বুঝবো মাথা আর মুণ্ডু। বোঝবার শক্তি থাক্‌লে কি আমাদের এই দুর্দ্দশা হয়? বুদ্ধির দোষে জন্মটা বৃথা নষ্ট কল্লেম, চাষের জমিতে বীজধান বপন না ক'রে কতকগুলো কণ্টকময় আবর্জ্জনা জমা করে রেখেছি, তুচ্ছ পৈশাচিক ভোগবিলাসের আশায় অমূল্য জীবন কলঙ্কে কলঙ্কিত ক'রেছি, মনুষ্যজন্ম বিফলে নষ্ট করেছি। বোধ হয় আমাদের জন্য অনন্ত নরককুণ্ড প্রজ্জ্বলিত রয়েছে—নরককুণ্ডই বা বলি কেন, নরকেও বোধ হয় আমাদের স্থান নাই। তা অপেক্ষাও শত শত গুণে, সহস্র সহস্র গুণে ভয়ঙ্কর যাতনাময় স্থানে আমাদিগকে যেতে হবে। হায় হায়! অমৃত ফেলে গরলে হাত দিয়েছি, সোনা ফেলে আঁচলে কাচ বন্ধন করেছি, পরমান্ন ফেলে বিষ্ঠার দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ

করেছি, আপনার পায়ে আপনারা কুঠারাঘাত করেছি, আমাদের আর কিছুতেই নিস্তার নাই। আমি প্রহার কল্লেম, আপনি হাস্‌তে হাস্‌তে আমাকে ক্ষমা কল্লেন। আহা! এমন মহাপুরুষের দর্শন পরম ভাগ্যবশেই ঘটে। আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর্ত্তেও আমার সাহসে কুলায় না, আমরা দয়ার পাত্র নই, কৃপালাভের আশা কর্ত্তে পারি না, কোন কালে ক্ষমার যোগ্য কিছু করি নাই। বৃক্ষমূলে যতই কুঠারাঘাত করা যায়, সে ছেদনকর্ত্তাকে ততই ছায়া দান করে, আপনিও সেইরূপ। এখন আমরা অনেকটা চৈতন্য লাভ করেছি, ঘোর অন্ধকারের মধ্যেও একটু একটু আলো দেখ্‌তে পাচ্ছি, এখন অনুতাপাগ্নিতে মর্ম্মে মর্ম্মে দগ্ধ হচ্ছি। এখন আপনার কৃপাবারি ভিন্ন এ অগ্নি নির্ব্বাণের আর উপায় নাই।

নিমাই। ভাই! স্থির হও, যা বলি, শোনো। অনেক দিনের পর ঘরের ছেলে যদি ঘরে ফিরে আসে, তা হ'লে যেমন আনন্দ হয়, পথভ্রান্ত লোক যদি আবার সুপথে ফিরে আসে, তা হলেও সেইরূপ হৃদয়ে আনন্দ জন্মে। আমার কাজও তাই, আমি আর কোন কাজ চাই না। যাতে সংসারে জীবের মঙ্গল হয়, অধঃপতিত জীব যাতে পুনরায় উন্নতি-পথে অগ্রসর হ'তে পারে, তাই কর্‌বার জন্যই আমি দিবারাত্রি ব্যস্ত। রোগীকে যেমন ঔষধ বিতরণ ক'রে তার

আরোগ্যবিধান করে, আমিও সেইরূপ ভবরোগের শান্তির জন্য ঘুরে বেড়াই। যে ব্যক্তি ভবরোগে আক্রান্ত হ'য়ে বিপদে পড়েছে, আমি নামসুধা বিতরণ ক'রে তার রোগের শান্তিবিধান ক'রে থাকি। এই কাজই আমার জীবনের সার ব্রত। যে ব্যক্তির রোগ নাই, তাকে ঔষধ দান ক'রে ফল কি? সেইরূপ যারা ভগবৎপ্রেমে প্রেমিক, তাদের জন্য আমার কোন ভাবনা নাই। আমি তাদের জন্য এ সংসারে আসি নাই। যে ব্যক্তি অসহায়, আমি তার সহায়, যে ব্যক্তি বিপন্ন আমি আর অসময়ের বন্ধু, যে ব্যক্তির কোন গতি নাই, আমিই তার একমাত্র গতি, আর যারা তোমাদের ন্যায় পথ-ভ্রান্ত, আমিই তাদের সৎপথপ্রদর্শক। যারা ভবসাগরে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে, মোহমদে মত্ত হ'য়ে—অজ্ঞান ঝটিকায় পড়ে যারা অকুলে ভেসে যাচ্ছে, আমি হরিনামরূপ ভেলায় তুলে তাদের কুলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করি। দুরাশা দাবানল যার হৃদয় দগ্ধ-বিদগ্ধ ক'রে ফেল্‌ছে, আমি নামসুধা সিঞ্চন ক'রে তার সেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নি নির্ব্বাণ ক'রে দিই। পাপরোগে যে মুহুর্মুহু অসীম যাতনা ভোগ কচ্ছে, হরিনামের প্রলেপ দিয়ে তার সেই ক্ষত আরোগ্য ক'রে দিবার চেষ্টা ক'রে থাকি। জগতে আমার ঘৃণার্হ কেউ নাই। যাকে সকলে ঘৃণা করে, আমি তাকে আদরের সহিত ডেকে নিয়ে কোলে বসাই, প্রেম আলিঙ্গনে তাকে শান্ত করি, দুই বাহু বিস্তার করে তাকে

ক্রোড়ে টেনে নিই, যাতে তাকে লোকে ঘৃণার পরিবর্ত্তে প্রেমের চক্ষে দেখে, তাকে সেই পথ দেখিয়ে দিই। আমি কৃপা দান কর্ত্তে কদাচ কার্পণ্য করি না। আচণ্ডাল যেই হোক না কেন, ভবসাগরের তরঙ্গে পড়লে আমি তার উদ্ধারের চেষ্টা করি, নিরাশার অন্ধকারে ডুবে যে কোন দিকে পথ দেখতে পায় না, আমি আশার প্রদীপ জ্বেলে তাকে পথ দেখিয়ে দিই, যাতে লোক নির্ব্বিঘ্নে ভবসাগর পার হয়ে যেতে পারে, আমি কায়মনে সেই চেষ্টা করি। তাই বলি ভাই, আর তোমরা অন্ধকারে পড়ে থেকো না, একবার আলোকে এসে দিব্যজ্যোতি দেখ, আর অজ্ঞানমোহে আচ্ছন্ন থেকে দুর্লভ মানব-জন্ম নষ্ট করো না, হেলায় সুপথ হারিও না, শ্রীহরির সুধামাখা—প্রাণ জুড়ান নাম গান ক'রে দেবত্ব লাভ কর।

মাধাই। (জগাইয়ের প্রতি) ভাই ! আর কেন, এখন ত সব বুঝতে পাল্লে। আর তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়ে বৃথা আশায় মরীচিকার দিকে ছুটে যাবার আবশ্যক কি ? যখন সুধার সাগর সম্মুখে উপস্থিত তখন এসো, এই সাগরে স্নান ক'রে দেহ মন স্নিগ্ধ করি। আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম, স্মরণ নাই, কিন্তু এমন সুদিন আর হবে না, আজ আমাদের পশুত্ব ঘুচে যাবার দিন, আজ আমরা বোধ হয় আবার মনুষ্য পদবীতে দাঁড়াবার উপযুক্ত হব। ভাই, আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্বে

কাজ নাই, অকূল ভবসাগর পার হবার জন্য সম্মুখে দিব্য স্বর্ণভেলা উপস্থিত। এসো আমরা এই ভেলায় আরোহণ করি, সুখে নামসুধা পান করি, প্রাণজুড়ানো নাম গান ক'রে দুই বাহু তুলে ভবসাগরের পারে চলে যাই।

গীত।

রাগিণী কাফি-সিন্ধু—তাল কাওয়ালী।

আয় আয় আয় ভাই।
এমন সুদিন আর পাব না জগাই॥
পাতকী তরিবারে, এসেছে প্রভু এ সংসারে,
শরণ লব আয় পদতলে, তা বিনা গতি নাই।
আর ত না উপায় হেরি, সুমুখেতে দয়াল হরি,
গতিহীনে দিতে তরী, এসেছে গোঁসাই॥
আর কেন বিলম্ব কর, ধর ধর চরণ ধর,
পাতকী তারণ বিনা আর ত গতি নাই॥

জগাই। (মাধাইয়ের প্রতি) ভাই! আজ আমাদের কি আনন্দের দিন। দীন-দরিদ্র পথমধ্যে মাণিক কুড়িয়ে পেলে যেরূপ আনন্দ বোধ করে, আজ আমরা ভাগ্যবলে সেইরূপ অতুল আনন্দে নিমগ্ন হলেম। যখন একবার এমন রত্ন পেয়েছি, তখন ইহা আর প্রাণান্তে ছাড়া হবে না। একবার ছেড়ে দিলে আর আমাদের উপায় নাই। ভাই! এ কি দিব্য চারিত্র! কি মধুমাখা বচন! কর্ণ শীতল হয়ে যায়। রূপ দেখ্‌লে নয়ন সার্থক হয়। আমাদের পৃথিবীতে কেউ গ্রাহ্য করে না, সকলেই ঘৃণার চক্ষে দেখে, কিন্তু এই দয়াল প্রভু

করুণনয়নে আমাদের দেখ্‌ছেন, আমরা এমন মহাপাপী, কিন্তু আমাদের প্রতি ঘৃণা না ক'রে বরং স্নেহের চক্ষে দেখ্‌ছেন; যাতে আমাদের দুর্দ্দশা ঘুচে যায়, যাতে আমরা অধোগতি থেকে উন্নতির পথে অগ্রসর হই, সেইজন্য বিধিমতে চেষ্টা কচ্ছেন। এমন নিঃস্বার্থ উপকার জগতে কে ক'রে থাকে ভাই? যখন দয়াল ঠাকুর আমাদের প্রতি সুনয়নে দৃষ্টিপাত করেছেন, তখন আর আমাদের ভয় কি? আমরা নিশ্চয়ই সেই অনাথের নাথ শ্রীহরির কৃপা লাভ কর্‌বো, অবশ্যই আমাদের অধোগতি দূর হবে। এখন ভাই আর বিলম্বে কাজ নাই, এসো, দুই হাতে এঁর পদধূলি গ্রহণ করি; আমরা ইঁহার নিকট যেরূপ অপরাধ করেছি, তাতে আমরা কখনই ক্ষমার পাত্র নই; কিন্তু ইনি যেরূপ দয়ার অবতার তাতে নিশ্চয়ই আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর্‌বেন।

মাধাই। ভাই, এই পরামর্শই সুপরামর্শ। এসো, আমরা ঐ অভয়পদে শরণ লই, ক্ষমা ভিক্ষা করি, তা না হ'লে আমাদের নিস্তারের আর কোন পথই নাই।

(নিমাইয়ের চরণতলে মাধাইয়ের এবং
নিতাইয়ের পাদমূলে জগাইয়ের পতন)

জগাই। (দুই হাতে নিতাইয়ের চরণ ধারণ করিয়া) প্রভো! অধমতারণ! আপনি পতিতের উদ্ধারকর্ত্তা, আমরা নরকের কীট অপেক্ষাও ঘৃণিত; আমাদের ন্যায় পাতকী বোধ

হয় ত্রিভুবনে আর কোথাও নাই। আপনার প্রসাদে আজ আমাদের মতিগতির পরিবর্ত্তন হলো। জানি না, জন্মজন্মান্তরে কোন পুণ্যকর্ম্ম করেছিলেম কি না,কিন্তু কোন্ ফলে যে আজ আমাদের সৌভাগ্যবৃক্ষে এমন ফল ফল্লো, তা আমরা কিছুতেই ঠিক কর্ত্তে পাচ্ছি না। আপনার প্রসাদে আজ নীরস পাষাণ বিগলিত হলো, আপনার কৃপায় মরুভূমি স্বচ্ছ সলিলে পূর্ণ হলো; আপনার দিব্যতেজে শুষ্কক্ষেত্রে পদ্মদল বিকসিত হলো। প্রভু! আমরা এতদিন সয়তানের ক্রীতদাস ছিলেম, পশুর অপেক্ষাও আমরা নীচ প্রকৃতি ছিলেম। আপনার প্রসাদে আজ আমাদের সমস্ত পরিবর্ত্তন হলো। আজ আমরা দেবত্ব প্রাপ্ত হলেম বলে মনে কচ্ছি। আপনি যে পৃথিবীর মঙ্গলসাধন কর্ত্তে অবতীর্ণ হয়েছেন, আমরাই তার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত। আজ আমাদের নিরাশ প্রাণে আশার আলো ফুটে উঠ্‌লো। প্রভো! আপনি পাতকীতারণ; আপনার কৃপায় আজ আমরা আলোকের মুখ দেখ্‌তে পেলেম। আমাদের ন্যায় নিষ্ঠুর পৃথিবীতে আর নাই, আমাদের মত পাষণ্ড জগতে বিরল, আপনার কৃপায় আমরা আজ হ'তে পূর্ব্বস্বভাব পরিত্যাগ কল্লেম। বল্‌তে সাহস হয় না, আমরা আপনাকে প্রহার ক'রে যে অপরাধ করেছি তার ক্ষমা নাই; ক্ষমা চাইতে সাহস হয় না, তবে আপনি যদি কৃপা ক'রে ক্ষমা করেন তা হ'লে আমরা চিরকৃতার্থ হই।

মাধাই। দয়াল গোঁসাই! আমরা চিরদিন পাপের দাস হ'য়ে পাপপথেই বিচরণ কচ্ছি, ভ্রমেও সুপথে পদার্পণ করি নাই; আজ আপনার প্রসাদে আমাদের সেই পাপের কথা বুঝ্‌তে পেরেছি। এখন আর কি বল্‌বো, আমাদের প্রতি যেমন কৃপাদৃষ্টি করেছেন, এই সুদৃষ্টি হ'তে যেন আমরা কখনও বঞ্চিত না হই; চিরদিন সমান স্নেহদৃষ্টি রেখে আপনার পতিতপাবন নাম সার্থক করুন। আপনি কাঙালের সর্ব্বস্ব, দুর্ব্বলের বল, অগতির গতি, অসহায়ের সহায়। যাতে এই পাপীদের পরিত্রাণ হয়, যাতে আর না কুসংসর্গে মতি যায়, আপনি কৃপা ক'রে তাই করুন; এ ভিন্ন আর আমাদের কিছুমাত্র প্রার্থনা বা কামনা নাই।

গীত।

রাগিণী আলেয়া—তাল কাওয়ালী।

তুমি প্রভু পতিতপাবন।
তোমার অভয় পদে লইনু শরণ॥
তারিতে পতিত জনে, এসেছ এ মরভুবনে,
তব তত্ত্ব কেবা জানে, সঙ্কট-তারণ।
পশুভাবে ছিনু মত্ত, কি বুঝিব তব তত্ত্ব,
তুমি হে পরমতত্ত্ব ব্রহ্ম নিরঞ্জন॥
কুপথে সতত মতি, তুমি অগতির গতি,
রক্ষ রক্ষ মহামতি, সংসার তারণ।
উপায় না হেরি আর, ওহে কৃপা পারাবার,
তব পদ বুঝি সার, লইনু শরণ॥

চন্দ্র। কি আশ্চর্য্য,নামের মহিমা দেখে স্তম্ভিত হ'তে হয়। সম্মুখে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ হলো। সুধামাখা হরিনামের মধ্যে যে কি আশ্চর্য্য ঐন্দ্রজালিক শক্তি আছে, তা যে বুঝ্‌তে পারে, সেই ধন্য। এই নামের গুণে লৌহও দ্রবীভূত হয়, এই নামের গুণে হিংস্র শ্বাপদ পশুরাও শান্ত-প্রকৃতি ধারণ করে; এই নামের বলে বহ্নির দাহিকাশক্তিও নির্ব্বাণ হয়ে যায়। ভাই সব, একবার ভেবে দেখ দেখি, এই জগাই মাধাই পূর্ব্বে—পূর্ব্বে কেন, মুহূর্ত্তমাত্র অগ্রে কি ছিল, আর এখন কিরূপ হয়ে দাঁড়ালো। এখন যেন এরা আর সে জগাই মাধাই নয়। কয়লা স্বভাবতঃ কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু অগ্নি-সংযোগ হ'লে তা প্রদীপ্ত রক্তবর্ণ হ'য়ে দাঁড়ায়, এই জগাই মাধাইয়েরও অবস্থা ঠিক সেইরূপ হয়েছে। এরা পূর্ব্বে পশু-প্রকৃতি ছিল, মুহূর্ত্তমাত্র সৎসংসর্গে পড়ে অদ্ভুত পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল। বর্ষার জল পেলে যেমন বীজ হয়ে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়,সেইরূপ হৃদয়ে একবার ভক্তিবীজ কণামাত্র প্রবেশ কল্লে অঙ্কুর জন্মে,পরে অঙ্কুর হতে তাহা মহাবৃক্ষে পরিণত হয়। এদের পরিণাম দেখে মনে হচ্ছে, আজ যেন ভীষণ কণ্টকবন নন্দন-বনে পরিণত হলো। অহো! ঐশী শক্তির মহিমা অনির্ব্ব-চনীয়। সেই শক্তিবলে যে এরূপ অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হতে পারে, এ অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি আছে? যে জগাই মাধাইয়ের হৃদয় পূতিগন্ধে পরিপূর্ণ ছিল, আজ তা দিব্য

পারিজাত পুষ্পের সৌরভে সুরভিত হয়ে উঠ্‌লো। যারা অহর্নিশি মদ্যপানে, বারাঙ্গনাসঙ্গমে ও অন্যান্য অসৎসঙ্গে মত্ত থাক্‌তো আজ তাদের সেই হৃদয়ে দয়াল শ্রীহরির আসন প্রতিষ্ঠিত হলো। কি অদ্ভুত! কি বিচিত্র! কিছুই বুদ্ধির গম্য নহে।

নিমাই। মেসোমহাশয়! বিচিত্র কিছুই নয়, আশ্চর্য্য কিছুই নয়, অদ্ভুতও কিছুই নয়। কলির মানব ক্ষীণবুদ্ধি, ঈশ্বরের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝতে তাদের সামর্থ্য নাই। এ সমস্তই তাদের হীনবুদ্ধির অতীত, তারা কল্পনাতেও এ সব বুঝতে সমর্থ হয় না। ভক্তি সকলের হৃদয়েই আছে, ভক্তি ছাড়া মানুষ ঈশ্বর সৃষ্টি করেন নাই। তবে কারো সেই ভক্তি প্রকাশিত থাকে, কারো বা ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নির ন্যায় লুক্কায়িত থাকে, প্রকাশ পায় না। যারা কুপ্রবৃত্তির দাস, অসৎসংসর্গে যাদের বাস, অলীক আমোদে যারা মত্ত, যারা নীচাশয় ও পশুপ্রকৃতি, তাদের হৃদয়গত ভক্তি মোহবশে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে মাত্র। বাঁধ কেটে দিলে রুদ্ধ বারিরাশি যেরূপ প্রবল বেগে প্রবাহিত হয় ও সম্মুখস্থ কর্দ্দমরাশি ভাসিয়ে নিয়ে চলে যায়, সেইরূপ সদুপদেশরূপ মহাস্ত্রের সাহায্যে মানুষের মোহবাঁধ একবার কেটে দিতে পাল্লে, রুদ্ধ ভক্তিস্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়ে থাকে; তখন মানুষের চিত্তের সঙ্কীর্ণতা ও কলুষরূপ কর্দ্দমপুঞ্জ কোথায় ভেসে যায়, তা ঠিক

করা যায় না। আদিত্যদেব জলদজাল ভেদ ক'রে উদিত হলে যেমন কুজ্ঝটিকারাশি পলায়ন করে, সেইরূপ ভ্রান্তি-রূপ তমঃ ভেদ ক'রে যখন জ্ঞানসূর্য্য উদিত হয়, তখন মানুষের অন্তর্ম্মালিন্যরূপ কুজ্ঝটিকা মূহূর্ত্তমধ্যে বিলীন হয়। বিনম্রভাবে ক্ষমা প্রার্থনা কল্লে সুতবৎসল পিতা যেমন সহস্র সহস্র দোষে দোষী পুত্রের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করেন, সেই-রূপ মানুষ আপনার ভ্রান্তি বুঝে সন্তপ্তচিত্তে সরল মনে একা-গ্রভাবে কৃপাপারাবার জগৎ পিতাকে যদি একবার প্রাণভরে ডাকে ও তাঁর অভয়পদে শরণ গ্রহণ করে ; তা হলে কৃপা-ময় কৃপা ক'রে তৎক্ষণাৎ তাকে আপন ক্রোড়ে স্থান দান করেন। এই কারণেই ভক্তগণ তাঁকে কাঙ্গালের ধন, নিঃস-হায়ের সহায় ও অগতির গতি ব'লে থাকেন। যদি সেই দয়া-ময়ের দয়া হয়, যদি সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা হয়, তা হলে কূপের মধ্যেও পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়, ভুজঙ্গের মুখেও তীব্র হলাহলের পরিবর্ত্তে সুরভোগ্য অমৃত বিগলিত হ'য়ে থাকে ; তাঁর ইচ্ছায় না হয়, এমন কিছুই জগতে নাই। সেই দয়াময় ভবসাগরে নিমগ্ন, মায়ামোহে অন্ধ মানুষদের উদ্ধারের পথ সুগম কর্‌বার জন্য, আপনার অপার মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য,অসম্ভবকেও সম্ভব করে থাকেন ; তাঁর কার্য্য বুঝা মানু-ষের অগম্য, অনুমানে বা কল্পনাতেও কেহ তাহা স্থির কর্ত্তে পারে না। সুতরাং জগাই মাধাইয়ের মত পাপাত্মাদের হীন

চরিত্রের যে হঠাৎ এরূপ অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তন ঘটবে, এ আশ্চর্য্য নয়। স্বাতিনক্ষত্রের জল যদি হস্তীর মস্তকে পড়ে, তা হলে মূল্যবান্ মুক্তার উৎপত্তি হয়, যদি বংশের উপর পতিত হয়, তা হলে সেই বংশমধ্যে মহৌষধি স্বরূপ বংশ-লোচন জন্মে; ভগবানের প্রসাদে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান দর্পণের ন্যায় মানুষের নয়নে পরিলক্ষিত হয়; তাঁর করুণায় মূর্খও সরস্বতীর প্রিয়পাত্র হ'য়ে মহাপণ্ডিত হ'য়ে উঠে। এখন একবার জগাই মাধাইয়ের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করুন, উহাদের বদনমণ্ডল ভক্তিজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে, এখন উহাদের মুখ হ'তে যে প্রেমপূর্ণ—ভক্তি-রস মিশ্রিত বাক্য উচ্চারিত হবে, তা বিচিত্র নয়—ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। প্রবল জলবর্ষণের সময় অট্টালিকার পয়ঃপ্রণালী দিয়ে যে জল নিপতিত হয়, সে জল অট্টালিকার ছাদের নয় বা পয়ঃপ্রণালীরও নয়, সে যেমন আকাশের জল, সেইরূপ মানুষ সেই ভাবময় ভক্তবৎসলের ভাবে বিভোর হ'য়ে পড়লে তখন তার মুখ দিয়ে যে সকল ভাবময় ভক্তিরস মিশ্রিত বাক্য উচ্চারিত হয়,তা তার নিজের নয়, সে বাক্য ভগবানেরই বুঝতে হবে। ব্রহ্মাণ্ডের মঙ্গল সাধনের জন্য, মোহান্ধ মানুষের মোহ তিমির দূর কর্‌বার অভিলাষে ভগবান ভক্তের মুখ দিয়ে আকাশবাণীর ন্যায় অনির্ব্বচনীয় উপদেশবাণী প্রকাশ ক'রে থাকেন। বস্তুতঃ

আজ আমাদের পরম আনন্দের দিন—এমন সুখের দিন বোধ হয় প্রেমিকের ভাগ্যে কমই ঘটে থাকে। আজ আমরা দুটি হারাধন প্রাপ্ত হলেম, আজ সয়তানের ক্রোড় থেকে দুটি প্রধান জীব দয়াময় ভগবানের পাদমূলে এসে উপস্থিত হলো। এমন সুখের দিনে আনন্দাশ্রু বিগলিত হ'য়ে যে প্রেমিকের হৃদয় প্রেমে পূর্ণ হবে—ভক্তের অন্তঃকরণ ভক্তিরসে নিমগ্ন হবে, তার আর বিচিত্র কি? সুতরাং এসো, আমরা একবার দয়াময়ের শ্রীপদ স্মরণ ক'রে বাহু তুলে তাঁর সেই সুধা-মাখা হরিনাম উচ্চারণ করি।

সকলে। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

নিমাই। (মাধাইয়ের প্রতি) ভাই মাধাই! এখন গাত্রোত্থান কর, আর আমাদের চরণতলে পড়ে থাক্‌বার আবশ্যক নাই। তোমার ন্যায় ভাগ্যবান জগতে দুর্ল্লভ। যখন তোমার চক্ষু থেকে মোহের অঞ্জন মুছে গেছে, অজ্ঞান তিমির দূর হ'য়ে দিব্য জ্যোতির বিকাশ হয়েছে, তুমি যখন ভক্তিবারিতে অন্তরের মলা ধুয়ে ফেলেছ, আপনাদের ভ্রান্তি যখন বুঝতে পেরে কায়মনে ব্যাকুল হৃদয়ে পতিতপাবনের অভয়চরণে শরণ গ্রহণ করেছ, তখন তোমাদের আর কোন ভয় নাই, শমনও আর তোমাদের কাছে উপস্থিত হতে সাহস পাবে না, তোমরা কালকেও পরাজিত করেছ। এখন এসো আমাকে কোল দাও। তোমাদের মত ভক্তের কোল স্পর্শ

ক'রে প্রাণ শীতল করি, জীবনকে ধন্য জ্ঞান করি, তোমরা ভক্ত, দয়াময় ভক্তকে নিজে দেহস্বরূপ জ্ঞান ক'রে থাকেন, তোমাদের অঙ্গ-স্পর্শে দয়াময়ের স্পর্শলাভ হবে জ্ঞান ক'রে চরিতার্থ হব।

নিতাই। ভাই জগাই, তোমরা যে ইতিপূর্ব্বে আমাদিগকে অযথা কটুবাক্য বলেছ, অধিক কি, প্রহার পর্য্যন্ত করেছ, তাতে আমরা কিছুমাত্র দুঃখিত নই, বরং তোমাদের এই স্বভাব পরিবর্ত্তন দেখে আনন্দে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হয়েছে। তোমরা এই সংসার-মরুতে যে কূপ খনন ক'রে রাখলে, তার জল পান ক'রে সংসার-মরুতপ্ত মানবগণ জীবন শীতল করবে, তোমরা আজ যে ভক্তিবীজ রোপণ ক'রে গেলে, কালে ইহা মহাবৃক্ষে পরিণত হয়ে মানবদিগকে অমৃত ফল বিতরণ করবে, তোমাদের এ কীর্ত্তি কখনও লুপ্ত হবে না, যতদিন চন্দ্র সূর্য্য বর্ত্তমান থাক্‌বেন, ততদিন তোমাদের এ কীর্ত্তি জগতে বিঘোষিত হবে; তোমাদের পদচিহ্ন অনুসরণ ক'রে পতিত জীব পতিতপাবন দয়াময়ের দয়ার পাত্র হবে। তোমরা আজ সংসারে যে অভিনব—অনির্ব্বচনীয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে গেলে এই দৃষ্টান্ত প্রচণ্ড সূর্য্যের ন্যায় আপ্রলয় সংসারাকাশে দেদীপ্যমান থাকবে, এ জ্যোতির বিনাশ কোন কালেই নাই। তোমাদের এই পদাঙ্কের অনুসরণ করে অসংখ্য অসংখ্য মোহান্ধ জীব ভক্তিপথের পথিক হবে,

তোমাদের নাম জগতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। যে কৃপাময়ের কৃপায় আজ তোমাদের অন্তরের মালিন্য ধুয়ে গেল,যে ভক্তবৎসলের প্রসাদে তোমাদের হৃদয়ের মোহান্ধকার বিলুপ্ত হলো, এখন এসো, সেই দয়াময়ের রাঙাপদ স্মরণ ক'রে তাঁর সুধামাখা নাম গান ক'রে প্রাণ শীতল করি।

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ মিশ্র—তাল কাওয়ালী।

আয় আয় তোরা সবে আয়।
দেখ এসে নদীয়ায় কে প্রেম বিলায়॥
প্রেমে মাতোয়ারা সবে, প্রেম ঢালে নিশি দিনে,
কে ডুবিবি প্রেমজলে আয় রে ত্বরায়।
প্রেম ঢেলেছে হরিপদে, মন আর না যাবে বিপথে,
মজিব সেই রাঙা পদে, প্রাণ যাতে জুড়ায়।
দেশে দেশে বেড়াই, সদা প্রেম গান গাই,
হারানিধি কোলে পাই, আর কি পুড়ি ভবের জ্বালায়॥

জগাই। কৃপাময়, আমরা পশুপ্রকৃতি মূর্খ নীচাশয়, আমরা ভগবানের তত্ত্ব কি বুঝবো,বুঝবার মত ক্ষমতা আমাদের কোথায়? সেই বিশ্বরূপী দয়াময়ের বিশালভাব ধারণা বা কল্পনা কর্‌বো, এমন শক্তি আমাদের নাই। বাসুকি ভিন্ন ধরাভার বহন কর্ত্তে আর কে সমর্থ হয়ে থাকে? তবে আমরা এখন এইমাত্র বুঝতে পেরেছি যে, পতিত উদ্ধারের জন্য সুরধুনী ব্রহ্মার কমণ্ডলু ত্যাগ ক'রে নরধামে অবতীর্ণ

হয়েছেন, সেইরূপ এই ঘোর কলিযুগে আমাদের ন্যায় নীচাশয় পাপাত্মাদের পরিত্রাণের জন্য গোলোকধাম শূন্য ক'রে আপনারা দুই ভাই এখানে এসে কৃপাস্রোতে রাজ্য প্লাবিত কচ্ছেন। আমরা ক্ষুদ্রকীটাণুকীট—বরং তা অপেক্ষাও অধম। আমরা সেই জলে আপ্লুত হ'য়ে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হব, এইমাত্র বুঝতে পেরেছি। আর বুঝেছি, এই অনির্ব্বনীয় গৌরাঙ্গ-মূর্ত্তির মধ্যে স্বয়ং ভগবান বিরাজ কচ্ছেন। সে ভগবানকে বোঝ্‌বার ক্ষমতা আমাদের নাই, আমরা নয়নে আপনাদের দুজনের যে দিব্য মূর্ত্তি দেখ্‌ছি, এতেই আমরা কৃতকৃতার্থ—এতেই আমরা সৌভাগ্যবান। আমাদের চক্ষু যেন চিরজীবন এই রূপেই মজে থাকে, এই রূপ যেন হৃদয়মন্দির থেকে কখনও বিলুপ্ত হয় না। আমরা হৃদয়াসনে আপনাদের এই দুই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত কল্লেম, ভক্তিচন্দনে যেন দিবানিশি এই দুই মূর্ত্তির পূজা ক'রে কৃতকৃতার্থ হই। আপনাদের এই দুই জনের দেহ মধ্যেই সেই বিরাট পুরুষ বিরাজ কচ্ছেন, এ কথা এখন আমরা বেশ বুঝতে পাচ্ছি। সর্ষপপ্রমাণ বীজের মধ্যে যেমন বৃহৎ বৃক্ষ বিলীন থাকে, সেইরূপ আপনাদের উভয়ের দেহ মধ্যে সেই মহান্ পুরুষ অধিষ্ঠান কচ্ছেন। আমরা সে মহান্ পুরুষকে জান্‌বো কিরূপে? তাঁর তত্ত্ব বোধগম্য করা আমাদের অসাধ্য। তিনি সহজ জ্ঞানের অতীত, সহজ বুদ্ধির অগম্য, তাঁর শক্তি অনন্ত, অসীম, আমাদের ন্যায়

পাষণ্ডের পক্ষে বুঝা দুর্ল্লভ। আমরা আপনাদের দুই জনের দিব্যমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ নয়নগোচর কচ্ছি, এই দুই মূর্ত্তিই আমাদের সার, এই দুই মূর্ত্তিই আমাদের অর্চ্চনীয়, আমরা এই দুই মূর্ত্তিকেই স্বাকার ভগবান ব'লে জ্ঞান কচ্ছি।

শ্রীনিবাস। ওঃ কথা শুনে প্রাণ শীতল হলো, এমন মধুমাখা প্রেমের কথা আর কোথায় শুন্‌তে পাব ? আয় ভাই জগাই মাধাই, আমাকে কোল দে। তোদের মত ভক্তের কোল পেয়ে জীবন সার্থক করি। অহো ! দায়ময়ের দয়ার সীমা নাই, তাঁর মহিমা অনির্ব্বচনীয়, কেহই ধারণা কর্ত্তে সমর্থ হয় না। স্বপ্নেও যা কখন কেহ চিন্তা কর্ত্তে পারে না, আজ প্রত্যক্ষে সেই অনির্ব্বচনীয় ঘটনা ঘটলো। ওরে ভাই জগাই মাধাই ! কয়লার খনিতে কয়লার মধ্যে যে হীরক লুক্কায়িত থাকে তা এতদিন জান্‌তে পারি নাই, বুঝ্‌তে পারি নাই, আজ তা প্রত্যক্ষ দেখ্‌লেম। তোদের হৃদয়মধ্যে যে প্রেমপারাবার লুক্কায়িত ছিল, তা জানতেম না। আয় কোল দে, সেই প্রেমপারাবারে অবগাহন ক'রে জীবন শীতল করি, জন্ম সফল করি, দেহ মন পবিত্র করি। ফল্গুনদীর বালার ভিতর যেমন স্বচ্ছ সলিল লুক্কায়িত থাকে, তোদের হৃদয়মধ্যে যে সেইরূপ পবিত্র প্রেমসলিল বিলীন ছিল, তা স্বপ্নেও চিন্তা করি নাই, এখন বারি ভেদ ক'রে সেই জল উথলে উঠেছে, আয়, কাছে আয়, এক বার সেই পবিত্র জল স্পর্শ

করি। ভাই! এই অল্প সময়ের মধ্যে তোরা যে দয়াময়ের তত্ত্ব বুঝতে পেরেছিস, জন্ম জন্ম সাধনাতেও অন্য কেহ সেইরূপ বুঝতে পারে না। জানি না, তোরা দুই জনে জন্ম-জন্মান্তরে কত পুণ্য করেছিলি, সেই পুণ্যের পরিণাম আজ প্রত্যক্ষ হলো। ভাই রে সাধনার পথ সহজ নয়, বড়ই দুর্গম, তোরা সেই পথে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিস্, তোদের দৃষ্টান্তে সংসারে অনেক মানুষ শিক্ষা পাবে, সেই শিক্ষার বলে তারা অনেক অগ্রসর হবে। আমরা তোদের অপেক্ষা অনেক পশ্চাতে পড়ে আছি। তোদের মুখ দেখে আজ আমরা ধন্য হলেম, এমন প্রেমিক ভক্ত আর কোথায় পাব। তোদের মত ভক্তের সঙ্গ সকলের ভাগ্যে ঘটে না। আহা! বুঝতে পেরেছি, তোদের উপর ভগবানের এত কৃপা হলো কেন। দুষ্ট সন্তানের উপরেই জননীর স্নেহ অধিক হ'য়ে থাকে, ইহা সংসারের স্বাভাবিক নিয়ম। সেইরূপ দুরন্ত বলে তোদের উপর ভগবানের অধিক স্নেহ—অধিক দয়া—অধিক বাৎসল্য জন্মেছে। তাঁর প্রসাদেই ক্রূর ভুজঙ্গের মাথায় মাণিকের সৃষ্টি হয়, তাঁর কৃপাতে লবণাক্ত সাগরগর্ভে মহার্ঘ্য মুক্তা জন্মে, তাঁর প্রসাদেই তোমাদের হৃদয়মন্দিরে অমূল্যরত্ন ভক্তিপ্রেমের আবির্ভাব হয়েছে। তোদের হৃদয় যে দয়াময়ের নির্ম্মাণ কৌশলের পরাকাষ্ঠা, তা এখন আমরা বেশ বুঝতে পাল্লেম। আজ আমাদের সকল ভ্রম ঘুচলো, আমরা এতদিন

কোহিনুর চিন্‌তে পারি নাই, হীরককে সামান্য প্রস্তর ব'লে জ্ঞান কর্ত্তেম। আর অধিক কি বল্‌বো, তোদের ঘৃণা ক'রে আমরা মহাপাপ অর্জ্জন করেছি—বুঝি সে পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত নাই। এখন তোরা আমাদের ক্ষমা কর। আয় ভাই তোরা আয়, আমাকে তোদের প্রেমপূর্ণ কোল দে, আমার জন্ম সার্থক হোক।

গীত।

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল আড়ঠেকা।

আয় আয় কোল দে ভাই।
তোর অঙ্গ স্পর্শে জীবন জুড়াই॥
কে আছে তোর মত, ভগবানের হেন ভক্ত,
বহু পুণ্যে তোর দেখা আজি পাই।
জপিলে গৌরের সুধামাখা নাম, আস্‌তে হবে না ভবধাম,
পাবি সেই মোক্ষ ধাম, যেথা সে গোসাই।
তুই অতি পুণ্যবান, কে আছে তোর সমান,
তোর অঙ্গ স্পর্শ করি ভবপারে যাই॥

জগাই। পূজনীয় চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, ওকথা কেন বলছেন? আমাদের তুল্য হীনপ্রকৃতির লোক কি আর ত্রিভুবনে আছে? আমাদের যারপরনাই নীচ স্বভাব। আমরা জগৎসংসারে যেরূপ ঘৃণার্হ, এরূপ আর কেহ নাই। আপনার ন্যায় মহা-পুরুষকেও আমরা বিদ্রূপ কর্ত্তে কুণ্ঠিত হই নাই। আমাদের সে অপরাধের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? আপনার নিকট বিনীত

প্রার্থনা, আপনি করুণা ক'রে নিজ গুণে আমাদিগকে ক্ষমা করুন। মলিন পাষাণখণ্ডের উপর যদি সূর্য্যকিরণ পড়ে, তা হলে তাহা যেমন উজ্জ্বল দেখায়, পুষ্প সংযোগে জল যেমন সুগন্ধ হয়, সেইরূপ প্রভুর শ্রীপাদপদ্মের গুণে আমাদের জলবৎ নীচগামী নিকৃষ্টচিত্তও বিপরিত পথ থেকে—কুপথ থেকে সুপথে ধাবিত হয়েছে। আমরা ঘোরতর নরককুণ্ডে পতিত ছিলাম, প্রভুর মহিমায় সুধাহ্রদে ডুব দিলেম। আমা-দের এই অবস্থা দেখেই ভগবানের মহিমা স্পষ্ট উপলব্ধি হচ্ছে। তাঁর কৃপায় কুপথে পতিত লোক সুপথে আগমন করে। তাঁর কৃপায় এমন অভাবনীয় বা এমন আচন্তনীয় কাজ নাই, যাহা সিদ্ধ হতে পারে না। তাঁর লীলা বুঝা ভার; তাঁর লীলায় সংসারে যে কত উন্নতি অবনতি হচ্ছে, কে তার ইয়ত্তা কর্ত্তে সমর্থ হয়? আমাদের দৃষ্টান্তে সংসারে যে কত উপ-কার—কত মঙ্গল হলো, তা বলাই বাহুল্য। আমাদের এই ঘটনা দেখে লক্ষলক্ষ নিরাশ প্রাণে আশার প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হলো। আমাদের মত আদর্শ মহাপাপী আর কোথায় আছে চক্রবর্ত্তী মহাশয়? আহা, হরিনামের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা। যে প্রাণ ভরে একবার হরিবোল বলে ডাকে, বা সেই নাম-সুধা পান করে, সে যত বড় মহাপাপী হোক না কেন, অব-হেলে ভবসাগর উত্তীর্ণ হয়ে যায়। আমি কীটানুকীট, ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে আদর্শ পাপী, আমার কি শক্তি আছে? এই যে অনি-

র্ব্বচনীয় ঘটনা ঘটলো, ইহা বুদ্ধির অগম্য, কল্পনার অতীত, স্বপ্নের অগোচর। হিরণ্যকশিপু, কংস প্রভৃতি অত্যাচারীরা যেমন শত্রুতা ক'রে চরমে পরম পদ লাভ করেছিল, আজ এই নরাধম আমিও প্রভুর শ্রীঅঙ্গে প্রহার ক'রে শেষে উদ্ধার হলেম, আমার জন্ম সফল হলো। ভগবানের এই লীলা বুঝা আমাদের ন্যায় মূর্খের কর্ম্ম নয়। আমরা সংসারস্রোতের মুখে তুচ্ছ তৃণের ন্যায় ভাস্‌ছি, সেই দয়াময়ের দয়াতে অদ্য অকূলের দিক থেকে কূলের দিকে অগ্রসর হলেম; চক্রবর্ত্তী মহাশয়, এইটুকুমাত্র আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, এর বেশী বুঝিবার শক্তি আমার নাই। আর বুঝেছি, হরিনামই জগতের সার। দিবানিশি সেই নাম গান ভিন্ন আর কোন কাজে যেন মতি না হয়।

গীত।

রাগিণী পরজ—তাল ধামার।

চিরদিন ভেসে ভেসে অকূলে।
আজ কূল পেলেম ভবের কূলে॥
আহা কি প্রভুর লীলা, আর নাই কোন জ্বালা,
দয়াময়ের কিবা খেলা, পাতকীরে তরালে।
আর কি ভয় সে শমনে, প্রাণ বাঁধা প্রেমের টানে,
বিনা ভজন বিনা সাধন, নিত্যধন করতলে॥
ছিনু মত্ত মোহমদে, মুগ্ধ বারাঙ্গনা মদে,
মজিনু এবে প্রভুপদে, কাটিনু সে ভ্রান্তিজালে।
প্রভু দয়া অবতার, কল্লে পাপী ভবপার,
সূর্য্যসুতে ডরি না আর, হরি হরি হরি ব'লে॥

গদাধর। ভাই জগাই! তুমি যে এমন প্রেমিক,তোমার হৃদয়-মন্দির যে প্রেমে গঠিত, তা আমরা এতদিন বুঝতে পারিনি। আমরা মোহান্ধ, কোন্‌টা রাং, কোন্‌টা সোনা, চিন্‌বো কেমন ক'রে। যদি জহুরী হতেম তা হ'লে বুঝতে পাত্তেম। প্রভু আমাদের পাকা জহুরী, ওঁর কাছে কিছু লুকোছাপা নেই; উনি তোমাকে দেখেই চিনে নিয়েছেন; তাই প্রেম দান ক'রে তোমাদিগকে স্নেহের শীতল কোল দিয়ে প্রাণের অভাব মোচন ক'রে দিলেন। এমন সৌভাগ্য আর কার ঘটে? ভাগ্যবান্ না হ'লে এমন সৌভাগ্যের অধিকারী হ'তে পারে না। তুমি জন্মজন্মান্তরে কত মহা পুণ্য করেছিলে, তার ইয়ত্তা নাই; তা না হ'লে এমন সৌভাগ্যের অধিকারী হবে কেন? আমরা এতদিন প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মত রয়েছি, কিন্তু তাঁর গভীর লীলার, গভীর ভাবের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝতে পারিনি, কিন্তু তুমি এক মুহূর্ত্তে সেই ভাব বুঝতে পেরে তাঁর প্রেম লাভের অধিকারী হ'লে, সুতরাং তোমার ভাগ্যের পরিসীমা নাই—তোমার গুণের ইয়ত্তা করা আমাদের অসাধ্য। এত গুণের আধার না হ'লে কি তোমার হৃদয়ে দয়াময়ের আসন প্রতিষ্ঠিত হয়? তুমি আর এখন পূর্ব্বের মত জগাই নও; এখন তুমি আমাদের পূজনীয় জগাই ভাই—আমাদের কেন, এখন তুমি জগতের পূজ্য। এখন আর অধিক কি বল্‌বো, কাছে

এসো, আমাকে কোল দাও, তোমার স্পর্শে দেহ মন পবিত্র করি—প্রাণ শীতল হোক।

(জগাই ও মাধাইয়ের সহিত আলিঙ্গন)

সকলে। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

অদ্বৈত। ভাই জগাই! ভাই মাধাই! আমি বুড়ো এক পাশে পড়ে রয়েছি, তবু এ সুখে বঞ্চিত হই কেন? আমার অদৃষ্টে কি এ সৌভাগ্য ঘটবে না? আয় ভাই, আমাকে একবার কোল দে। জগাই! তুমি মনুষ্যদেহে মূর্ত্তিমান্ প্রেমের অবতার; নতুবা এমন ঘটনা ঘটবে কেন? তুমি ছদ্মবেশে ছল ক'রে নীচ সংসর্গে বেড়িয়েছ, পাছে আমরা চিন্‌তে পারি, এই মনে ক'রে ধরা দাও নাই। এখন সব বুঝতে পাল্লেম, সব ধাঁধা ঘুচে গেল। আর আমরা তোমাদের ছাড়ছি না। মেঘ মুক্ত হ'লে চন্দ্রের তেজ যেমন দ্বিগুণ প্রদীপ্ত হয়, তোমাদের দেহেও এখন সেইরূপ দিব্য জ্যোতিঃ প্রকাশ পাচ্ছে, এ জ্যোতিতে প্রাণ শীতল হয়, যত দেখি, ততই দেখতে ইচ্ছা বলবতী হয়ে উঠে। ভাই! আমার বয়স অনেক হয়েছে, পৃথিবীতে কত রকম কাণ্ডই দেখেছি, কিন্তু আজকের এই ঘটনার মত অদ্ভুত কাণ্ড কখনও প্রত্যক্ষ করি নাই। ভগবানের লীলারঙ্গ যে এমন অদ্ভুত, তা বুঝতে আমার সামর্থ নাই। আজীবন স্তবস্তুতি ক'রে যাঁকে লাভ করা দুষ্কর, আত্মীয় স্বজন—সংসার পরিত্যাগ ক'রে সংযমী

যতি ঋষিরা যুগযুগান্তেও যাঁর তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম কর্ত্তে পারে না, সেই নিত্যধনকে তুমি মুহূর্ত্তের মধ্যে হৃদয়-আসনে প্রতিষ্ঠা কল্লে। এই সব কাণ্ড দেখে আজ বুঝলেম যে, মানুষের বাহ্যিক ভাব দেখে তাঁকে চিন্‌তে পারা বড়ই কঠিন। বাহ্যিক যাকে পিতল বলে বোধ হয়, তার অন্তরে কাঞ্চনরাশি বিরাজ কচ্ছে,যার বাহির মলিন প্রস্তরবৎ দৃশ্যমান,হয় ত তার হৃদয়ে কোহিনুর বিরাজ করে। ভাই রে, তোর হৃদয় যে এমন অমূল্য নিধিতে গঠিত, তা আগে জান্‌তেম না। আজ আমাদের চৈতন্যের উদয় হলো। আমরা অতি ঘৃণিত কীটানুকীট, আমাদের জন্মই বৃথা, আমরা এ যাবৎ প্রভুকে চিন্‌তে পাল্লেম না। তুই-ই ভাই প্রেমের যোগ্য পাত্র, তুই-ই ভগবৎপ্রেমের প্রকৃত অধিকারী, তোর জন্মই সার্থক।

জগাই। ভগবন! আপনি পূজনীয়, আপনি আমাদের প্রতি এ সকল বাক্য ব'লে আর অপরাধী কর্‌বেন না, আর পাপের বোঝা বৃদ্ধি করবেন না। আমরা চিরপাপী, ভ্রমেও কখন সৎপথে চলি নাই, ভ্রমেও একদিন সৎসঙ্গে বেড়াই নাই, আমাদের পাপের সীমা নাই। আমাদের সকল অপরাধ আপনারা ক্ষমা করুন, আপনার পবিত্র চরণ ধূলি আমার মস্তকে দিন, আমি কৃতকৃতার্থ হই। আপনার কৃপাতেই চক্রবর্ত্তি মহাশয় প্রেমসাগরের কূলে উপস্থিত হয়েছেন, আমাদের প্রতিও সেইরূপ কৃপা বিতরণ করুন।

(অদ্বৈতের পদতলে পতন)

অদ্বৈত। আরে জগাই ! ভাই ! কর কি ? কর কি ? এই রে সর্ব্বনাশ কল্লে। আমার দফা রফা সারলে। অপার পাপের সাগরে আমাকে ডোবালে। প্রেমিক ভক্তে আর ভগবানে কোন প্রভেদ নাই। বরং ভগবানের কাছে অপরাধ কল্লে ক্ষমা পাওয়া যায়, ভক্তের কাছে অপরাধী হ'লে তার নিষ্কৃতি নাই। ভাই রে, আমাকে অপরাধী করো না, আমার পাদস্পর্শ ক'রে আমাকে দুষ্কর নরকে নিমগ্ন করো না। তোমার তুল্য ভক্তের কাছে যে অপরাধী হয়, ত্রিলোকতলে তার কুত্রাপি স্থান নাই। অগতির গতি শ্রীহরি যাকে নিজ শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান দিয়েছেন, তার সমকক্ষ হ'তে পারে,এমন লোক স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল মধ্যে কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। তুমি আমার নিকট বিনয় প্রকাশ কল্লে আমার পাপের ভার আরও বেড়ে উঠবে, পাদস্পর্শ ত দূরের কথা। আহা ! আজ এই জগাই মাধাইয়ের হৃদয় কি অপূর্ব্ব জ্যোতিতে আলোকিত হয়েছে। ইহাদের হৃদয়ে আর গর্ব্ব নাই, অভিমান নাই, রাগ নাই—দ্বেষ নাই। আজ এদের হৃদয়ে প্রেমের পারাবার। ধন্য দয়াময়, তোমার লীলা।

নিমাই। আচার্য্য মহাশয় ! কুজ্ঝটিকা হ'লে প্রথমতঃ রৌদ্র লোপ পায়, চারিদিক অন্ধকারে ডুবে থাকে, কিন্তু সেই কুজ্ঝটিকা দূর হ'লে রৌদ্র যেমন প্রখরতর হয়, সংসা-

রের গতিও সেইরূপ। সদ্‌জ্ঞানের উপদেশ পেলে অপকৃষ্ট আবার উৎকৃষ্টে পরিণত হয়। এই জগাই মাধাই তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। সয়তানের বশীভূত হ'য়ে লোকে কুপথগামী হয়, তার মতি ভ্রান্ত হ'য়ে পড়ে, কিন্তু একবার ভগবানের কৃপা-কণা পতিত হ'লে,একবার তাঁর ক্ষণিকমাত্র দয়াদৃষ্টি পড়্‌লে সেই মানব যে কত উন্নত হয়ে উঠে,তা চিন্তা কল্লেও বিস্মিত হতে হয় ; তাঁর কৃপায় লঘুচিত্ত উদারতা অবলম্বন করে,ক্ষীণ প্রাণ উচ্চাশয় ধারণ করে। ভগবানের মধুর নামের গুণে ভব-ব্যাধি দূরে পলায়ন করে, মোহপাশ ছেদিত হয় ; এমন শাণিত অস্ত্র আর নাই। আজকার জগাই মাধাই তার প্রকৃত দৃষ্টান্ত। এই যে সকল মানুষ সংসারে দেখতে পাচ্ছেন, বুঝতে হবে যে, এদের দেহের মধ্যে আর একজন মানুষ আছে। তার প্রচ্ছন্ন ভাব উপলব্ধি করা যায় না। হৃদয়মন্দিরে বাসনার কালি বিদ্যমান, সেই কালিতে সব গুণ ঢাকা থাকে। যদি হৃদয়মন্দির থেকে একবার সেই কালি মুছে ফেলা যায়,তখন তার হৃদয় দার্শনিক তত্ত্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠে। দেখুন, স্বাতী নক্ষত্রের জল বংশের উপর পড়লে তার মধ্যে বংশলোচনের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ সদুপদেশের গুণে মলিন হৃদয়ও দিব্য জ্যোতিতে আলোকিত হয়ে উঠে। এই কারণেই আজ জগাই মাধাইয়ের মুখে সদর্থযুক্ত তত্ত্বকথা বহির্গত হয়েছে। এই প্রকার অঘটন ঘটনা সম্পাদনের জন্যই

আমি ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছি ; শত শত, সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ লোককে আমি কুপথ থেকে সুপথে আন্‌বো ; তাদের অন্তরের কালি মুছিয়ে দিয়ে সেখানে তত্ত্বজ্যোতির প্রতিষ্ঠা কর্‌বো। যাতে সংসারের জীব আর ভবক্ষুধায় ব্যাকুল হয়ে ছটফট না করে, আমাকে তারই চেষ্টা কর্ত্তে হবে, কর্‌বোও তাই। মধুর হরিনামের যে কি গুণ, তা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। এই নামের গুণে সংসারের সব জ্বালা দূর হয়ে যায়, ভবের ক্ষুধা বিনাশ পায়—ভ্রান্ত জীব ভ্রান্তি ছেড়ে তত্ত্বপথের পথিক হয়। এখন এসো, নাম-সুধায় মত্ত হই—

(কীর্ত্তনের সুর)

তিওট।

যেরূপে তোমায় ভাবে ওহে দয়াময়।
(ওহে কৃপানাথ)
পূর্ণ হয় সাধ, ঘুচে অবসাদ, অভাব কিছুই না রয়॥
(ওহে কৃপা নাথ)

আড়খেম্‌টা।

নিত্যধন ভুলে, ভ্রান্তি সলিলে, মগ্ন সব জন,
(ওহে কৃপা নাথ) মগ্ন সব জন,
পুত্র দারা পেয়ে, মদে মত্ত হয়ে, নিত্য অচেতন।
(শেষ দিন ভাবে না হৃদে)
শমন আসি কেশে ধর্‌বে যবে।

লোফা।

দীনহীনগতি, ওহে রমাপতি, শরণ লই রাঙা পায়।
দেও গো সুমতি, অগতির গতি, এ দাস যেন তব পদে বিকায়॥

মেল্‌তা।

ওহে দয়াময়, হও হে সদয়, দাস যেন অভয় পদ পায়॥

জগাই। প্রভো। এখন এ অধমের একটি নিবেদন আছে।

নিমাই। কি? স্বচ্ছন্দে বল্‌তে পার।

জগাই। প্রভো! আমাদের এই চতুর্ব্বর্গপ্রদ ধর্ম্মের কতকগুলি অন্তরায় হয়ে উঠেছে। জনকয়েক অহঙ্কারের দাস, অভিমানের পূর্ণ অবতার আর প্রধানতঃ কাজী সাহেব ইহার অন্তরায়। তাদের প্ররোচনাতেই আমি অন্ধ হয়ে আপনাদের বিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম; কিন্তু এখন বুঝতে পাচ্ছি,তারা ধর্ম্মের পরম শত্রু হলেও আমার পরম হিতৈষী। তারাই আমার উন্নতির মূল। যদি তাদের কথায় আমি আপনার বিপক্ষ হয়ে না দাঁড়াতাম, তা হ'লে আমার ভাগ্যে এ উন্নতি কখনই ঘট্‌তো না।

নিমাই। ভাই, দয়াময় ভগবানের কৃপার সীমা নাই। বর্ষাকালের জলধারা যেমন সকল স্থানেই পতিত হয়, তাঁর কৃপাও সেইরূপ আপামর সকলের উপর নিপতিত হয়ে থাকে। তাঁর দয়ার পাত্র সকলেই হবে সন্দেহ নাই; তাঁর কৃপালাভ

ক'রে সকলেই কৃতার্থ হবে। অন্যের কথা দূরে থাকুক,ম্লেচ্ছ-ধর্ম্মাবলম্বী লোকও তাঁর কৃপালাভে বঞ্চিত হবে না। হিন্দুতে আর ম্লেচ্ছে যে পার্থক্য জ্ঞান করে, ভগবানে তার বিশ্বাস আছে, এ কথা বলি কি প্রকারে? হিন্দু যেমন ভগবানের সৃষ্ট, যবন ম্লেচ্ছও সেইরূপ তৎকর্ত্তৃক সৃষ্ট জীব। যারা অহঙ্কারের দাস, অভিমানে যারা আত্মহারা, যাদের চিত্ত দুর্ব্বল ও সঙ্কীর্ণ, তারাই এইরূপ ভেদাভেদ জ্ঞান করে পাতকে নিমগ্ন হয়। দেখ,হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে অনেকেই ঘৃণিতকর্ম্মা,কার্য্যে তারা পিশাচ অপেক্ষাও হেয়, আপনাদের অনুষ্ঠিত কার্য্যের দিকে লক্ষ্য নাই; কিন্তু ভেদ জ্ঞান করে বিধর্ম্মীদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করে। যাতে তাদের সেই গর্ব্বের বাঁধ ভেঙে যায়,তাদের অভিমান আর হৃদয়ে থাকতে না পারে, চিত্তের দুর্ব্বলতা দূর হয়ে যায়, সংকীর্ণতাকে আর মনমন্দিরে আসন না দেয়, আমি তারই জন্য প্রাণপণে যত্ন-বান, কর্‌বোও তাই। জীবকুলকে ভবপারের সুপন্থা প্রদর্শন করাই আমার কার্য্য। তাই বল্‌ছি ভাই, কি হিন্দু,কি ম্লেচ্ছ কেহই ভগবানের কৃপালাভে বঞ্চিত হবে না। এখন আর অন্য কথায় কাজ নাই, চল, এস্থান থেকে চ'লে যাই। আগামী কল্য আমাকে অন্যস্থানে যেতে হবে। বিশেষ একটি কাজ আমার স্কন্ধে অর্পিত আছে।

গদাধর। আপনি স্থানান্তরে যাবেন?

নিমাই। হঁা, কর্ত্তব্যসাধনের উদ্দেশ্যেই যেতে হবে।

গদাধর। আপনি কি একাকী আমাদের পরিত্যাগ ক'রে যাবেন ?

নিমাই। না গদাধর, একা যাব না,তোমরা আমার চির সাথী তোমাদের ফেলে কি আমি যেতে পারি ? সদলবলে গমন করাই আমার উদ্দেশ্য।

চন্দ্র। বৎস নিমাই! একটী কথা জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পারি কি ?

নিমাই। স্বচ্ছন্দে, আপনি জিজ্ঞাসা কর্‌বেন, এ বিষয়ে আবার আমার মতামত জান্‌বার আবশ্যক কি ?

চন্দ্র। কোথায় যেতে হবে বাবা ? কল্য কোথায় গমন কর্‌বার কল্পনা করেছ ?

নিমাই। প্রথমে সপ্তগ্রাম যেতে হবে।

চন্দ্র। "প্রথমে" এ কথার তাৎপর্য্য কি ?

নিমাই। সপ্তগ্রামের কার্য্য সমাধা ক'রে তৎপরে অন্যত্র গমনের কল্পনা আছে।

চন্দ্র। আর কোথায় ?

নিমাই। সপ্তগ্রাম হ'তে একবার কাঁচড়াপাড়ায় যাব।

অদ্বৈত। তথায় গমনের কি কোন আবশ্যক আছে ?

নিমাই। বিনা প্রয়োজনে আমি কুত্রাপি যাই না; বৃথা ভ্রমণ করা আমার উদ্দেশ্য নয়।

অদ্বৈত। ভাল, সপ্তগ্রামে গমনের উদ্দেশ্য কি ?

নিমাই। সেখানে উদ্ধারণ দত্ত নামে এক ব্যক্তি আছে, তার নাম শুনেছেন কি ?

অদ্বৈত। হাঁ, শ্রুত আছি।

নিমাই। তার নিকট যাওয়াই উদ্দেশ্য।

অদ্বৈত। কেন ?

নিমাই। সে ব্যক্তি একজন পরম ভাগবতভক্ত। দিবানিশি হরিপদ চিন্তাই তার ব্রত; অন্য চিন্তা তার হৃদয়ে স্থান পায় না। তবে গর্ব্বিত মোহান্ধ মানুষের বিবেচনায় সে পতিত নিকৃষ্ট জাতি।

অদ্বৈত। সে কি জাতি ?

নিমাই। সুবর্ণবণিক্ !

অদ্বৈত। ভক্তের আবার জাতিবিচার কি ?

নিমাই। পাষণ্ডেরা তা বুঝতে পারে না। সে ব্যক্তি যেরূপ ভক্ত, তাতে আমার বিবেচনায় তার পাদোদক পান কল্লে, সাধু ব্যক্তির দেহও পবিত্র হয়।

অদ্বৈত। সেখানে কি উদ্দেশ্যে গমন ?

নিমাই। আমি তার গৃহে উপস্থিত হয়ে একসঙ্গে আহার কর্‌বো—ভক্তবৃন্দের উৎসাহ বর্দ্ধন কর্‌বো। জাতিভেদের সঙ্কীর্ণতা যাতে দূর হয়ে যায়, প্রেমিক ভক্তেরা যাতে সম্মান প্রাপ্ত হয়, পাষণ্ডগণ যাতে দমন হয়, আমাকে সেই কাজ

কর্ত্তে হবে , আমার জীবনের ব্রতও তাই। এই উদ্দেশ্যেই আমাকে সপ্তগ্রামে যেতে হবে।

অদ্বৈত। ভাল, ভাল, শুনে সুখী হলেম। আর একটি বিষয় জিজ্ঞাস্য আছে। কাঁচড়াপাড়ায় যাবার উদ্দেশ্য কি ?

নিমাই। সে কথা ভবিষ্যতেই প্রত্যক্ষ হবে। এখন প্রকাশের কোন প্রয়োজন নাই। তত্রত্য মহান্ কাণ্ড দেখে ভক্তের হৃদয় প্রেমে উল্লাসিত হয়ে উঠবে।

অদ্বৈত। সেই ভাল। এখন কি কর্ত্তব্য ?

নিমাই। কর্ত্তব্য আর কি ? এখন নামসুধা পান কর্ত্তে কর্ত্তে সকলে যাওয়া যাক্।

অদ্বৈত। তথাস্তু।

(সংকীর্ত্তন)

সে যে ভক্তির ভগবান্।
ভক্তে ডাক্‌লে তারে, রইতে নারে, ছুটে ছুটে হয় আগুয়ান॥
(ওরে সে যে ভক্তির ভগবান।)
কভু বৈকুণ্ঠেতে রয়,কভু গোলোকে ভ্রময়,
সর্ব্বধামে সর্ব্বক্ষণ আছে বিদ্যমান।
(ওরে সে যে ভক্তির ভগবান।)
পিয়ো পিয়ো সুধানাম, হরি বল মুখে অবিরাম,
শমন দমন হলে তুল রে নিশান॥
(ওরে সে যে ভক্তির ভগবান।)
সে যে ভক্তের বল্লভ, সে যে মাধব যাদব,
প্রাণে প্রাণে ভাব তারে অবিরাম॥
(ওরে সে যে ভক্তির ভগবান।)

[গাইতে গাইতে সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

——**——

প্রথম গর্ভাঙ্ক

———

দৃশ্য—কাঁচড়াপাড়া, প্রকাশ্য পথ।

(নিমাই, নিতাই, গদাধর, অদ্বৈত, উদ্ধারণ, চন্দ্রশেখর, জগাই, ও মাধাই প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের প্রবেশ।)

জগাই। (উদ্ধারণের প্রতি) দত্ত মহাশয়, আপনার সম্মিলনে আমি আজ জন্ম সার্থক জ্ঞান কল্লেম।

উদ্ধারণ। ভাই, উভয়তঃ। প্রভুর কৃপার পরিসীমা নাই। আমি পতিত অধমজাতি, সকলেই আমাকে ঘৃণা করে, আমাকে স্পর্শ কল্লে সকলেই অশুচি হবার আশঙ্কা করে,

কিন্তু প্রভু কৃপা ক'রে এ অধমকে উদ্ধার কল্লেন। প্রভুর অধমতারণ নাম আজ আমাকে উদ্ধার ক'রে সার্থক হলো।

জগাই। প্রভুর নাম সার্থক হয়েছে, আমার ন্যায় মহাপাপীকে উদ্ধার ক'রে। আমি আর আমার ভাই সংসারে আদর্শপাপী, আমাদের তুল্য পাপী এ রাজ্যে কে বলুন দেখি দত্ত মহাশয়? আপনি চিরদিন সদাচারে নিরত; দিবানিশি ভগবৎপ্রেমে মত্ত, হৃদয়মন্দিরে আজীবন হরিকে চিন্তা ক'রে থাকেন, আপনার দেহে কলঙ্কের লেশমাত্র নাই। সুধামাখা হরিনামপানে আপনি সর্ব্বদা বিভোর, আপনি ত কৃপাময়ের কৃপা লাভ কর্‌বেনই, এটা আর বিচিত্র কথা নয়। যথাকালে প্রাণপণ যত্ন ক'রে যে ব্যক্তি জমি চাষ করে বীজ বপন করে, কালে সে যে তার সেই যত্নের উপযুক্ত ফল পাবে, এটা আর আশ্চর্য্যের বিষয় নয়; সুতরাং আপনি যখন আজীবন হরিপদে মন নিবিষ্ট করেছেন, তখন ত আপনি প্রভুর কৃপালাভে অধিকারী। কিন্তু আমার কথা ভেবে দেখুন দেখি, বিনা ভজনপূজনে, বিনা স্তবস্তুতিতে, বিনা সাধনায়, বিনা যত্নে আমি দয়াময়ের স্নেহ লাভ কল্লেম এটা কি অভাবনীয় আশ্চর্য্য ঘটনা নয়? সুতরাং বিবেচনা কর্ত্তে গেলে আমাকে উদ্ধার করেই দয়াময়ের অধমতারণ নাম সার্থক হয়েছে।

উদ্ধারণ। ভাই, তুমি সহজ বুদ্ধিতে এ রকম বল্‌ছো

বটে, কিন্তু দয়াময়ের স্বভাব বিচিত্র ; তাঁর হৃদয়ে দ্বিধাভাব নাই,সৃষ্ট জীবমাত্রেই তাঁর কাছে সমান ; তিনি সকলের প্রতিই সমান দয়া প্রদর্শন ক'রে থাকেন। তাঁর বিচারে পক্ষা-পক্ষ দোষ নাই, মানুষে নিজকৃত কর্ম্মফলেই দুঃখের ভাগী হয় ; ভগবান্ কাউকে দুঃখকষ্ট দিতে ইচ্ছা করেন না। কিন্তু নির্ব্বোধ মানুষেরা তা বুঝতে না পেরে ভগবানের প্রতি দোষারোপ করে। কৃত পুণ্যপাপই সুখদুঃখের কারণ। বিবেচনা ক'রে দেখ, শূন্য হ'তে জলবর্ষণ না হ'লে যেমন শস্যের উৎপত্তি হয় না, সেইরূপ পুণ্য সঞ্চিত না থাকলে ভগবানের কৃপালাভে কেহই সমর্থ হয় না। জন্মজন্মান্তরে তোমরা দুই ভাই অনেক পুণ্যসঞ্চয় করেছিলে সন্দেহ নাই, তা না হলে এমন সৌভাগ্য ঘটবে কেন ? এমন উন্নতি লাভ তা না হ'লে কদাচ হতো না।

নিতাই। দত্ত মহাশয়, যা বল্লেন,সে কথা একরূপ সত্য স্বীকার করি। যার যেমন কর্ম্ম, ফল তদনুরূপ হয়, এ কথা অস্বীকার্য্য নয়। কৃত কর্ম্মের ফলেই সুখ-দুঃখ বা উন্নতি অবনতি ঘটে। কিন্তু একটী উপলক্ষ সংসারে চাই, একটা আদর্শের আবশ্যক। উপলক্ষ না হ'লে সংসারে মানুষের মোহনিদ্রা ভঙ্গ হয় না, আদর্শ না দেখলে কেউ মায়াজাল ছেদন কর্ত্তে পারে না। সেই উপলক্ষ—সেই আদর্শ যে সৃষ্টি হয়, তারও মূল একমাত্র ভগবান। যখন যখন সংসারে ধর্ম্মের

গ্লানি উপস্থিত হয়, অধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়, সংসারে নানারূপ অমঙ্গল ঘটে, জীবের দুর্দ্দশার পরিসীমা থাকে না, লোক পশুপ্রায় হয়ে উঠে, সেই সেই সময়েই ভগবান সময়োচিত কয়েকটী উপলক্ষ ও আদর্শের সৃষ্টি করেন। আমরাও সেই-রূপ উপলক্ষ মাত্র। রোগ হ'লে যেমন তাকে ঔষধ দান ক'রে নীরোগ কর্ত্তে হয়, আমরাও সেইরূপ ভবরোগে আক্রান্ত রোগীদের আরোগ্য কর্‌বার জন্য সংসারে এসেছি; যারা অভাবে পড়ে চারিদিক্ শূন্যময় দেখ্‌ছে আমরা তাদের অভাব মোচন কর্‌বো; কার কাছে কোনরূপ উপকার প্রাপ্ত না হয়ে যারা হা—হুতাশে ছটফট ক'রে বেড়াচ্ছে তাদের উপকার কর্‌বার জন্যই আমাদের সংসারে আগমন; যারা অভাবের তাড়নায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে চতুর্দ্দিকে প্রধাবিত হচ্ছে, আমরা তাদের অভাব পূরণ কর্‌বার জন্যই এখানে আগমন করেছি; কর্ত্তব্যই আমাদের জীবনের ব্রত, কর্ত্তব্যের অনুরোধেই মর্ত্ত্যলোকে আমাদের আগমন, কর্ত্তব্যের দিকেই আমাদের প্রখর দৃষ্টি। তাপিতকে শান্ত করা, তস্করকে সাধু করা, অপবিত্রকে পবিত্র করা, অনাথকে সনাথ করা, দুর্ব্বলকে সবল করা, পাষণ্ডকে ভক্ত করা, ঘৃণার্হকে পূজার্হ করা, ইহাই আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সদ্বংশে জন্মগ্রহণ কল্লেই যে মহৎ হবে আর নীচবংশে উৎপন্ন হলেই যে ঘৃণার্হ হবে, এমন কোন কথা নাই। চন্দনকাষ্ঠের ভস্মে কখন চন্দনগন্ধ

থাকে না; কণ্টক সমাকুল জঙ্গলের মধ্যে সুগন্ধি পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়। এমন অনেক নীচবংশজাত ব্যক্তি আছে যে, তাদের হৃদয় পরম পবিত্র—অভিসন্ধি পরমোদার; আবার উচ্চবংশজাত অনেককে এরূপ ঘৃণিত ও কুৎসিতাচারী দেখা যায় যে, তাহাদিগকে নরপ্রেত বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা সেই সকল বেছে বেছে যারা কুচরিত্র তাদের সুচরিত্র করবো, যারা অনুদার তাদের উদার কর্‌বো, যারা মোহান্ধ, তাদের আলোকে নিয়ে আস্‌বো, এক কথায় সমস্ত জীবকুলকে প্রেমের বন্যায় ভাসাব। আমরা এখানে লোককে দণ্ড দিতে আসি নাই, তাদের পরিত্রাণের জন্যই আমাদের আগমন। যতই নীচজাতি হোক না কেন, তাকে কোলে টেনে নিয়ে তার প্রাণের জ্বালা শীতল ক'রে দিব, কুপথগামীকে কুপথ পরিত্যাগ করিয়ে সুপথে নিয়ে আস্‌বো; যাতে সংসারের লোক বুঝতে পারে যে, কি ছোট কি বড়, ভজনসাধনে সকলেই পূর্ণ অধিকারী, তাই আমরা করবো, হিংসা দ্বেষ যাতে কারো হৃদয়ে বাস কর্ত্তে না পারে, আমাদিগকে সেই বিষয়েই তীব্র দৃষ্টি রাখতে হবে, ব্রাহ্মণবংশে জন্ম হলেই যে তিনি স্বর্গগামী হবেন আর নীচকুলে জন্মিলেই যে তাকে নরকে যেতে হবে, এমন কোন কথা নাই। স্বর্গের পথ বা নরকের পথ সকলের পক্ষেই তুল্য। যাতে সংসারের জীব এই গুহ্যতত্ত্বটি বুঝতে পারে, আমরা তাই

কর্‌বোই কর্‌বো। এই তত্ত্ব বুঝতে পাল্লেই সংসারে আর দুঃখের লেশমাত্র থাক্‌বে না,আর লোকে ভ্রান্তিপথে পদার্পণ কর্‌বে না। যাতে প্রেমরাজ্য স্থাপিত হয়, ভক্তির বাতাস চারিদিকে বহে, সুখের তরঙ্গে লোক মাতোয়ারা হয়ে উঠে আমরা তাই কর্‌বার জন্য এখানে এসেছি। যখন আমরা পূর্ণ মনোরথ হব, যে কার্য্যের জন্য ভবধামে এসেছি, সেই কার্য্য যখন সিদ্ধ হবে, তখন আর আমাদের আনন্দের সীমা থাক্‌বে না ; সেই সময় হতেই আমরা সংসারের সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ কর্‌বো ; কার্য্যসিদ্ধি হলে আর সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ কি ?

অদ্বৈত। তা অজ্ঞাত নই বাবা ! সে কথা বিলক্ষণ জ্ঞাত আছি। বেশ বুঝতে পাচ্ছি যে, যত সত্বর হয়, এখানকার কর্ত্তব্য শেষ কর্ত্তে পাল্লেই তুমি বাঁচো ; তা হলেই একবারে পগার পার। এমন ডুব মার্‌বে যে,আর তোমাদের উদ্দেশ্য পাওয়া যাবে না। বাবা ! তুমি ত কারো বাঁধাধরা নও,কারো নিজস্বও নও ; আমরা যেমন তোমাদের আরাধনা করি, এমন কত সহস্র সহস্র লোক তোমাদের পাবার জন্য লালায়িত হয়ে রয়েছে। কত শত শত পতিত লোক হা-হুতাশে ছটফট কচ্ছে, তাদের আশা তো তোমায় পূর্ণ কর্ত্তে হবে—সকল পতিতকেই তো তোমায় উদ্ধার কর্ত্তে হবে। তুমি যে পরের জন্যই ধরাধামে এসেছো, তা বিলক্ষণ অবগত

আছি। বিনা উদ্দেশ্যে কখনও ধরাধামে আস নাই—মহৎ উদ্দেশ্যেই তোমার আগমন; কিন্তু সেই উদ্দেশ্য বুঝতে পারা মানব-মনের অসাধ্য, সেটুকু যে বুঝতে পারে, তার আর ভাবনা কি ? নদীয়া থেকে সপ্তগ্রামে যে উদ্দেশ্যে এসেছিলে, তা ত বেশ বুঝতে পেরেছি, তার সাক্ষী এই উদ্ধারণ দত্ত। কিন্তু কাঁচড়াপাড়ায় আস্‌বার কি আবশ্যক, তাহা তো এ দুর্ব্বলের হৃদয়ে বোধগম্য হচ্ছে না।

নিমাই। এখনই সমস্ত প্রত্যক্ষ কর্ত্তে পার্‌বেন। সময় বড় অল্প, দিন দেখতে দেখতে চলে যায়, আর বিলম্ব করা অবিধেয়। যত শীঘ্র পারি, অবশিষ্ট কাজগুলি সমস্ত শেষ কর্ত্তে হবে।

(কুষ্ঠরোগী চাপাল গোপাল ভট্টাচার্য্যের যষ্টি হস্তে প্রবেশ)

চাপাল। (নিতাইয়ের চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়া) কৃপাময়! এই পাষণ্ড পতিতকে উদ্ধার কর্‌বার জন্যই কি ক্লেশ স্বীকার ক'রে এতদূরে আগমন করেছেন ? আহা! দয়াময়ের দয়ার পরিসীমা নাই। সংসারে প্রত্যক্ষই দেখতে পাই যে, রোগই ঔষধের অন্বেষণ করে, ঔষধ কখনও রোগের অন্বেষণ করে না ; কিন্তু আমার কি সৌভাগ্য, ঔষধ নিজ রোগ খুঁজে খুঁজে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। প্রভো! আপনি অগতির গতি,পতিতের ত্রাণকর্ত্তা, পাতকীর

উদ্ধার কর্ত্তা, আপনার পবিত্র পদতলে লুণ্ঠিত হচ্ছে, প্রভো! আমাকে ক্ষমা করুন। দয়াময়! দয়া ক'রে এই গতিহীন পাষণ্ডকে উদ্ধার ক'রে আপনার দয়াময় নাম সার্থক করুন, পতিতপাবন নাম সার্থক হোক।

গীত।

রাগিণী বিভাষ—তাল একতালা।

চরণে ধরি ওহে নিত্য নিরঞ্জন।
মোহ-তিমিরে আছি ডুবে হয়ে বিস্মরণ॥
অজ্ঞান আঁধারে মত্ত, না বুঝি তোমার তত্ত্ব,
অসত্যকে ভাবি সত্য মজিনু অধম॥
পরিণাম নাহি জানি, তুমি প্রভু চিন্তামণি,
উপায় কেবলমাত্র ও রাঙ্গাচরণ॥
তব পদে অপরাধী, ওহে অগতির গতি,
ত্রাণ কর কৃপা করি অধমতারণ॥

শ্রীনিবাস। (সবিস্ময়ে) এ কি? আপনার এরূপ অবস্থা কেন? আপনাকে যে চিন্‌তে পারা যায় না। আপনি সদাচারী ব্রাহ্মণ,ভ্রমেও ত কোনরূপ কদাচারে লিপ্ত হন না, তবে আপনার দেহে এমন মহাব্যাধির আক্রমণ হলো কেন?

চাপাল। আর বাবা! সে কথা জিজ্ঞাসা কর কেন? "যেমন কর্ম্ম,তেমন ফল, পাপ কল্লেই ভুগতে হয়" যে যেমন কার্য্য করে,তাকে তার উপযুক্ত ফল পেতেই হবে, কিছুতেই তা খণ্ডন করা যায় না। ব্রাহ্মণকুলে আমার জন্ম বটে,কিন্তু

কার্য্যে আমি হাড়িবাগদী অপেক্ষাও ঘৃণিত। আমার কার্য্য পিশাচের কার্য্য বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। মোহ অন্ধকারে আমার দুনয়ন আবৃত ছিল, কাজেই কোহিনুর চিন্‌তে না পেরে তুচ্ছ কাঁচে আদর করেছিলেম। আমার মুখে প্রতারণার মুখোস পরান ছিল, কেবল স্বার্থসাধনের জন্য বাহিরে সততা দেখিয়ে বেড়াতাম, কপট ধার্ম্মিক সেজে কপটতাজালে লোককে আবদ্ধ কর্ত্তে ত্রুটি করি নাই। বাবা! সে সব কথা মনে হলে এখন অন্তর্দ্দাহে দগ্ধ-বিদগ্ধ হই, আর প্রাণ ধারণে ইচ্ছা হয় না। যে সব কুকর্ম্ম করেছি, তার ফল তো ভোগ কর্ত্তে হবে। আমার কর্ম্মের ফল আমি ভুগবো না ত আর কে ভুগবে?

গদাধর। ভট্টাচার্য্য মহাশয়! চিন্‌তে পারেন কি? গঙ্গাতীরে যে সকল কথাবার্ত্তা হয়েছিল, তা স্মরণ হয় কি? এখন প্রণাম হই।

চাপাল। বাবা! খুব শিক্ষা পেয়েছি, হাতে হাতে ফল পেয়েছি, আর পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়ে দগ্ধ প্রাণকে দ্বিগুণ পুড়িও না। আমি বিনীতভাবে তোমাদের সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কচ্ছি, আমার অপরাধের সীমা নাই, আমার তুল্য প্রবঞ্চক প্রতারক ভুমণ্ডলে দৃষ্ট হয় না, ভণ্ডামীর আবরণে আমার হৃদয় ঢাকা ছিল, এখন সে আবরণ উন্মোচিত হয়েছে। কত দিন ভণ্ডামী চলে? কতদিন আর প্রতারণা কোরে

লোককে ঠকান যায় ? যা হোক, আর সে সব কথায় কাজ নেই, এখন তোমরা সকলে আমার অপরাধ ক্ষমা কর। বাবা ! তুমি আমাকে যে অভিশাপ দিয়েছিলে, দিবানিশি তাহা আমার অন্তরে জাগরিত আছে—সে কথা এখন আমার হাড়ে হাড়ে বিদ্যমান আছে। তুমি বলেছিলে—"আমার নির্দ্দোষ প্রভুকে যখন কটূ কথা বল্লে, তখন তোমার যে কি শাস্তি হয়, দেখতে পাবে।" বাবা ! সেই অভিশাপ জ্বলন্ত আগুণের মত অহরহ আমার হৃদয় পুড়িয়ে ছারখার কচ্ছে আমি অহংজ্ঞানে মত্ত হয়ে তোমাদের মত ভক্তের মহিমা বুঝতে পারি নাই ; প্রভুর অসীম মহিমার দিকে বিন্দুমাত্র লক্ষ্য করি নাই ; নিজের অহঙ্কারে আত্মহারা হয়ে পাপের পথে অগ্রসর হয়েছিলেম। এখন বুঝতে পেরেছি, প্রভুর অভয়চরণে যে অপরাধী হয়, তাহার শাস্তির শেষ থাকে না। মস্তকে সর্পাঘাত হলে মন্ত্রৌষধিতে যেমন কোন ফল দর্শে না, আমার পক্ষেও সেই দশা ঘটেছে। এ পাপের শাস্তি নরকেও নাই। প্রভুর নিগ্রহেই আমার এই দশা। আমার এই দশা দেখে সংসারের পাষণ্ডেরা অনায়াসে বুঝতে পার্‌বে যে, দয়াময়ের প্রতি দ্বেষ কল্লে তার এই দশা ঘটে। পুত্র কলত্রও ঘৃণায় আর আমার নিকটে উপস্থিত হয় না। বাটীতে থাকার আর আমার অধিকার নাই ; বাটীতে আর আমাকে কেহ প্রবেশ কর্ত্তে দেয় না। গ্রামের প্রান্তভাগে একস্থানে একখানি পর্ণ-

কুটীর বেঁধে সেইখানেই আমি একাকী অবস্থান করি। আমার মর্ম্মদাহের সমাপ্তি নাই—মৃত্যুই শ্রেয়ঃ বিবেচনা ক'রে কায়মনে তাঁকে ডাক্‌ছি ; কিন্তু মৃত্যুও বোধ হয় ঘৃণায় আমার নিকট উপস্থিত হচ্ছে না। এখানে অনেক যাতনা সহ্য ক'রে পরিশেষে শান্তি কামনায় বৈদ্যনাথে গিয়াছিলেম। মনে মনে আশা ছিল, বাবার কাছে হত্যা দিয়ে রোগমুক্তির কামনা করবো।

গদাধর। সেখানে হত্যা দিয়েছিলেন কি ?

চাপাল। শোনো না বাবা বলি। দুর্দ্দশার কথা এখনো শেষ হয় নাই। সেখানে গিয়ে বাবার মন্দিরে হত্যা দিলেম, নিশীথ সময়ে স্বয়ং দেবাদিদেব প্রত্যক্ষ হলেন।

গদাধর। প্রভু ভবানীপতি কি আদেশ কল্লেন ?

চাপাল। সেই কথাই বল্‌ছি বাবা, শোনো। বাবা বল্লেন "রে দুর্ব্বোধ ব্রাহ্মণ ! তোকে আরোগ্য করি, এমন শক্তি আমার নাই—আমার কেন, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালে এমন কেহই নাই, যে ব্যক্তি তোকে রোগমুক্ত কর্ত্তে সমর্থ হবে। তুই গৌরাঙ্গদেবের চরণে অপরাধী—তাঁর কৃপা ভিন্ন তোর পরিত্রাণের উপায় নাই। তিনি যদি তোকে ক্ষমা করেন, তবে তুই আরোগ্য যোগ্য। রে হতভাগ্য ! কলিকালে গৌরাঙ্গদেবই জীবের উদ্ধারকর্ত্তা, স্বয়ং ভগবান জীবের উদ্ধারের জন্য নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়েছেন। তুই মোহবশে তাঁকে চিন্‌তে

পারিস্ নাই, অমূল্য মাণিককে কর্দ্দম জ্ঞানে ফেলে দিয়েছিস্। এখনও তোকে সাবধান কচ্ছি, যদি আপনার কল্যাণ কামনা করিস্ তবে শীঘ্র গিয়ে তাঁর অভয়পদে শরণ গ্রহণ কর্। তিনি কৃপাময়, তাঁর কৃপার তুলনা নাই। তাঁর শরণাগত হ'লে তিনি অবশ্য তোর প্রতি কৃপাবারি সেচন কর্‌বেন—তিনি অপরাধীর অপরাধ গ্রহণ করেন না, শরণাগত হ'লে তিনি পরম শত্রুকেও আপনার কোলে টেনে নিয়ে থাকেন। গতি-হীনের তিনিই গতি, তিনি শরণাগতবৎসল। তাঁর নিকট গিয়ে চরণে লুণ্ঠিত হয়ে পড়্; তোর পরিত্রাণ হবে। নতুবা ত্রিজগৎ একত্র হলেও তোকে মুক্ত কর্‌বার সাধ্য নাই।"

গদাধর। তা বেশ করেছেন ঠাকুর মহাশয়। প্রভু আমা-দের দয়াময়। প্রভুর পদে যখন শরণ গ্রহণের বাসনা হয়েছে তখন আর আপনার ভয় নাই।

চাপাল। বাবা! তাই বল, তুমি পরম ভক্ত, তোমার বাক্য অব্যর্থ (নিমাইয়ের পদতলে পড়িতে উদ্যত)

নিমাই। ভট্টাচার্য্য মহাশয়! গাত্রোত্থান করুন, আর চরণে পতিত হবার প্রয়োজন করে না। আপনার হৃদয় যে কালিমা মণ্ডিত ছিল, তাহা যখন বুঝতে পেরেছেন, জ্ঞানোদয় হওয়াতে যখন সেই কালিমা ধুয়ে গিয়েছে, তখন আর আপ-নার ভয় কি? নিজের ভ্রম যখন বুঝতে পেরেছেন, তখন আর কোনই আশঙ্কা নাই। আমি কে? সেই দয়াময়ই ত্রাণ-

কর্ত্তা। তাঁর চরণে মতি রাখুন সকল দিকেই মঙ্গল হবে। আমি একটা উপলক্ষ্য বৈ ত নই। আপনি ব্রাহ্মণবংশোৎপন্ন, জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; আপনারা যেরূপ আচরণ কর্‌বেন, তাই দেখে লোকে শিক্ষা পাবে—সেই পথের অনুগামী হবে। আপনারা যদি কুপথে গমন করেন, তবে সুপথ শিক্ষা দিবে কে ? কার আদর্শে সংসারের লোক চল্‌বে ? সংসারে ব্রাহ্মণের অত্যাচারেই পাপের স্রোত বৃদ্ধি হয়েছে। যা হোক, সংসারে যখন ঘোর দুঃখের সৃষ্টি হচ্ছে, তখন পরিনামে দ্বিগুণতর মঙ্গলের সম্ভাবনা। মানুষের যখন দুঃখদুর্দ্দশার সীমা থাকে না, তখনই বুঝতে হবে যে, পরিণামে মহা সুমঙ্গল ঘটবে। দুঃখ কষ্ট না পেলে মানুষের মোহনিদ্রা ভাঙে না। বিপদে না পড়লে মানুষ ভগবানকে স্মরণ করে না ; ভগবান ভবানী পতির আদেশে আপনার মোহনিদ্রা ভেঙ্গেছে, সেই বাক্যে আপনার অটল বিশ্বাস জন্মেছে, সুতরাং আর আপনার ভয় বা চিন্তার কারণ নাই, আপনি নিঃসন্দেহে এই দারুণ ব্যাধির হস্ত হ'তে মুক্তি পাবেন। এখন আমি যা বলি তাই করুন।

চাপাল। দয়াময়ের আদেশ আমার শিরোধার্য্য। এখন আমাকে কি কর্ত্তে হবে, অনুমতি করুন।

নিমাই। আপনি এই স্থানেই অবস্থান করুন, নির্জ্জনে বসে কায়মনে ভগবানের আরাধনা করুন। যারা পথভ্রান্তিতে

বিপথে গমন কর্‌বে, আপনি তাদের সুপথ দেখিয়ে দেবেন। যারা মোহে অন্ধ হয়ে পড়্‌বে, যাতে তাদের সেই মোহান্ধকার দূর হয়, তার চেষ্টা কর্‌বেন, দিব্য জ্যোতিতে তাদের হৃদয় আলোকিত কর্ত্তে চেষ্টা কর্ব্বেন।

চাপাল। প্রভো! আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। আপনি যেরূপ আদেশ কল্লেন, আমি কায়মনে তা সম্পাদন কর্ত্তে কদাচ পশ্চাৎপদ হব না।

নিমাই। আর একটী কথা বলি শুনুন।

চাপাল। অনুমতি করুন।

নিমাই। এইরূপ কল্লেই আপনার সকল পাপ বিমোচন হবে। আপনারশরীরে ত রোগ আর বাস কর্ত্তেই পার্‌বে না; বরং পূর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল দিব্যকান্তি ধারণ ক'রে আপনি লোকের মনোরঞ্জন কর্‌বেন। আপনি এই স্থানে যে আশ্রম স্থাপন ক'রে ভগবানের আরাধনা কর্ব্বেন, ভবিষ্যতে এই আশ্রম অপরাধভঞ্জনের পাট ব'লে প্রসিদ্ধি লাভ কর্ব্বে। আপনার স্মরণার্থে প্রতি বর্ষে বর্ষে এখানে একটী উৎসব সমাধা হবে, সকলে সুধামাখা হরিনাম গান ক'রে এ স্থানকে মুখরিত করবে। এ স্থানের ধূলি যে ব্যক্তি মস্তকে ধারণ কর্ব্বে তার শমনভয় দূর হবে।

গদাধর। দেখ্‌লেন ভট্টাচার্য্য মহাশয়! প্রভুর দয়ার পরিসীমা নাই। একবার প্রভুর স্নেহের কণামাত্র যার উপর

পতিত হয়, তার রোগ, শোক,তাপ কিছুই থাকে না ; ভব-রোগে আর তাকে কষ্ট পেতে হয় না। আপনার রোগমুক্তি ত হবেই—হবেই বা কেন, হলো বল্লেই হয় ; তার উপর আপনার স্থিতিস্থান পরম প্রসিদ্ধ তীর্থে পরিণত হলো। ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হ'তে পারে ? আপনার জন্মান্তরকৃত বহু পুণ্য সঞ্চিত ছিল সন্দেহ নাই ; সেই ফলেই এই সৌভাগ্যের উদয় হয়েছে। এখন আর কোন চিন্তা নাই, আপনি প্রভুর আদেশমত কার্য্য করুন।

চাপাল। সে কথা আর বল্‌তে হবে না।

সকলে। হরি হরি বল—ধন্য প্রভুর দয়া।

চাপাল। দয়াময় ! একটী প্রার্থনা আছে, কৃপা ক'রে তা পূর্ণ করুন ! যখন এ অধমের প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ কল্লেন, তখন আমার হৃদয়ের অভিলাষ এই যে, নিরন্তর আপনার শ্রীপাদপদ্মের নিকট অবস্থান করি। অপরাপর ভক্ত যেমন নিরন্তর আপনার সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার ন্যায় থেকে কৃত-কৃতার্থ হয়েছে,এ অধম পাষণ্ডের অদৃষ্টে কি সে সৌভাগ্য ঘট্‌বে না ? প্রত্যহ ঐ রাঙা চরণ দুটি দৃষ্টিপথে পড়লে আমার উভয় নয়নের সার্থকতা লাভ হবে,শ্রীমুখে শ্রীনামসুধা শ্রবণ ক'রে কর্ণকুহর পবিত্র কর্ব্বো ও হৃদয় শীতল কর্ব্বো ; আর আমার কোন কামনা নাই। দয়াময় ! আমার এই শেষ প্রার্থনা।

গীত।

রাগিণী সিন্ধু-খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

আর কিছু চাইনা প্রভু কাছে মোরে রেখে দাও।
আমি স্নেহ-কাঙাল স্নেহ দিয়ে পরাণ বাঁচাও॥
কি ছার এ সংসারে, কিবা কাজ বাড়ী ঘরে,
কিবা কাজ দারা-পুত্রে, দাসে সঙ্গে ক'রে নাও।
আমার প্রাণশূন্য এই কায়া বিকায়েছি তব পায়,
আর প্রাণ কিছু না চায়, পদছায়া দীনে দাও॥

নিমাই। ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আপনি যে প্রার্থনা কচ্ছেন, আমি তার কোন প্রয়োজন দেখি না। আমার সঙ্গে সঙ্গে থেকেও বিশেষ কোন ফল নাই। আমি একজনের নিজস্ব হব ব'লে ধরাধামে আসি নাই—আমি সকলেরই। আমার কথার নিগূঢ় মর্ম্ম অনুধাবন কল্লে সকলই বুঝতে পার্‌বেন, কর্ত্তব্যের বোঝা মাথায় নিয়ে আমি কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছি। কর্ম্ম করাই আমার অভিপ্রায়। যাতে সংসারে মনুষ্যেরা অভাবের হস্ত থেকে মুক্তি পায়, আমাকে তাই কর্ত্তে হবে; দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্ত হ'য়ে যাতে মানুষ সুখের পথ দেখতে পায়, তার উপায় করাই আমার উদ্দেশ্য; যাতে লোকের হৃদয়ে ভক্তিবীজ বপন ক'রে যেতে পারি, সর্ব্বাংশে মনোযোগী হয়ে আমাকে সেই চেষ্টা কর্ত্তে হবে। আমি এক স্থানে স্থির হয়ে থাকৃতে পার্‌বো না। অসংখ্য কার্য্যের ভার

আমার স্কন্ধে নির্ভর কচ্ছে। আমি যেদিন এই কর্ত্তব্য শেষ কর্‌বো সেই দিন থেকে সংসারের সঙ্গে আমার আর কোন সম্বন্ধ থাক্‌বে না।

অদ্বৈত। বাবা! কর্ত্তব্যের আর বাকি কি? এই অল্প কালের মধ্যে তুমি যে সকল অঘটন ঘটনা সম্পন্ন কল্লে তাতে সকলকেই বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হতে হয়েছে।

নিমাই। ভগবন্! কাজের এখন বিস্তর বাকি। সম্মুখে দুষ্পার সাগরের ন্যায় কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তীর্ণ রয়েছে। এ সাগর পার হওয়া সাধারণ কথা নয়।

অদ্বৈত। বাবা সে সাগর তোমার কাছে গোষ্পদের ন্যায়। সপ্ত সাগর একত্র হলেও ভ্রূভঙ্গীতে তাহা তুমি নিঃশেষ ক'রে ফেল্‌তে পার।

নিমাই। আচার্য্য মহাশয়! আমার বয়ঃক্রম এই বাইশ বৎসর মাত্র চল্‌ছে। আগামী ফাল্গুন মাসে দ্বাবিংশবর্ষ বয়ঃক্রম পরিপূর্ণ হবে। এই সময়ের মধ্যে আমি একদিকের কার্য্য শেষ ক'রে ফেল্‌তে পার্‌বো। তার পর সংসার-রঙ্গ-ভূমে আমাকে আবার নূতন অভিনয়ে প্রবৃত্ত হতে হবে। লোকশিক্ষাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য।

উদ্ধারণ। প্রভো! আপনার লীলার কণামাত্রও আমরা হৃদয়ঙ্গম কর্ত্তে পাচ্ছি না। এখন আপনি কি কর্ত্তে মনস্থ করেছেন?

নিমাই। সুহৃদগণ! সকলে মন দিয়ে শোনো। প্রথমে পর্ব্বত থেকে যখন অল্প অল্প পরিমাণে জল নির্গত হতে থাকে, তখন তাকে সূত্রের ন্যায় ক্ষীণাকার দৃষ্ট হয়; ক্রমে সেই জল প্রবাহিত হয়ে নদীর আকার ধারণ করে, তখন তাতে প্রবল তরঙ্গ উঠ্‌তে থাকে—ক্রমে বিশাল নদীতে পরিণত হয়। আমার চেষ্টাও সেইরূপ জান্‌বে। আমি যে মহান্ ধর্ম্মের বীজ রোপণ ক'রে গেলাম, সেই বীজের অঙ্কুরমাত্র এখন তোমরা দেখতে পাচ্ছ; ক্রমে ক্রমে এই অঙ্কুর হ'তে বিশাল ধর্ম্মবৃক্ষ উৎপন্ন হবে; সমগ্র বঙ্গদেশ—শুধু বঙ্গদেশ কেন, অন্যান্য অঞ্চলের লোকও এই বৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ ক'রে জীবন শীতল কর্‌বে। এই মহান্ বৃক্ষের তলে যারা আশ্রয় গ্রহণ কর্‌বে, শোকতাপ তাদের হৃদয় জর্জ্জরিত কর্ত্তে সমর্থ হবে না, পাপ তাদের নিকটে আসা দূরে থাক্, নাম শ্রবণমাত্র দূরে পলায়ন কর্‌বে, এই বৃক্ষের সুমিষ্ট ফলের আস্বাদ যে একবার প্রাপ্ত হবে, সংসারে আর কোন বিষয়ে তার রুচি থাক্‌বে না, এই রসে মত্ত হলে তার প্রাণে বিমল আনন্দ-জ্যোতি ফুটে উঠ্‌বে। যখন এই ধর্ম্ম সমগ্র দেশে বিস্তৃতি লাভ কর্ব্বে, তখন সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি লোক এই ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ কর্‌বে, এই ধর্ম্মের প্রসাদে অবহেলে প্রফুল্ল হৃদয়ে ভবসাগর পার হয়ে যাবে।

অদ্বৈত। বাবা! তোমার গুণের সীমা নাই, দয়ার

তুলনা নাই, পরোপকার ব্রতে তোমার মহিমা অতুলনীয়। যুগযুগান্তর কঠোর সাধনা ক'রে লোকে যে ভবসাগর সহজে উত্তীর্ণ হতে পারে না, তুমি অনায়াসে তার সুগম পথ দেখিয়ে দিলে। ধন্য তোমার মহিমা।

নিমাই। আচার্য্য মহাশয়! আমি কি স্বেচ্ছায় এই ধর্ম্মের সৃষ্টি ক'রে যাচ্ছি? কলির মানব ক্ষীণপ্রাণ, অল্পজীবি, কঠোর সাধনা তাদের শক্তির অতীত। আমি যদি তাদের উপায় ক'রে না দিই, তবে তারা কিরূপে ভবপারে গমন কর্‌বে? কলির জীবের মেধা কম, বুদ্ধি কম, তাতে আবার জীবন ক্ষণমাত্রে বিধ্বংসী, তাদের উপকারের জন্যই আমি এই সহজ পথ নির্দ্দেশ কল্লেম। যদি এই পথে লোক চল্‌তে পারে, তা হলে আর তাদের ভয় কি— চিন্তাই বা কি? তারা অনায়াসে সেই পরম ধামে যেতে পার্‌বে, অনায়াসে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করবে, অনায়াসে তাঁর ক্রোড়ে আশ্রয় প্রাপ্ত হবে। আচার্য্য মহাশয়! ভগবানের মহিমা আর কি বল্‌বো, বাসুকিও সহস্র মুখে তা বর্ণনা ক'রে শেষ কর্ত্তে পারে না। যে ব্যক্তির এই পবিত্র নামে রুচি থাকে, নামগানে যে ব্যক্তি মাতোয়ারা হয়, জীবের প্রতি যার দয়াদৃষ্টি থাকে, জীবের উপকারে যে সদা ব্রতী, সেই ব্যক্তি ভগবানের স্নেহের পাত্র; বাৎসল্যের পাত্র; দয়ার পাত্র; সেই ব্যক্তিই ক্রমে ক্রমে উন্নতির চরম

শিখরে উত্থিত হয়ে থাকে। ভাই সব, এই কথাটী বেশ স্মরণ রেখো যে, নামে যার প্রকৃত রুচি জন্মে তার চিত্ত অটল—নিস্পন্দ—স্থির হয়; অধৈর্য্য বা অস্থিরতা তার নিকট আসতে পারে না, চাঞ্চল্য তার ত্রিসীমায় উপস্থিত হয় না, মোহ তার নিকট হ'তে দূরে পলায়ন করে। আর জীবের প্রতি যে ব্যক্তির দয়া হয়, তার হৃদয় মৃণালতন্তুর ন্যায় কোমল হয়, পাশবিক প্রবৃত্তি কখনই তার হৃদয় অধিকার কর্ত্তে সমর্থ হয় না। সেই ব্যক্তিই ভজনপথের—সাধনপথের প্রকৃত অধিকারী। একমাত্র নামের গুণে সকল প্রকার মঙ্গল লাভ হয়। এসো বন্ধুগণ, একবার আমরা সেই নামসুধা পান ক'রে প্রাণ শীতল করি।

(কীর্ত্তন)

এমন সুধামাখা নাম কে আনিল দেশে গো।
অরুচি জনের রুচি হলো শেষে গো॥
(প্রাণ আর স্থির রাখতে নারি) (মাতোয়ারা প্রাণ স্থির নাহি হয়)
(হৃদয়ে আর আনন্দ ধরে না যে গো)
সুধানাম গায় সবে দেশে বিদেশে গো॥
(আমরা কেবল গোরাই চিনি) (কেবল গোরাচাঁদেই জানি)
ঐ দেখ গোরাচাঁদ উদয় দেশে গো।
(কে বুনিল এ নামের বীজ গো) (এমন সুধা কোথায় ঝরে গো)
সুধার গাছ রোপিল ঐ গোরাশশী দেশে গো।
(শুনি নাই যা শুন্‌লেম এই) (দেখি নাই যা দেখলেম তাই)
(আর ভবের জ্বালা নাই) ভুবন ভরিল গোরার যশে গো॥

নিমাই। সুহৃদগণ ! আর যা বলি, মন দিয়ে শোনো। সাধনার তিনটী স্তব আছে। সেই তিনটীর নাম শরণ,মনন ও দর্শন। যে গরু দুষ্ট, তাকে খোঁটায় বেঁধে রাখ্‌তে হয় ; তা হলে আর সে পালাতে সমর্থ হয় না। সেইরূপ যদি ভগবানের শরণ গ্রহণ করা যায়, তা হলে চিত্ত স্থির হয়, আর তার চাঞ্চল্য থাকে না, সে আর চঞ্চল হয়ে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে না,এক ভাবেই স্থির থাকে। ভাই সব ! এ কথার তাৎপর্য্য অবশ্য বুঝতে পেরেছো। ভক্তিরূপ রজ্জু দ্বারা ভগবানের চরণকমলরূপ খোঁটায় মন রূপ দুরন্ত গরুকে বাঁধতে হয়। একেই শরণ বলে। যখন মন এই ভাবে স্থির হয়, তখনই সেই মন কর্ত্তব্যকার্য্যে অগ্রসর হয়। এখন সেই মননের কথা বলি শোন। মনকে জগতের কোন পদার্থেই নিবিষ্ট কর্‌বে না, কেবল সেই ভাবময়ের ভাবে বিভোর ক'রে রাখবে ; এরই নাম মনন। যখন মন এই রকম হয়, তখন আর তার ঐহিক চিন্তার দিকে সে মন দেয় না ; সে মনের বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য দৃষ্ট হয় না ; তৎকালেই দর্শনের ক্ষমতা জন্মে,ইহাই প্রকৃত দর্শন। যখন এইরূপ ভাব জন্মে, তখন ভগবানের প্রতিরূপ হৃদয়মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়। জলে যেমন সকল বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়ে, সেইরূপ হৃদয় দর্পণে ভগবানের প্রতিবিম্ব নিপতিত হয়। ভক্ত মানসনেত্রে সেই প্রতিবিম্ব দর্শন ক'রে কৃতকৃতার্থ হয়। এরই নাম প্রকৃত

দর্শন। একটী জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কচ্ছি, তা হ'লেই সহজে বুঝতে পারবে। শিশুরা বিদ্যা শিক্ষা কর্ত্তে গেলে সর্ব্বপ্রথমে তালপাতায় লিখতে শেখে, অক্ষরগুলি খুব বৃহৎ বৃহৎ হয়, শেষে তারা পাকা লেখক হয়ে দাঁড়ায়; সেইরূপ সাধনা কর্ত্তে গেলে প্রথমে নাসিকার অগ্রদেশে দৃষ্টি স্থাপন কর্ত্তে হয়। এইরূপ কর্ত্তে কর্ত্তে ক্রমে দূর দৃষ্টিশক্তি লাভ হয়, তখন ব্রহ্মাণ্ডের স্থূল সূক্ষ্ম প্রভৃতি সমস্ত বস্তুই যেন চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত ব'লে বোধ হয়। কলির মানব ক্ষীণবুদ্ধি, তারা যোগতত্ত্ব ধারণা কর্ত্তে সমর্থ নহে,এই জন্যই আমি এই সহজসাধ্য ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা কল্লেম, ইহাই তাদের মঙ্গলের পক্ষে পরম যোগতত্ত্ব। কৃষ্ণাবতারে ভগবান যখন রাসলীলা করেন,তখন গোপিকাদিগকে এই তত্ত্বই শিক্ষা দিয়েছিলেন। এমন রসময় মধুর তত্ত্ব আর নাই। এই তত্ত্বের পিপাসু হতে পাল্লে তার আর সংসার-ভয় থাকে না। গোপিকারা এই তত্ত্বের যেরূপ রসাস্বাদন করেছিল, আর কেহ সেরূপ পারে নাই। এই তত্ত্বে পারদর্শিনী হওয়াতেই তারা শয়নে স্বপনে, নিদ্রা জাগরণে, আহারে বিহারে সকল সময় আপন আপন হৃদয়-মন্দিরে সেই রসময় ভগবানকে দর্শন কর্ত্তো—অধিক কি তারা এমন তন্ময় হয়েছিল যে, জগৎসংসার তাদের চক্ষে কৃষ্ণময় বোধ হতো।

অদ্বৈত। বাবা! যা বল্লে সত্য, কিন্তু তাদের মত

ভাগ্য কি কলির মানুষের হবে? এমন আশা ত করা যায় না।

নিমাই। কেন আচার্য্য মহাশয়! হবে না কেন? কিছুই আশ্চর্য্য নয়। ভগবানের প্রসাদে কি না হ'তে পারে? সাধনাতেই সিদ্ধি। একাগ্রমনে যা সাধনা করা যায়, তাই সিদ্ধ হতে পারে। আমি যে পথ দেখিয়ে গেলেম, কায়মনে এই পথের পথিক হলে অবশ্য মনোবাসনা সিদ্ধ হবে। এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

অদ্বৈত। বাবা! সবই সত্য, কিন্তু ইন্দ্রিয় জয় সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। ইন্দ্রিয় জয় কর্ত্তে না পাল্লে, কোন কার্য্যই সিদ্ধ হবার সম্ভাবনা নাই।

নিমাই। সে কথা সত্য,ইন্দ্রিয় জয় সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। ইন্দ্রিয় জয় সহজ নয়, অতি কঠিন ব্যাপার। কিন্তু যদি আপনাকে নারীস্বরূপ বিবেচনা ক'রে সেই ব্রহ্মাণ্ডপতিকে পতিরূপে জ্ঞান করা যায়,তা হলে আর ইন্দ্রিয় জয় করা বড় কঠিন হয় না। সহজেই তাতে জয়ী হতে পারা যায়। ভাই সুহৃদগণ! তোমরা এ বিষয়ে দৃঢ় সঙ্কল্প থেকে—এই বিষয় সাধারণকে শিক্ষা দিতে বিস্মৃত হয়ো না; এই সঙ্গে সঙ্গে দিবানিশি নামসুধা পান কর্ত্তে সকলকে উপদেশ দেবে। আর অধিক কি বল্‌ব আমার এখানকার কাজ প্রায় সমাপ্ত হলো। এখন সকলে চল,নামগান কর্ত্তে কর্ত্তে নদীয়ায় গমন করা যাক।

সকলে। যে আজ্ঞা প্রভু, তাই হোক।

অদ্বৈত। বাবা! সপ্তগ্রাম আর কাঁচড়াপাড়ার কার্য্য ত শেষ হলো। এখন আর এ দিকের কোন স্থানে না গিয়ে কি বরাবর নবদ্বীপেই শুভযাত্রা হবে?

নিমাই। হাঁ আচার্য্য মহাশয়! এখন আর অন্য কোথাও যাবার প্রয়োজন নাই। এখন নদীয়ায় যাওয়াই প্রয়োজন। সকলে ভগবানের চরণ স্মরণ ক'রে নামগান কর্ত্তে কর্ত্তে যাওয়াই সঙ্কল্প। কিন্তু—

অদ্বৈত। কিন্তু আবার কি?

নিমাই। মনের মধ্যে অনেকগুলি চিন্তা একত্র হয়েছে। সংসারে কাজের সংখ্যা নাই। অসংখ্য কর্ত্তব্য মাথার উপর ঘুর্‌ছে, কোন একটী ক্ষুদ্র কর্ম্মও অবশিষ্ট রেখে যেতে পার্ব্ব না। তা হলে মনে শান্তি লাভ করা অসম্ভব।

অদ্বৈত। যাতে তোমার অভিরুচি, সেইরূপ কর। আমরা ছায়ার ন্যায় তোমার অনুগামী মাত্র।

নিমাই। আপনাদের সহায়তাই আমার ভরসা। কথায় বলে,—"বনরক্ষক শিশির, শিশিররক্ষক বন।" যা হোক, এখন যা স্থির করা গেছে, সেই ভাল। নদীয়ার দিকেই যাওয়া যাক।

অদ্বৈত। তাই তবে চল।

সকলে। তথাস্তু।

(সংকীর্ত্তন)

আড়খেমটা।

কোথা তুমি দয়াময়, জয় জয় জয়,
পতিতে তরাতে তুমি এসেছো ধরায়।
তব নামে সাধা যোগী, মহাদেব মহাযোগী,
হৃদিমাঝে তোমা ধনে চিন্তে সর্ব্বক্ষণ॥

ঝাঁপতাল।

কে জানে তোমার লীলা, জানে শুধু মহেশ ভোলা,
কত ভাবে কর খেলা হইয়া উদয়;--
পাষণ্ড দলিতে তুমি অবতীর্ণ অন্তর্যামী
অগতিরে গতি দিতে তব আগমন॥

তেওট।

তোমারে সকলে বলে কৃপার সাগর
দীনহীনে দয়া কর ওহে শার্ঙ্গ ধর
সদা যেন তব ভাবে রহে জীব এই ভবে
অবহেলে পার হবে ভবপারে ওহে সনাতন॥

ধামার।

তুমি বিনা নাহি গতি তোমা হতে.সৃষ্টি স্থিতি
তোমাতেই লয় পুনঃ ওহে নিরঞ্জন;—
সাধনের ধন তুমি তাই ভাবি চিন্তামণি
অন্তে যেন পাই তব সে রাঙা চরণ॥

[গীত গাহিতে গাহিতে সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—নদীয়া ; মিশ্র ঠাকুরের অন্দর ।

(বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রবেশ)

বিষ্ণু । মা কোথায় গেলেন ? আমাকে ডাক্‌ছিলেন না ?

নেপথ্যে শচী । হ্যাঁ মা, আমিই ডাক্‌ছিলেম । দাঁড়াও এই যাচ্ছি ।

(শচীদেবীর প্রবেশ)

শচী । এই যে মা ! তোমাকেই ডাক্‌ছিলেম ।

বিষ্ণু । আমি ত শয়ন ক'রে ছিলেম, আপনি ডাক্‌তেই ব্যস্ত সমস্ত হয়ে উঠে আস্‌ছি । কেন ডাক্‌ছিলেন মা ?

শচী । আমার নিমাই কি এখনও শুয়ে আছে ?

বিষ্ণু । না মা, তিনি ত বিছানায় নাই, তাঁকে ত দেখতে পাচ্ছি না মা ।

শচী । (কপালে করাঘাত করিয়া) হায় হায় ! মা ! তবে আমার দফা রফা হয়েছে, আমি দিবানিশি যে ভয়ে বিহ্বল

ছিলেম, সেই ভয়ই আমাকে ঘিরে ফেল্লে। আর আমার নিস্তার নাই; আমার সর্ব্বনাশ হলো। বাবা নিমাই! কোথায় গেলি, একবার আয়, একবার দেখা দিয়ে আমার কাতর প্রাণ সুস্থ কর্। বাপ! এই রকম বিশ্বরূপ আমাকে ফাঁকি দিয়ে গিয়েছিল। আমি তোর মুখ চেয়ে—সব কষ্ট ভুলে সংসারে ছিলেম। এখন আর আমার অন্য গতি নাই। বাপ! তুই যে আমার অন্ধের যষ্টি, তুই যে আমার সংসারের সার, আমার সংসারবৃক্ষের মহাফল। বাপ রে! একবার আয়, তুই যে আমার নয়নের তারা; তোমা বিহনে যে আমি জগৎ সংসার অন্ধকার দেখি। বাপ রে! তুই কি আমার মায়া-ডোর ছিঁড়ে পালালি? আমি যে দিবানিশি তোকে চোখে চোখে রাখতুম, আমার চক্ষুতে ধুলো দেওয়া কি তোর উচিত? বাপ রে! জননী যে স্বর্গাদপি গরীয়সী ব'লে শাস্ত্রে উল্লেখ করে, লোকে সকলের মায়া কাটাতে পারে, কিন্তু জননীর স্নেহপাশ ত কাটিয়ে যেতে কাউকে দেখিনি। বাপ! তুই যে বুদ্ধিমান্,তোকে যে সকলে সদ্বিবেচক ব'লে সুখ্যাতি করে। তবে কি তোর এই বিবেচনা? বাপ রে! তোর চাঁদ-মুখ না দেখলে যে আমি তিলার্দ্ধ তিষ্ঠাতে পারি না। তোমা বিহনে আমার মৃত্যু নিশ্চয়। বাবা! মাতৃহত্যা ক'রে তোর কি লাভ হবে বুঝতে পারি না। শুন্‌তে পাই তুই পতিতকে তরাতে, দুঃখীর দুঃখ দূর কর্ত্তে, বিপন্নের বিপদ উদ্ধার কর্ত্তে

ধরাধামে এসেছিস্, বাপ রে, সে কথা যদি সত্য হয়, তবে আমার দুঃখ দূর করা কি তোর কর্ত্তব্য নয়? আমার শোক যাতে উপস্থিত না হয়, তার চেষ্টা করা কি তোর কার্য্য নয়? আমি কি জগতের কেউ নই বাপ? আমিও ত জগ-তের একটি জীব, আমিও ত জগৎ ছাড়া নই। তবে বাপ, আমাকে এরূপ শোকসাগরে ভাসিয়ে তোর কি লাভ? এতে তোর কি পুণ্য-সঞ্চয় হবে? আমার উপর তোর দয়া করা কি উচিত নয়? শুনতে পাই, তুই দয়াময়। আমি কি তোর দয়ার পাত্র নই রে বাপ? বাপ রে, আমি এত ক'রে ডাক্‌ছি, এত ব্যাকুল হয়েছি, একবার আমাকে দেখা দে; একবার এসে মা ব'লে আমার কোলে বোস্, আমি জীবন সার্থক করি, আমার ব্যাকুল প্রাণ শীতল হোক্।

বিষ্ণু। মা! এত ব্যাকুল হয়ে কি কর্‌বেন? কেঁদেই বা ফল কি? রোদনে ত কোন ফল দেখতে পাই না। তিনি মহাপুরুষ, যে কাজের জন্য তাঁর ধরাধামে আগমন, তিনি সেই কাজেই ব্যস্ত আছেন, সেই কাজের জন্যই নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়েছেন। তাঁকে সংসার-পাশে বদ্ধ করা আমাদের কথা দূরে থাকুক, কারো কর্ম্ম নয়। তাঁর কৃপাতেই জগতের লোক সুপথের পথিক হবে। যাতে লোকে পরিত্রাণের পথে অগ্রসর হতে পারে; তাই কর্ত্তে তিনি ধরাধামে এসেছেন সেই কাজেই তিনি ব্যস্ত আছেন, সে কাজ তিনি সম্পন্ন

কর্‌বেনই কর্‌বেন। তাঁকে কি সংসারে আবদ্ধ ক'রে রাখা যায়? মা, তা কখনই পার্‌বেন না।

শচী। মা, যা বল্লে, তা যেন বুঝি। যদি তার মনে মমে এই সঙ্কল্পই ছিল, তবে এমন কাজ কল্লে কেন?

বিষ্ণু। কি করেছেন?

শচী। এই তোমাকে বিবাহ করা।

বিষ্ণু। মা, তার অনেক কারণ থাকৃতে পারে।

শচী। কি কারণ মা?

বিষ্ণু। পিতামাতার আজ্ঞা পালন।

শচী। এতে আর আজ্ঞাপালনটা কি?

বিষ্ণু। মা, পিতামাতা ভগবানের স্বরূপ।

শচী। তা মা আমি কি বুঝি না?

বিষ্ণু। বুঝবেন না কেন—

শচী। আমাদের কি পিতামাতার উপর ভক্তি নাই?

বিষ্ণু। সে কি কথা? আপনার ন্যায় দেবীর আবার পিতা মাতার উপর ভক্তি থাকৃবে না—

শচী। তবে তাই বোঝ না কেন?

বিষ্ণু। আমার বলার তাৎপর্য্য আছে—

শচী। কি তাৎপর্য্য?

বিষ্ণু। ভগবানের আজ্ঞা যেমন অলঙ্ঘনীয়, পিতামাতার আজ্ঞাও সেইরূপ। তিনি বিবাহ না কল্লে আপনারা অসুখী

হবেন, তাঁকে বিবাহ কর্ত্তে আদেশ কল্লেন, সে আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন কি প্রকারে? সেই কারণেই তিনি বিবাহ করেছেন।

শচী। ভাল, যেন আমাদের আদেশেই বিবাহ কল্লে, কিন্তু পরিণাম চিন্তা করা ত উচিত?

বিষ্ণু। কি পরিণাম?

শচী। তোমার সম্বন্ধে পরিণাম।

বিষ্ণু। আমার সম্বন্ধে পরিণাম কিরূপ?

শচী। মা, এই সামান্য কথাটা বুঝতে পাল্লে না?

বিষ্ণু। ভেঙ্গেই বলুন না—

শচী। সে যদি সংসারী হলো, তোমাকে নিয়ে ঘরকন্না না কল্লে, তবে শেষে তোমার দশা কি হবে?

বিষ্ণু। কেন আমার দশার জন্য আবার ভয় কি?

শচী। মা, তুমি এখন বালিকা, তাই কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছ না।

বিষ্ণু। মা, আমি বালিকা বটে, কিন্তু আপনাদের আশীর্ব্বাদে আমি না বুঝতে পারি, এমন কিছুই নাই, আপনি যা চিন্তা ক'রে ও কথা বল্লেন, তা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি।

শচী। যদি বুঝতে পেরে থাক, তবে ভবিষ্যতের ভাবনাটী একবার ভেবে দেখ দেখি?

বিষ্ণু। ভবিষ্যতের ভাবনা সম্বন্ধে চিন্তার বা কোন-

রূপ অমঙ্গলের কারণ ত আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

শচী। তাই বল্‌ছিলেম মা, তুমি বালিকা। সংসারের গতি একবার স্থিরচিত্তে বুঝে দেখ, এই নদীয়াতেই ত তুমি দেখতে পাচ্ছ, কত সংসারে বালিকাবস্থায় কত অবলা বিধবা রয়েছে, কারো কারো যে স্বামী নিরুদ্দেশ না হয়েছে, তাও নয়। সেই সকল অবলার দুর্দ্দশার কথা একবার ভাব দেখি মা।

বিষ্ণু। তা অনেক স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, তাদের দুর্দ্দশাও অনেক দেখছি, কানেও অনেক শুনেছি।

শচী। তবে তাই ভেবে দেখ দেখি মা, আমি সেই চিন্তাতেই যার পর নাই আকুল হয়ে উঠেছি।

বিষ্ণু। তুমি কি মা আমাকে সেই সকল অবলার মত হীনচরিত্রা—বা দুর্ব্বলচিত্তা মনে কল্লে ?

শচী। না মা, তা করি না। তুমি সতীলক্ষ্মী, তোমার চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শিতে পারে না, সে সবই আমি বুঝি।

বিষ্ণু। তবে আর চিন্তা কেন ?

শচী। শোনো মা, বুঝিয়ে বলি। সংসারের গতি অতি বিচিত্র—সহজ বুদ্ধিতে বুঝতে পারা বড়ই কঠিন। রুচি সকল সময় সকলের সমান থাকে না। যেমন দিন দিন কাল গত হয়, সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরও রুচির পরিবর্ত্তন হয়ে থাকে। আজ যার চরিত্র দেখে সুখ্যাতি করা যায়—যাকে আদর্শ-চরিত্র মনে করে দেবতুল্য বোধ হয়, দুদিন পরে হয় ত

দেখা যায় যে পশু হতেও সে অধম। সংসারের গতিই এইরূপ। এর মধ্যে আরও একটা ভীষণ শত্রু আছে—

বিষ্ণু। সে শত্রু কি মা?

শচী। মা, সে শত্রু স্ত্রীলোকের সঙ্গে সঙ্গে আছে।

বিষ্ণু। এ কথায় কি বুঝবো?

শচী। তবে বলি শোনো। যৌবনই স্ত্রীলোকের পরম শত্রু—রূপ যৌবনের তুল্য শত্রু আর নাই।

বিষ্ণু। মা, হাজার রূপ থাক্, হাজার সৌন্দর্য্য থাক্, মনে যার বল আছে – যে রমণী দুর্ব্বলচিত্তা নয়, তার কোন ভয় নাই।

শচী। মা, এমন কথাই বলো না, এক কলসী দুগ্ধে যেমন একবিন্দু গো-মূত্র পড়লে তৎক্ষণাৎ বিকৃত হয়ে যায়, সেইরূপ কোন দুষ্ট চক্রীর প্রলোভন-বাক্যে নারীর নানা অমঙ্গল ঘটতে পারে। যতই শক্তি থাক্,যতই আদর্শচরিত্র হোক একদিন দুইদিন তিনদিন ক্রমে ক্রমে চাটুবাক্যে মন মুগ্ধ হয়ে পড়ে। মা, হঠাৎ পদস্খলন হতে কতক্ষণ? পতন আশ্চর্য্য নয়, উত্থানই আশ্চর্য্য। এই জন্যই বলছিলেম যে, যৌবনই নারীর পরম শত্রু। এই জন্যই বলছিলেম যে নিমাইয়ের মনে মনে যদি এইরূপ সঙ্কল্প ছিল, তবে তোমাকে বিবাহ কল্লে কেন? তোমার পরিণামে কি দশা হবে, তা ভাবলে না কেন? তার যদি কোন উপায় কর্ত্তে পারতো—কোন উপায়

ক'রে যেতো, তা হ'লেও আমি অনেকটা মনের শান্তি পেতাম।

বিষ্ণু। মা, তিনি কি অবিবেচক ?

শচী। অবিবেচক নয় ত বিবেচক বলি কেমন করে মা ?

বিষ্ণু। যাতে আপনার মনে অশান্তি না থাকে, যাতে আমার পরিণামে কোন দুর্দ্দশা না ঘটে, তা কি তিনি ক'রে যান নাই ?

শচী। কি করে গেল ?

বিষ্ণু। অবশ্য ক'রে গেছেন।

শচী। আমি ত কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

বিষ্ণু। আপনি জানেন না, আমি সব জানি।

শচী। কি জানো মা বল ; দেখি শ্রবণ করে আমার মনের ব্যাকুলতা কিছু পরিমাণে কম্‌তে পারে কি না।

বিষ্ণু। মা, তিনি আমার সব উপায় করে গেছেন।

শচী। সে কি ? বল দেখি মা।

বিষ্ণু। আমাকে পরিণামে যে কোন বিপদেই পড়্‌তে হবে না, তার উপায় প্রভু ক'রে গেছেন। আমার জন্য কোন চিন্তা নাই। আমি জন্মের মত তাঁর চরণে বিক্রীত হয়ে আছি। আপনার কাছে যে তিনি বিদায় নিতে আসেন নি, তার কারণ কি বুঝতে পাচ্ছেন না ?

শচী। কি কারণ ?

বিষ্ণু। আপনি কি তা হলে তাঁকে বিদায় দিতে পার্ত্তেন? কখনই দিতেন না। কিন্তু আমার কাছে তিনি বিদায় নিয়ে গিয়েছেন। আমি কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেম, প্রভো! আমার দশা কি ক'রে গেলেন?

শচী। তাতে বাবা আমার কি উত্তর দিলে?

বিষ্ণু। তিনি বল্লেন, তুমি চিরজীবন সমভাবে থাক্‌বে। যে ভাবে—যে আকারে এখন আছো, এই আকারেই জীবন অতিবাহিত হবে। তোমার শ্রীঅঙ্গে যৌবনের কোন চিহ্নই প্রকাশ পাবে না। যতদিন ইহধামে বাস কর্‌বে, তত দিন তোমার হৃদয় পবিত্র থাক্‌বে, কু-বাসনা কদাচ তোমার হৃদয়কে অধিকার কর্ত্তে সমর্থ হবে না। লালসা তোমার হৃদয়কে কখনও দগ্ধ কর্ত্তে পার্‌বে না। যতদিন তুমি ধরা-ধামে থাক্‌বে ততদিন কুমারী-জীবন বহন কর্‌বে; ততদিন হৃদয়ে সন্তোষ ধারণ কর্‌বে। মুহূর্ত্তের জন্যও তোমার হৃদয়ে অসন্তোষের উদয় হবে না। মানবদেহ ধারণ কল্লেই রোগ হবার সম্ভাবনা। কিন্তু তোমার কাছে রোগ আসতে সমর্থ হবে না। কার্য্যসাধনের উদ্দেশ্যেই আমাদের ধরাধামে আগমন, কর্ম্মভূমির কার্য্য শেষ হলেই আবার প্রস্থান কর্‌বো। লোক যেমন কর্ম্মের উদ্দেশ্যে দেশ হ'তে বিদেশে যায়, আমারাও সেই রকম দেশ বিদেশে এসেছি, কার্য্য শেষ হলে আবার স্বদেশে প্রত্যাগমন কর্‌বো।

শচী। হায় মা! আমার কপালে এত দুঃখও ছিল। বাবা নিমাই! তোমার মনে এই ছিল? তোমা বিহনে আমি কিরূপে ছার প্রাণ ধর্‌বো? বাপ রে! মণিহারা হ'য়ে ফণিনী কখনও থাকতে পারে? বাবা! একবার এসে মা ব'লে আমার কোলে বসো, আমার জীবন শীতল হোক। বাপ রে! এখন বুঝতে পেরেছি, জননীকে কাঁদালেই তুই সুখী হোস। যত বার তুই ধরাধামে এসেছিস ততবারই তুই জননীকে কাঁদিয়েছিস্। তোর কি এ স্বভাবের পরিবর্ত্তন হবে না? জননী চক্ষুর জলে ভেসে ভেসে অন্ধ হয়, এতে তোমার আনন্দ কেন?

(গদাধর ও চন্দ্রশেখরের প্রবেশ)

শচী। ও ভাই চন্দ্রশেখর! কোথা থেকে এলে? আমার যে সর্ব্বনাশ হয়েছে তা জান?

চন্দ্র। কি হয়েছে ঠাকুরঝি? আপনি এই রজনীযোগে এত ব্যাকুল হয়ে রোদন কচ্ছেন কেন?

শচী। ভাই! বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হলে যা হয়, আমার তাই হয়েছে। আমার নয়নের মণি আমাকে ছেড়ে কোথায় পালিয়েছে।

চন্দ্র। স্থির হও ঠাকুরঝি, উতলা হয়ো না।

শচী। আর উতলা হয়ো না বল্‌ছো কি ভাই? যেখান থেকে হয় আমার হারানিধিকে এনে দাও, নচেৎ আমি আর প্রাণ রাখবো না।

গীত।

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল আড়াঠেকা।

সে ধন বিহনে মোর বিফল জীবন।
কোথায় লুকালো সে হৃদয় রতন ॥
বিধির কি এই বিধি,
হরে নিল প্রাণের নিধি,
এনে দে এনে দে তোরা সে চাঁদবদন।
ভবানী পূজিয়ে আমি,
পেয়েছিনু নীলমণি,
সে মণি হারায়ে ফণী বাঁচে কি কখন ॥
কি ছার জীবনে আর,
প্রাণ ধরা দুর্ব্বহ ভার,
এখনি জীবন আমি দিব বিসর্জ্জন ॥

চন্দ্রশেখর। যে পাখীর শিকলি কাটা রোগ, সে যে এ ভাবে মায়াশৃঙ্খল কেটে পালাবে, এ বড় বিচিত্র কথা নয়।

গদাধর। যা ভেবেছিলাম,তাই হলো। প্রভু মায়াডোর ছিঁড়ে পালাবেন, এটা আগেই আমরা বুঝতে পেরেছিলাম। যা মনে মনে ভেবেছিলাম, তাই ঠিক হলো; কিন্তু তিনি আমাদের চোখে ধুলো দিতে পারবেন না। তিনি যদিও আমাদের ছাড়তে চান, আমরা তাঁকে ছাড়বো কেন? আমরা তাঁকে যেখানে পাই, পাতিপাতি ক'রে খুজে নিয়ে আস্‌বোই আস্‌বো।

শচী। বাবা রে! তাই কর্ আমার প্রাণ বাঁচা। যেখানে পাস্, একবার তাকে খুঁজে নিয়ে আয়, একবার তার চাঁদ বদন দেখে প্রাণ শীতল করি।

গদাধর। মা! আমরা কিছুতেই স্থির হয়ে বসে থাক্‌বো না, অন্বেষণের ত্রুটি কর্‌বো না। তবে ভট্টাচার্য্য মহাশয় যা বল্লেন, সেই কথাই ঠিক। শিকলি কাটা পাখী একবার শিকলি কেটে পালালে আর তাকে ধরা বড় সহজ নয়। তবে আমরা পাতিপাতি করে খুঁজবো, একবার ধরতে পার্‌লে আর ছাড়্‌বো না, সঙ্গে ক'রে আন্‌বোই আন্‌বো। যদি তাঁকে না পাই, তবে আমরাও আর গৃহে ফিরে আস্‌বো না; যে পথে প্রভুর গতি, আমাদেরও সেই পথ।

চন্দ্র। তবে আর এ কার্য্যে বিলম্ব কেন?

গদাধর। না, আর কাল বিলম্বে আবশ্যক নাই, চলুন এখনই প্রভুর অন্বেষনে বহির্গত হই।

[গদাধর ও চন্দ্রশেখরের প্রস্থান।

শচী। হায় হায়! বাবা নিমাই, তোর মনে এই ছিল?

বিষ্ণু। মা! এই রজনীযোগে এরূপ স্থানে থাকা উচিত নয়। চলুন, গৃহাভ্যন্তরে যাই। যখন এঁরা উভয়ে অন্বেষণে বাহির হলেন, তখন আর চিন্তা কি? যেখান থেকে হোক, খুঁজে নিয়ে আস্‌বেন।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

—০০—

দৃশ্য—কাল্‌না পাট ; জাহ্নবীতীর।

বটমূলে কেশবভারতী, পার্শ্বে ও সম্মুখে সন্ন্যাসবেশধারী নিমাই, শিষ্যদ্বয় ও পরামাণিক উপবিষ্ট।

নিমাই। (পরামাণিকের প্রতি) কি বাবা পরামাণিক! আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছ কেন? কি ভাবছো?

পরামাণিক। (দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে) আর ভাববো কি বাবা—তোমার ভাবনাই ভাবছি। তুমি কার সোনার সংসার আঁধার ক'রে এলে? কার মায়ার শিকল কেটে এসেছো? আজ আমি তোমার মত অসাধারণ বালকের মাথা মুণ্ডন ক'রে যোগী সাজালেম। আমার এ পরামাণিকের কাজে আর আস্থা নেই। আমি অদ্য হ'তে এ কার্য্য বিসর্জ্জন দিলেম। এ সব যন্ত্রেই বা আমার আবশ্যক কি? (সমস্ত যন্ত্রাদি গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ)

নিমাই। পরামাণিক! তোমার হৃদয় ভক্তিপূর্ণ। তুমি যন্ত্রাদি গঙ্গায় ফেলে দিয়ে ভালই করেছ। তুমি বা তোমার বংশধরগণ অদ্য হতে আর কেহ এ ব্যবসা করবে না। তোমরা

মধু ময়রা নামে সংসারে প্রতিষ্ঠা লাভ কর্‌বে। তোমাদের হস্তের প্রস্তুত মিষ্টান্নে দেবতা-ব্রাহ্মণেরা পরিতোষ লাভ কর্‌বেন।

পরামাণিক। (সজলনয়নে প্রণাম সহ) প্রভো ! আজ ধন্য হলেম। আমার বংশীয়েরা যেন চিরদিন আপনার শ্রীপাদপদ্মে মতি রাখে, এ ছাড়া আর কিছু প্রার্থনা করি না।

নিমাই। তাই হবে, আমার বাক্য কখন অন্যথা হবে না। তোমার কল্যাণ হোক। [ভারতীর প্রতি] ভগবন্‌ ! এখন আশ্রিতের কর্ণে মহামন্ত্র দিয়ে দীক্ষিত করুন। বোধ হয়, উপযুক্ত শুভ সময় উপস্থিত।

কেশব। বাবা ! তোমার কথা শুনে হাসি পায়। মন্ত্র দিতে বল্‌ছো বটে,কিন্তু কি মন্ত্র দেবো বল দেখি ? সাগর-পতি বরুণ যদি জল প্রার্থনা করেন, তবে সেটা কেমন হয় ? তোমার মন্ত্র প্রার্থনাও সেই রূপ। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র সমস্তই যাঁর সৃষ্টি, তাঁকে মন্ত্র দেবো, এ কি হাসির কথা নয় ?

নিমাই। প্রভো ! যা বল্‌ছেন, তা সত্য বটে ; কিন্তু যখন আমাকে মানবদেহ ধারণ কর্ত্তে হয়েছে, তখন লৌকিক আচার ব্যবহার সবই ঠিক বজায় রাখতে হবে। আমি যদি তা না করি—আদর্শ না দেখাই, তা হ'লে বিধিবিহিত আচার ব্যবহার সব পৃথিবী থেকে লোপ পাবে। আরও—

কেশব। বল্‌তে বল্‌তে থাম্‌লে কেন বাবা ?

নিমাই। আরো একটী বিশেষ কথা আছে। মনুষ্যদেহ ধারণ ক'রে যদি গুরু স্বীকার করা না যায়, গুরুদত্ত মন্ত্র কর্ণে পতিত না হয়, তবে তার কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। প্রাচীন ভক্ত ধ্রুব, প্রহ্লাদ—তাঁরাও মন্ত্র গ্রহণ ক'রে দীক্ষিত হয়ে তবে ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন।

কেশব। কি আশ্চর্য্য, প্রভুর কি লীলা! যতি-ঋষীরা যুগযুগান্তকাল কঠোর ব্রত ক'রে যাঁর আরাধনা করেন, আজ সেই সনাতন পুরুষ নিজে সন্ন্যাস ব্রতে দীক্ষিত হতে চান। জানি না, ইনি আবার কার আরাধনা কর্‌বেন।

নিমাই। প্রভো! উদ্দেশ্য বিনা আমি কোন কার্য্য করি না। লোককে পরিত্রাণ করাই আমার উদ্দেশ্য। আমি যে পথ প্রদর্শন ক'রে যাব, লোকে তারই অনুগামী হবে। আমি স্বপ্নে একটী মন্ত্র পেয়েছি, সেই মন্ত্রটী আপনার মুখ হতে বহির্গত হয়ে, আমার কর্ণে প্রবেশ কল্লেই সিদ্ধি করতলগত হবে। সেই মন্ত্রই জগতে সিদ্ধ মন্ত্ররূপে প্রচলিত থাক্‌বে।

কেশব। আজ আমার ভাগ্যের সীমা নাই জগৎগুরু স্বয়ং আমাকে গুরুপদে বরণ কল্লেন। জাহ্নবী-সলিলে যেমন জাহ্নবীর অর্চ্চনা হয়, প্রভুর মন্ত্রে সেইরূপ প্রভুর দীক্ষা হবে। আজ আমার জীবন সার্থক, জন্ম সফল। সনাতন পুরুষের

লীলা হৃদয়ঙ্গম করা আমার ন্যায় ক্ষুদ্রবুদ্ধির ক্ষমতাতীত।

২য় শিষ্য। গুরুদেব! ইনি কে?

কেশব। বৎস! ইনিই গৌরাঙ্গদেব। আমরা এই নামে ডাকি বটে, কিন্তু এঁর নামের সংখ্যা বা নির্দ্দিষ্ট কোন নাম নাই। ভক্তের যে নামে ইচ্ছা এঁকে ডাক্‌তে পারে; ভক্তি ক'রে যে নামে ডাকা যায়, তাতেই ইনি সন্তুষ্ট।

১ম শিষ্য। এ মহাপুরুষের অবতীর্ণ হবার কারণ কি?

কেশব। বৎস! সংসারের পাপ তাপ, দুঃখ কষ্ট প্রভৃতি দূর করাই এঁর উদ্দেশ্য। ইঁহার প্রসাদেই সংসার চৈতন্য লাভ কর্‌বে, এই জন্যই ইনি চৈতন্য নামে অভিহিত হয়ে থাকেন, জননীর আদরের নাম নিমাই আর কষিত কাঞ্চনও তিরস্কৃত হয় বলে ভক্তেরা গৌরাঙ্গদেব নামে ডেকে আত্মতৃপ্তি লাভ করে।

পরামাণিক। আজ আমার আনন্দের সীমা নাই। যখন পাপী তাপীর উদ্ধারের জন্য প্রভুর আগমন; যখন পতিত হীনজাতির জন্য সনাতন পুরুষ এ মর্ত্ত্যধামে অবতীর্ণ হয়েছেন, কলির দুর্ব্বল মানুষ মাত্রেই যাতে সুখে ভবসাগর পার হতে পারে, তার উপায় কর্‌বার জন্য নিত্য-নিরঞ্জন নিজে ব্যাকুল তখন আর আমার চিন্তা বা ভয়ের কিছুমাত্র কারণ নাই। আমার প্রতি প্রভু অবশ্য কৃপাদৃষ্টি কর্‌বেন। আর আমি এমন আশ্রয় পরিত্যাগ কচ্চি না,

যখন সম্মুখে রত্ন দেখতে পেয়েছি, তখন আর আমায় পায় কে ? (গৌরাঙ্গের চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়া) দয়াময় ! জীবের চৈতন্য সম্পাদনের জন্যই আপনার পবিত্র চৈতন্য নাম, এখন অধমের যাতে চৈতন্য-সঞ্চার হয়, এই পতিত যাতে সংসার-সাগরে পরিত্রাণ পায়, কৃপা ক'রে সেই পথ দেখিয়ে দিন। আর আমি আপনার চরণাশ্রয় পরিত্যাগ কর্‌বো না।

নিমাই। পরামাণিক ! তুমি ব্যাকুল হচ্ছো কেন ? কাতরতা প্রকাশ ক'চ্ছ কেন ? তোমার হৃদয় পবিত্র, তোমার হৃদয় ভগবানের আসনস্বরূপ। ভগবানের কাছে জাতিবিচার নাই। মানুষেরা দুর্ব্বুদ্ধির বশবর্ত্তী হয়ে জাতিভেদ-প্রথা প্রচলিত করেছে। যে জাতিই হোক না কেন, ভক্ত হলেই, হৃদিমন্দিরে ভক্তিধন থাক্‌লেই, সে ভগবানের আরাধনার অধিকারী হয়; ভক্তিপ্রভাবেই মুক্তি করতলগত হয়ে থাকে। স্বর্গ বা নরক কর্ম্মফলেই লাভ হয়; স্বর্গ কারো হাত ধরা নয়। যাতে এই গূঢ়তত্ত্ব সংসারে আবালবৃদ্ধ-বনিতা বুঝতে পারে, আমি তার উপায় ক'রে যাব। তুমি যেরূপ ভক্ত, তাতে তুমি সাধুপদবাচ্য সন্দেহ নাই। সংসারে মুনি-ঋষিরা যুগযুগান্তকাল কঠোর তপস্যা ক'রে যে পদ লাভ করেন, তুমিও সেই পদের অধিকারী হবে। সাধনা সম্বন্ধে অধিকারভেদ নাই; সকলেই সাধনার

অধিকারী হ'তে পারে। মানবেরা কেবল আপনার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখে স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে এই অধিকার-অনধিকার-ভেদ করেছে। ভগবানের কাছে উচ্চ নাই, নীচ নাই, অধিকার নাই, অনধিকার নাই,তাঁর কাছে সকলেই সমান। তিনি সকলের প্রতিই তুল্যদৃষ্টি রাখেন। লোকে বলে, তাঁর নিকট সকলে যেতে পারে না, এ কথা অলীক। তাঁর কাছে যাবার সকলেরই অধিকার আছে। তবে ভক্তিরূপ তরণীর আবশ্যক। যেমন তরী ব্যতিরেকে সাগর পার হওয়া যায় না, সেইরূপ ভক্তিরূপ তরণী না হলে সংসার সাগর পার হওয়া যায় না। সাংসারসাগর পার হতে পাল্লেই ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভাই পরমাণিক! তুমি আমার একটী কথা রাখ।

পরামাণিক। আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য।

নিমাই। আমি যেমন গুরুদেবের নিকট মন্ত্র গ্রহণ কচ্ছি, তুমিও সেইরূপ গুরুদেবের নিকট মন্ত্র গ্রহণ ক'রে দীক্ষিত হও। সেই মন্ত্র লয়ে সাধনায় প্রবৃত্ত হলে নিশ্চয়ই তুমি কৃতকার্য্য হবে।

পরামাণিক। আমার কি সৌভাগ্য, ভগবন্! আপনার আদেশই গ্রহণ কল্লেম। আজ আমার জন্ম সার্থক।

কেশব। পরামাণিক! জন্মান্তরে কত পুণ্য করেছিলে তার সংখ্যা নাই। সেই পুণ্যবলে আজ তুমি এই সৌভাগ্য লাভ কল্লে। তুমি স্বহস্তে ভগবানকে স্পর্শ করেছ,স্বহস্তে তাঁহার

মস্তক মুণ্ডন ক'রে দিয়েছ, এরূপ সৌভাগ্য কার অদৃষ্টে ঘটে ? তোমার সাধনারই বা আবশ্যক কি ? ভগবানের স্পর্শেই তুমি মোক্ষ লাভ করেছ ভগবানের প্রসাদে তোমার বংশ আজ হ'তে ধরাতলে পবিত্র হলো। তোমার বংশে আজ হতে কেহই আর নীচবৃত্তি অবলম্বন কর্বে না। ব্রাহ্মণ কায়স্থ যেমন এদেশে উচ্চ জাতি বলিয়া প্রতিষ্ঠিত, ভবিষ্যতে তোমার বংশীয়েরাও সেইরূপ এদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ কর্বে।

নিমাই। ভগবন্! এখন আমার কর্ণে মন্ত্র প্রদান ক'রে আমাকে চরিতার্থ করুন। শুভ অবসর উপস্থিত।

কেশব। বাবা! তুমি ইচ্ছাময়, তুমি যা ইচ্ছা কর্বে তৎক্ষণাৎ তাই সম্পন্ন হবে। তোমার ইচ্ছার প্রতিকূলে কেহ কোন কাজ কর্ত্তে সমর্থ হয় না। তুমি আমাকে গুরুপদে বরণ করে কৃতার্থ কল্লে, জগতে আমার সম্মান বৃদ্ধি ক'রে দিলে। তোমার লীলা—তোমার মহিমা আমি কেমন ক'রে বুঝবো ? আমাকে চৈতন্য প্রদান ক'রে তোমার চৈতন্য নাম সার্থক হলো। তুমি সকল মন্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা হয়ে—সকল মন্ত্রের আধার হয়ে যখন আমার মুখে আবার সেই মন্ত্র শুন্তে ইচ্ছা করেছ,তখন তোমার সে আদেশ পালন কর্ত্তেই হবে ;—তোমার সে ইচ্ছা আমাকে পূরণ কর্ত্তেই হবে। তুমি ইচ্ছাময়, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। (মহাপ্রভুর দক্ষিণ হস্তে দণ্ড ও বাম হস্তে করঙ্গ দিয়া কর্ণে মন্ত্র প্রদান) বৎস !

এইবার তোমাকে প্রকৃত সন্ন্যাস রূপে সজ্জিত করা হলো। সংসারে পাপী তাপীর প্রাণ শীতল কর্ত্তে নির্জ্জীব জীবকুলকে সজীব ক'রে তুল্‌তে—ভবপারের সহজ পথ দেখিয়ে দিতে আজ তোমার এই সন্ন্যাস গ্রহণ। ধন্য তোমার গর্ভধারিণী সেই মহা মহিমময়ী শচী দেবী ; তাঁর চরণে আমার শত শত প্রণাম। এখন সকলে একবার বদন ভ'রে সুধামাখা হরিনাম উচ্চারণ কর।

সকলে। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

গীত।

রাগিণী ভৈরোঁ—তাল তেওট।

কি আনন্দের দিন আজ হের রে ভুবনে।
গৌর আমার সন্ন্যাস নিল তারিবারে জগৎজনে ॥
আর রবে না মোহমায়া ছলনা চাতুরী,
আর রবে না পাপ তাপ মুখে বল হরি,
চৈতন্য লভিল লোক আর রবে না হৃদে শোক ;
এসো এসো স্থান লও গোরার চরণে।

কেশব। বাবা! অদূরে ঐ দুটী লোক আস্‌ছে চেয়ে দেখ। তোমারই কাছে বোধ হয় আস্‌ছে।

নিমাই। আর আমার কাছে এসে ফল কি? জগতের লোকের সঙ্গে আর আমার কোন সম্বন্ধ নাই। আর কেউ

আমাকে মায়াপাশে বদ্ধ কর্ত্তে পার্‌বে না। ওদের সঙ্গে দেখা করার আবশ্যক নাই। আমি অন্য দিকে প্রস্থান করি।

(গমনোদ্যত)

(গদাধরের সহিত চন্দ্রশেখরের প্রবেশ)

গদাধর। কোথা যাবার উদ্‌যোগ হচ্ছে ? একটু অপেক্ষা করুণ। একটী কথা জিজ্ঞাস্য আছে। বলি—দুঃখিনী জননীর কি উপায় ক'রে চল্লেন ? তাঁকে কাঁদিয়ে কি ফল হলো ?

নিমাই। জননী ?—জননী কে ? পিতা কে ? কার সঙ্গে কার সম্বন্ধ ? মানুষ একা সংসারে আসে, আবার একাকীই চ'লে যায়। কেউ সঙ্গে আসে না, সঙ্গে যায়ও না।

কর্ম্ম অনুসারে ফল জন্মান্তরে হয়।
কেবা পিতা কেবা মাতা কেহ কারো নয়।
পুত্র বল দারা বল সকলেই মিছে।
দেখ রাত্রে বহু পক্ষী থাকে আসি গাছে॥
প্রাতে পুনঃ যেবা যার ইচ্ছামত যায়।
কেহ কারো দিকে আর ফিরে নাহি চায়॥
সেরূপ মানবগণ দুদিনের তরে।
সম্বন্ধ পাতায় মাত্র আসিয়া সংসারে॥
একা আসে একা যায় দেখ অনুক্ষণ।
মিছা মায়াপাশে তবে কেন এ বন্ধন॥

যাহার দেখিতে ইচ্ছা হয় হে আমারে।
আসিলে পাইবে দেখা নীলাচলোপরে॥

[দ্রুত প্রস্থান।

চন্দ্রশেখর। আর কার সাধ্য প্রভুকে ধ'রে রাখে ? যে পাখী একবার শিকলি কেটে উড়েছে,তাকে ধরা বড় কঠিন। তবে মহাপ্রভুর অমৃতবাক্যেই বুঝা গেল যে, পবিত্র জগন্নাথ ক্ষেত্র নীলাচলেই তাঁর জীবন নাটকের চরম অভিনয় হবে। সেখানে গেলেই লীলাময়ের লীলাখেলা দেখে প্রাণ জুড়াবে।

গদাধর। তবে আমরাই বা আর এখানে কেন থাকি ? যখন ভগবান নিজ কর্ত্তব্যকার্য্য শেষ ক'রে নীলাচলে চল্লেন, তখন আমাদেরও সেইখানে গমন করা উচিৎ।

চন্দ্রশেখর। এখন তাই কর্ত্তব্য।

কেশব। চল, আমিও তোমাদের সঙ্গে বাবার কাছে যাই।

(সংকীর্ত্তন)

আয় আয় ভক্ত সব লইবি যে আশ্রয়।
দীন দয়াময় নীলাচলেতে উদয়॥
পাষণ্ড দলন করি, দিয়ে জীবে ভক্তিবারি,
নীলাচলে চলে হরি নাশি ভবভয়।
এক মনে একতানে ভাব সেই নিরঞ্জনে,
হরি হরি বল সবে হরি জগন্ময়॥

যবনিকা-পতন।

